ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

The Ahmadi Fortnightly

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ২০তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ বৈশাখ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ৮ জুমাদা-আল-আখিরাহ্, ১৪৩৩ হিজরি | ৩০ শাহাদাত, ১৩৯১ হি. শা. | ৩০ এপ্রিল, ২০১২ ঈসাব্দ

আবারও সত্যের সন্ধানে

২৪ মে থেকে ২৭ মে টানা ৪ দিন ব্যাপী
এখন থেকেই প্রস্তুতি নিন...

এবারের বিষয়সমূহ:

- ২৩ ও ৩০ মার্চ ২০১২-এ প্রদত্ত
  জুমুআর খুতবা
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- বাংলার কিংবদন্তি
  জার্মানীর প্রথম মিশনারী
  খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী
- ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে প্রথমবারের মত অভাবনীয় ঐতিহাসিক এক সমাবেশ
- ডেসটিনি / **Multi Level Marketing (MLM)** বিষয়ে হুযূর (আই.)-এর জরুরী নির্দেশনা
- জন হাগ্‌স্মীথ পিগট-এর ঈশ্বরত্বের দাবী সতর্কীকরণ ও পরিণাম
- ঐশী ইমাম ছাড়া ইসলাম অচল

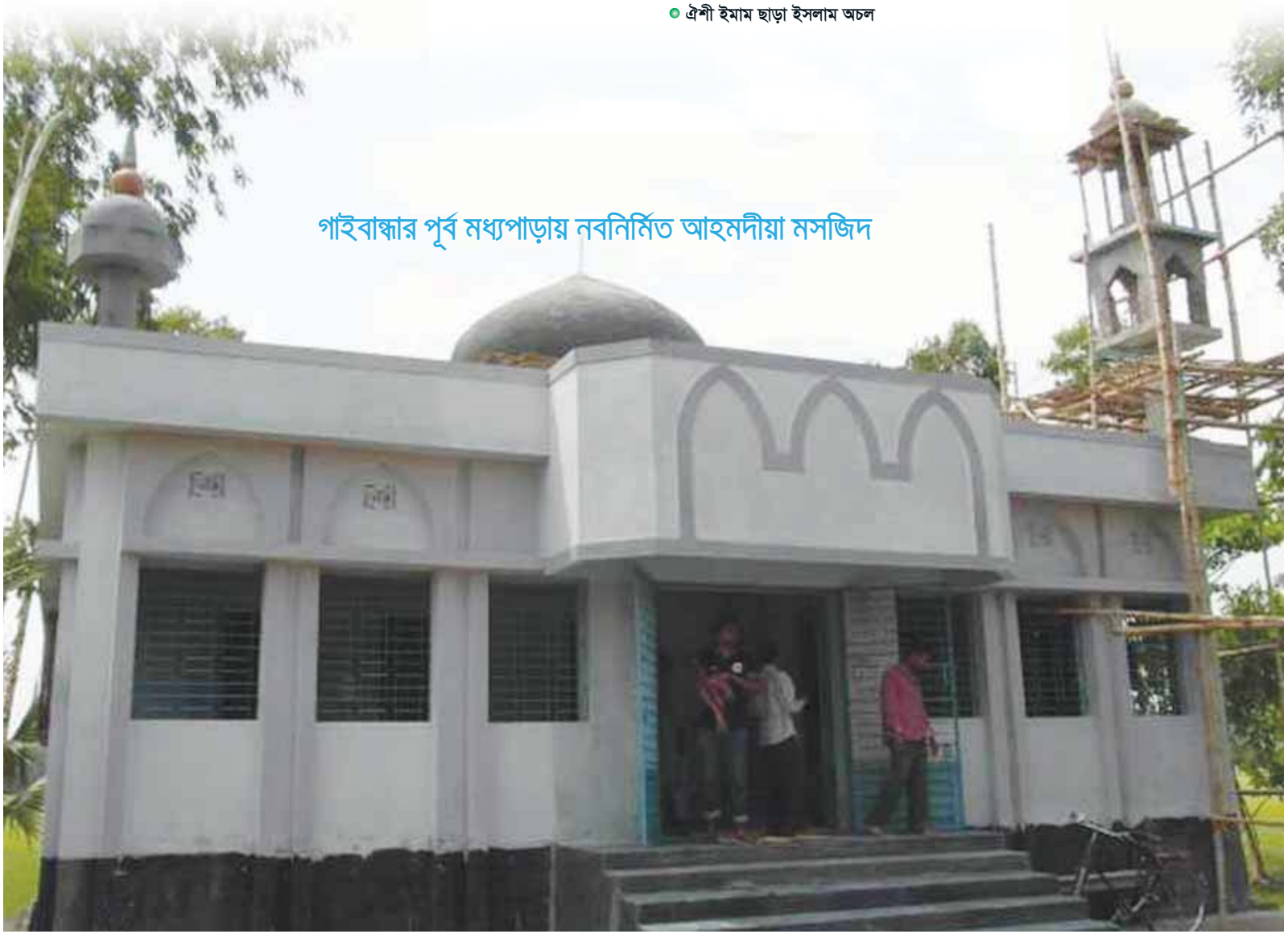

গাইবান্ধার পূর্ব মধ্যপাড়ায় নবনির্মিত আহমদীয়া মসজিদ

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Member | REHAB

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388
01819-296797
01817-143100

কৌশিক প্রপার্টিজ লিঃ

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

Veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS

207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207 Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:

International Trading House (Garments Accessories Supplier), Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer), Awl Fashion, (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay, (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mPxc Î

কলুষমুক্ত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী বিনত বান্দারা-ই সফলতা লাভ করে

গাফিলতির জন্য হৃদয়ে যদি কোন কাঠিন্য এসে যায় তবে সংস্পর্শ এবং ক্রমাগত সাক্ষাতের ফলে এই কাঠিন্য খুব শীঘ্র দূর হয়ে যায়। এজন্য পাঞ্জাবের লোকেরা বিশেষভাবে কোন-কোন ব্যক্তি তাদের ভালবাসায়, সত্যনিষ্ঠায় ও সদগুণে উন্নতি করে যাচ্ছে। এরই কারণে প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় তারা অত্যন্ত তৎপরতা প্রদর্শন করে এব সত্যিকারের আজ্ঞানুবর্তিতার প্রকাশ তাদের মধ্যে দেখা যায়। এবং এই দেশের লোকদের হৃদয় অন্যান্য দেশের লোকদের তুলনায় কিছুটা কোমল বটে। এতদসত্ত্বেও যদি আমি দূরদেশের সকল শিষ্যকে এরূপ মনে করি, তারা এখনো সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতায় আদৌ অগ্রসর হয়নি তাহলে এটি বড়ই অন্যায় কথা হবে।

কেননা, সাহেবযাদা মৌলভী আব্দুল লাতিফ সাহেব-যিনি (আফগানিস্তানে আমার সত্যতার পরীক্ষা দিতে) প্রাণ বিসর্জন করে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তিনিও তো দূরদেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, সদগুণাবলী এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার কাছে পাঞ্জাবের বড়-বড় আদর্শপরায়ণ ব্যক্তিকেও লজ্জিত হতে হয়। আমাকে বলতে হয়, তিনি ছিলেন একক ব্যক্তিত্ব যিনি আমাদের সকলকে ছাড়িয়ে চলে গেলেন। অনুরূপভাবে কোন-কোন দুরদেশের আদর্শপরায়ণ ব্যক্তি বড়-বড় আর্থিক কুরবানী করেছেন এবং তাদের সত্যনিষ্ঠা ও পবিত্রতায় কখনও কমতি আসেনি।

উদাহরণস্বরূপ, আমাদের ভ্রাতা মাদ্রাজের ব্যবসায়ী শেঠ আব্দুর রহমান এবং আরও কতিপয় বন্ধুর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সংখ্যার দিক হতে পাঞ্জাবকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। কেননা পাঞ্জাবে সকল শ্রেণীর মানুষ ধর্মের সেবায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে চলেছে। দূরদেশের অনেক লোক যদিও আমার সিলসিলায় প্রবেশ করেছে, কিন্তু তবুও তারা আমার সংস্পর্শে আসার সুযোগ কম পাওয়ার দরুন তাদের হৃদয় দুনিয়ার কলুষ হতে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হয়নি। বিষয়টি এমনটা মনে হচ্ছে যে, পরিণামে হয়তো তারা কলুষ হতে পবিত্র হয়ে যাবে, নচেৎ খোদা তাআলা তাদেরকে এই পবিত্র জামাত হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের মৃত্যু ঘটবে।

দুনিয়ার প্রতি আসক্তি মানুষের এক পরম ভ্রান্তি। এই ঘৃণ্য ও মোহ-গ্রস্ত দুনিয়া কখনও ভয় দেখিয়ে এবং কখনও আশার প্রলোভন দেখিয়ে অনেক মানুষকে নিজের বেড়াজালে আটকে নেয় এবং তাতে তারা প্রাণ ত্যাগ করে। নির্বোধেরা বলে, আমরা কি দুনিয়া ত্যাগ করব? কিন্তু তোমাকে বলছি, হৃদয়কে দুনিয়া ও দুনিয়ার প্রতারণা হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেল। নতুবা তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যে পরিবার-পরিজনদের জন্য তুমি সীমা অতিক্রম করে থাক, এমনকি খোদার ফরযসমূহও বিসর্জন দাও এবং বিভিন্ন রকম প্রতারণার দরুন শয়তানে পরিণত হও, বস্তুত এই পরিবার-পরিজনদের জন্য তুমি পাপের বীজ বপন করে চলছো এবং তাদের এজন্য ধ্বংসও করছ কারণ, খোদা তোমার হৃদয়ের গভীরে দেখছেন। অতএব তুমি অসময়ে মারা যাবে এবং পরিবার-পরিজনদের ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিবে। কিন্তু খোদার দিকে যে অবনত-তার সৌভাগ্যের কারণে তার স্ত্রী-পুত্রও অংশ লাভ করবে এবং তার মৃত্যুর পর এরা কখনও ধ্বংস হবে না।

[তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, বাংলা সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত]
বাংলা সংস্করণ পৃঃ ১৪৬-৪৭ থেকে উদ্ধৃত]

৩০ এপ্রিল ২০১২

কুরআন শরীফ ২

হাদীস শরীফ ৩

অমৃত বাণী ৪

৩০ মার্চ ২০১২-এ প্রদত্ত
জুমুআর খুতবা
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) ৫

২৩ মার্চ ২০১২-এ প্রদত্ত
জুমুআর খুতবা
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) ১১

ইউরোপিয়ান পার্লমেন্টে প্রথমবারের মত অভাবনীয় ঐতিহাসিক এক সমাবেশ
মওলানা জাফর আহমদ ১৮

ডেসটিনি / Multi Level Marketing (MLM) বিষয়ে হুযূর (আই.)-এর জরুরী নির্দেশনা ২০

জন হাঘস্মীথ পিগট-এর ঈশ্বরত্তের দাবী সতর্কীকরণ ও পরিণাম
মোহাম্মদ ফজলুর রহমান ২৩

ঐশী ইমাম ছাড়া ইসলাম অচল
মাহমুদ আহমদ সুমন ২৭

বাংলার কিংবদন্তি
জার্মানীর প্রথম মিশনারী খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল ২৮

পাঠক কলাম ৩০

সংবাদ ৩২

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী ৩৯

সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানসূচী ৪০

কুরআন শরীফ

সূরা আর্ রা'দ-১৩

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝١٠

১০। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত, অতি মহান (ও) সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ۝١١

১১। তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি কথা গোপন করে আর যে তা প্রকাশ করে এবং যে রাতে লুকিয়ে থাকে আর দিনে (প্রকাশ্যে) চলাফেরা করে (এরা সবাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে) সমান[১৪২৬]।

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ۝١٢

১২। তাঁর পক্ষ থেকে এ (রাসূলের) জন্য তাঁর সামনে ও পিছনে একের পর এক আগমনকারী[১৪২৭] (ফিরিশ্‌তাদের) এক দল নিযুক্ত আছে, যারা আল্লাহ্‌র আদেশে তার সুরক্ষা করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনো কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ তারা তাদের মনমানসিকতায় পরিবর্তন না আনে। আর আল্লাহ্ যখন কোন জাতির মন্দ পরিণামের সিদ্ধান্ত নেন তখন কোনভাবেই তা টলানো সম্ভব নয়। আর তিনি ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

১৪২৬। আঁ হযরত (সা.)-এর শত্রুদের প্রকাশ্য বা গুপ্ত ষড়যন্ত্র সফল হতে পারে না। কারণ আল্লাহ্ তাআলা, যিনি সর্বদ্রষ্টা এবং তাদের সকলকে জানেন, তিনিই তাঁর সাহায্যকারী এবং আশ্রয়দাতা

১৪২৭। 'আল মুয়া'ক্কিবাতুন' অর্থ রাত এবং দিনের ফিরিশ্‌তারা, কারণ তারা ক্রমপর্যায়ে একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়। এখানে বহুবচনে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার হওয়ার কারণ হলো, একই কাজ তারা (ফিরিশ্‌তা) পুন:পুন: করছে। আরবী ভাষায় কোন কোন সময় স্ত্রীলিঙ্গসূচক শব্দ জোরালো ভাব প্রকাশ করার জন্য এবং বার বার সংঘটিত হওয়ার অবস্থা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই আয়াতে 'সামনে ও পিছনে একের পর এক আগমনকারী (ফিরিশ্‌তাদের) এক দল' শব্দগুচ্ছের ব্যবহার অশরীরী ঐশী অস্তিত্বকে ইঙ্গিত করেছে, অথবা নবী করীম (সা.) এর ফিদায়ী সাহাবারা যাঁরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও আঁ হযরত (সা.)-এর নিরাপত্তায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন তাঁদেরকে বুঝাচ্ছে।

হাদীস শরীফ

তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর এবং গুণাহ্‌র জন্য মাফ চাও

কুরআন ঃ

'আর হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রর্থনা কর এবং তওবা করে তাঁরই দিকে বিনীত হও। তিনি তোমাদের উপর পর্যাপ্ত বর্ষণশীল মেঘমালা পাঠাবেন এবং তিনি তোমদের শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে থাকবেন। আর তোমরা অপরাধে লিপ্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।' (সূরা হূদ ঃ ৫৩)

হাদীস :

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর এবং গুণাহ্‌র জন্য মাফ চাও, আমি এক দিনে একশত বার তওবা করি। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা :

মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে। অনেক সময়ে এ ভুলের অনেক বড় মাশুল দিতে হয়। অনেক ভুলের সংশোধন নেই। যার ফলে অনেকে জীবনভর উহার মূল্য দিতে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতের অবস্থাও অনুরূপ। মানুষ যেহেতু ভুল করে সেহেতু সে দুর্বল। কিন্তু পৃথিবীতে ক'জন আছে, যে নিজেকে দুর্বল বলে আখ্যা দেয়? খুব কম লোকই এমন রয়েছে।

ইসলাম মানুষকে সর্বদা উচ্চতর শ্রেণীতে উত্থিত করতে চেয়েছে। তাই ইসলাম মানুষকে ঐ সকল নির্দেশ দিয়েছে যা তাকে উচ্চ আসনে সমাসীন করাতে পারে। পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে আল্লাহ্ তাআলা তওবা করতে বলেছেন। ক্ষমা চাইতে বলেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে তওবা বা ক্ষমা চাওয়া ব্যতিরেকে উন্নতি করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যদি তোমরা তওবা কর তবে আমি তোমাদের সন্তান-সন্ততি, বৃষ্টি, ফসলাদি দান করবো। অর্থাৎ এক কথায় ক্ষমা চাওয়া একটি ফলদায়ক বৃক্ষ।

'আর হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রর্থনা কর এবং তওবা করে তাঁরই দিকে বিনীত হও। তিনি তোমাদের উপর পর্যাপ্ত বর্ষণশীল মেঘমালা পাঠাবেন এবং তিনি তোমদের শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে থাকবেন। আর তোমরা অপরাধে লিপ্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।'

খোদার নিকট ক্ষমা চাওয়া শুধু গুনাহ্‌গারের জন্যেই যে তা নয়। বরং সবাইকে চাইতে হবে, বলতে গেলে, ইস্তেগফার বা ক্ষমা না চাওয়া অহংকারের লক্ষণ। আর অহংকার এমন একটি পাপ যা মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতকে নসীহত করেছেন, হে আমার উম্মত! তোমরা ইস্তেগফার কর। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও। তোমরা আমাকে দেখো। আমিও দিনে সত্তর বার খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এখানে সত্তর অর্থ সত্তর নয় বরং অগণিত। হযরত নবী করীম (সা.)-এর মত নিষ্পাপ সত্ত্বা আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত সত্তা, যদি দিনে অগণিত বার খোদার নিকট ক্ষমা চেয়ে থাকেন তবে আমাদের অবস্থা কী হওয়া উচিত। আমরা তো পাপে নিমজ্জিত। আমাদের তো সর্বদা ইস্তেগফারে নিয়োজিত থাকা দরকার।

আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে যে শর্তে বয়আত হয়েছি সেখানে এ শর্তটি রয়েছে যে, প্রত্যেহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা করবে এবং নিয়মিত ইস্তেগফার পড়বে। ইস্তেগফার মানুষকে বিনয়ী করে তুলে। মানুষকে অহং হতে মুক্ত করে। তাই আসুন আমরা হযরত নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশানুযায়ী দৈনিক ইস্তেগফার করি ও খোদার আশীষের অধিকারী হই, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে যারা পরিহার করে তাঁদেরকে খোদা তা'লা ভিন্নরূপে ভালোবাসেন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদার রীতি হলো, তিনি তাদের হৃদয়কে সত্যে পরিপূর্ণ করেন এবং তাঁদের হৃদয়ে-সূক্ষ্ম জ্ঞানের ধারা সঞ্চালন করেন। তিনি তাদের চিন্তা-চেতনাকে পবিত্র করেন এবং তাঁদের মাঝে পবিত্র প্রজ্ঞার পরিস্ফুটন ঘটান আর পরিণতি উপলব্ধি করার ও ধ্বংসস্থল সম্পর্কে সাবধান থাকার জ্ঞান দান করেন। সকল কল্যাণ তাদের দিকে প্রবাহিত করেন আর সকল অকল্যাণ হতে তাঁদের দূরে রাখেন। আল্ল- াহ্ তা'লা তাঁদেরকে কুরআনের তত্ত্ব ও নবী (সা.)-এর সুন্নতের জ্ঞান দান করেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁদের লালন-পালন করেন ও নিজ পথে পরিচালিত করেন। তিনি তাঁদেরকে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ামতে ভূষিত করেন, একই সাথে এমন সকল বিষয় ও স্থান যা স্খলণের কারণ হতে পারে তা থেকে সুরক্ষিত রাখেন ও তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তাঁদেরকে ইসলামের (সীমানা ও শিক্ষার) রক্ষণাবেক্ষণকারীদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তাঁদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেন এবং তাঁর নৈকট্য লাভের প্রতি তাঁদের আকৃষ্ট করেন যা সকল কল্যাণের উৎসস্থল। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ কল্যাণের অফুরন্ত সঞ্জীবনী ধারা প্রতিনিয়ত তাদের দিকে প্রবাহিত হয় আর এই ঐশী প্রস্রবণের কল্যাণে তাঁদের হৃদয়ে বিভিন্ন প্রকারের জ্যোতি বা আলোর ফুৎকার করা হয়। মানুষ চেষ্টা করে পুণ্যকর্ম করে আর তাঁরা করেন সহজাত প্রেরণায়।

তাঁদের হাতে পুণ্যকর্ম তাঁদের সুস্থপ্রকৃতির তাড়নায় সাধিত হয়, কৃত্রিমভাবে নয়। যেভাবে ঝর্ণা প্রবল বেগে প্রবহমান থাকে এঁদের মাঝে প্রকৃতিগত সাধুতা সেভাবে বিরাজ করে। কঠিন কাজ সম্পাদনে অন্যদের যেমন কষ্ট হয় তাঁদের তা হয় না। ভয়ের মুহূর্তে তুমি তাঁদেরকে পর্বতের মত অবিচল দেখতে পাবে এবং চরম বিপদের সময় তাঁদের বীরত্ব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। তাঁরা চারিত্রিক গুণে গুনান্বিত হন এবং চরিত্র বিধ্বংসী সকল কাজকে তাঁরা এড়িয়ে চলেন। তাঁরা অপারগতায় নয় বরং ভালোবাসার প্রেরণায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকেন।

বিপদের ভয়াবহতার ভয়ে নয় বরং খোদার সন্তুষ্টির জন্য তাঁরা প্রাণ উজাড় করে দেন। নিজেদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে হলেও প্রভুর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁরা সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করেন না। তুমি তাঁদের মধ্যে নোংরা স্বভাব ও মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করার অভ্যাস দেখবে না। তাঁরা (অর্থাৎ ওলীগণ) আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল এবং মানুষের চাওয়া-পাওয়ার আশা-আকাঙ্খার মূল কেন্দ্র আর এতিম ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল হয়ে থাকেন। তাঁরা পঙ্কিলতা, কুটিলতা এবং সকল প্রকার অন্ধকার থেকে দূরে থাকেন। তাঁরা অলৌকিক ও ঈমানী ঐশী নূরের জ্যোতিতে বলীয়ান হয়ে থাকেন। তাঁদের হৃদয়-আঙ্গিনা এমন আধ্যাত্মিক প্রাণীকূলের বিচরণস্থল যারা অন্যদের কাছে ভয়ে ধরা দেয় না। তাঁরা খোদার দ্বারে সেজদাবনত অবস্থায় থাকেন। তাঁদের আত্মা তাঁর ভালোবাসার সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকে। তাঁরা কুপ্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা এবং ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে পরিহার করেন। প্রবৃত্তি ও এর তাড়না কাকে বলে তা তাঁরা জানেন না। খোদা তা'লা নিজ প্রজ্ঞানুসারে যেভাবে চান তাঁদের পরিচালিত করেন। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার ফলে তাঁদেরকে খোদা তা'লা ভিন্নরূপে ভালোবাসেন। তারপর করুণাবশত তাঁদেরকে নিজ বান্দাদের প্রতি প্রেরণ করেন। তাঁরা মানুষকে কল্যাণ, সাধুতা, পুণ্য ও সাফল্যের প্রতি আহবান করেন।

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত 'হামামাতুল বুশরা' বাংলা সংস্করণ পৃঃ ০২-০৩ থেকে উদ্ধৃত]

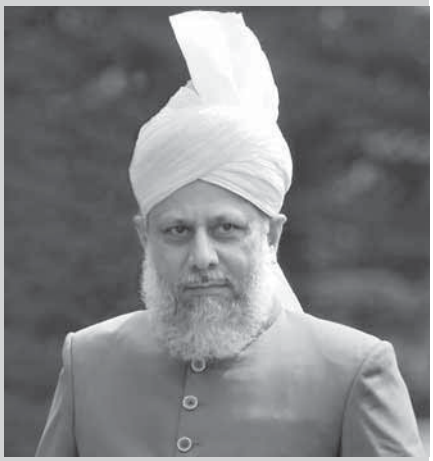

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩০ মার্চ ২০১২-এর (৩০ আমান, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

গত খুতবায় বয়আতের শর্ত সমূহের বরাত দিয়ে আমি জামাতের সদস্যদেরকে একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য কি কি, তা বলেছিলাম আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে বয়আতের প্রতিটি শর্তের ব্যাখ্যা করেছিলাম। ঐ শর্তসমূহ এবং হুযূর (আ.)-এর রচনা ও মলফুযাত পাঠ করে আর সেই সমস্ত পাঠ শুনে, চিন্তা করলেই বুঝা যায়, তিনি (আ.) আমাদের মাঝে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের সংশোধনের মাধ্যমে আমাদের মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। কারণ এ ছাড়া সেই মহান উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয়, যে উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর সেটিই ছিল যুগের প্রয়োজন আর আজও এটিই যুগের চাহিদা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা যায়।

তিনি (আ.) এক স্থানে বলেছেন, 'এ জামাত প্রতিষ্ঠার পিছনে আল্লাহ্‌র যা উদ্দেশ্য, তিনি আমার সামনে তা প্রকাশ করেছেন, আর তাহলো, তাক্বওয়া (খোদা ভীতি) হ্রাস পেয়েছে। অনেকেই প্রকাশ্য নির্লজ্জতায় লিপ্ত, অবাধ্যতা ও পাপাচারে নিমজ্জিত। কতক এমন আছে যাদের কর্মে এক ধরনের অপবিত্রতার মিশ্রণ রয়েছে। কিন্তু তারা জানেও না যে, ভাল খাদ্যে যদি সামান্য পরিমাণ বিষ মিশে যায় তাহলে সমস্ত খাবারই বিষাক্ত হয়ে যায়। অনেকেই এমন আছে যারা ছোট ছোট পাপ যেমন, 'লোক দেখানো' ইত্যাদীতে লিপ্ত হয় যার শাখা-প্রশাখা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। যদিও তারা বাহ্যতঃ মনেও করে যে তারা অত্যন্ত ধার্মীক, কিন্তু তারা 'আত্মশ্লাঘা' 'লোক দেখানো' এবং বিভিন্ন সূক্ষ্ম পাপাচারে লিপ্ত যা তত্ত্বজ্ঞানের অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েই দেখা সম্ভব। এখন আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীবাসীদের তাক্বওয়া ও পবিত্র জীবনের আদর্শ দেখাতে চান। আর এ উদ্দেশ্যে-ই তিনি এ জামাতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি পবিত্রতা চান এবং একটি পবিত্র জামাত গঠন করাই হলো তাঁর উদ্দেশ্য'।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা যিনি এ জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি এ জামাতে অন্তর্ভূক্তদেরকে বিশেষভাবে পবিত্র করতে চান যেন একটি পবিত্র জামাত গঠিত হতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের প্রত্যেকের কাছে চান, আমরা যেন তত্ত্বজ্ঞানের অনুবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করি, এর মাধ্যমে আমরা নিজেদের প্রবৃত্তিকেও বিচার-বিশ্লেষণ করি। বিশ্বাস সংক্রান্ত ভ্রান্তির সংশোধনের পাশাপাশি আপন সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মগত ভ্রান্তিরও সংশোধন করি। নিজেদের কর্মকান্ডের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখি। তত্ত্বজ্ঞানের এই অবেক্ষণ-ই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভুলভ্রান্তিকে বড় করে দেখায়।

কাজেই নিজেদের পাপসমূহ ও ভুলত্রুটিগুলোকে দেখার জন্য, স্বীয় দুর্বলতার প্রতি চোখ রাখার জন্য আমাদের অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতেই হবে যদ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের প্রবৃত্তিকে পর্যবেক্ষন করতে সক্ষম হবো। এই চিন্তা-চেতনার সাথে আমাদের নিজেদের অবস্থা যাচাই করে দেখা দরকার। অতএব আমাদের আহমদী হবার দাবী, কোন সাধারণ দাবী নয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতও কোন সাধারণ জামাত নয়। আল্লাহ্ তা'লা এই জামাতের সদস্যদেরকে পবিত্র করে একটি পবিত্র জামাত গঠন করতে চেয়েছেন আর সে লক্ষ্য নিয়েই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন। এ কথা প্রত্যেক আহমদীকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে, খোদাভীতি ও পবিত্র জীবনাদর্শই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম আর আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের সংশোধন এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। কেবল বিশ্বাসগত সংশোধন কোন কাজে আসে না যতক্ষণ না এর সাথে কর্মের সংশোধন হবে এবং যতক্ষণ না আমাদের সবাই নিজেদের কর্ম সম্পর্কে সচেতন হবে, অধিকন্তু আমাদের বিশ্বাস কিরূপ হওয়া উচিত এবং কোন ধরনের আমলের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত? যেমনটি কিনা আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতিতে পড়েছি, (তাতে) আমরা দেখলাম, ছোটছোট পুণ্যকর্মের প্রতিও মনোযোগী হওয়া এবং সেগুলো পালন করার চেষ্টা থাকা আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথাই বলেছেন।

একস্থানে আরো স্পষ্টভাবে আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের মানদন্ড সম্বন্ধে জামাতের দৃষ্টি আর্কষণ করে তিনি (আ.) বলেন, আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম: (অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস, আমল বা কর্মের বিষয়টি এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে) 'আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারকথা হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তাহলো, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন, 'খাতামুন্ নবীঈন' ও 'খায়রুল মুরসালীন' যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতা লাভ করেছে এবং যে নিয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমরা দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এখন এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা পবিত্র কুরআনের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির।

আমরা আরো বিশ্বাস করি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়া এর তুচ্ছমার্গেও পৌঁছতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না। আমাদের যা কিছু লাভ হয় তা প্রতিচ্ছায়া হিসেবে এবং তাঁর মাধ্যমে লাভ হয়। আমরা আরো বিশ্বাস করি, যে সব পুণ্যবান ও কামেল বুযূর্গ মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সান্নিধ্যে সম্মানিত হয়ে আধ্যাত্মিকতার সফর সম্পূর্ণ করেছেন তাদের সাথে তুলনামূলক মানদন্ডে আমাদের যদি উৎকর্ষতা লাভ হয় তবে তাও কেবল প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ। এছাড়া তাঁদের মাঝে কল্যাণের এমন কিছু দিকও ছিলো যেগুলো আমরা এখন কোনক্রমেই অর্জন করতে পারব না'। (ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পু:১৩৭-১৩৮) অর্থাৎ যাঁরা মহানবী (সা.)-এর যুগে ছিলেন তাঁদের কিছু কল্যাণ এমন রয়েছে যেগুলো লাভ করা সম্ভব নয়, তাঁরা মহানবী (সা.)-কে দেখেছেন এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

তিনি (আ.) আরো বলেন, 'যে পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলাম ধর্মের ভিত্তি রাখা হয়েছে সেগুলোর প্রতিও আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। আর আল্লাহ্‌র বাণী অর্থাৎ পবিত্র কুরআনকে আঁকড়ে ধরার যে নির্দেশ রয়েছে আমরা তাও পালন করছি। আর হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর মতো আমরাও বলি, "হাসবুনা কিতাবুল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং হাদীস ও কুরআনের মাঝে বিরোধ ও মতানৈক্য দেখা দিলে হযরত আয়শা (রা.)-এর ন্যায় আমরাও কুরআনকে প্রাধান্য দেই। (হাদীস ও কুরআনের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হলে) বিশেষভাবে সেসব কাহিনীর ক্ষেত্রে যা সর্বসম্মতভাবে উল্লেখের বা লিখারও যোগ্য নয়। আর আমরা এ বিশ্বাসও স্থাপন করি যে, খোদা তা'লা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) তাঁর রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা আরো ঈমান রাখি, ফিরিশ্‌তা সত্য, পুনরুত্থান সত্য, হিসাব-নিকাশের দিন সত্য, জান্নাত এবং জাহান্নামও সত্য। আমরা আরো বিশ্বাস রাখি, মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে যা কিছু বলেছেন এবং আমাদের নবী করীম (সা.) যা বলেছেন উপরে উল্লিখিত বক্তব্যের নিরিখে তা সবই সত্য।

আমরা আরও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়তের মাঝে এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশি করে অথবা আবশ্যকীয় ক্রিয়া-কলাপ বাদ দিয়ে বাছবিচার বিহীন (অর্থাৎ নিজ ইচ্ছানুযায়ী যেখানে খুশি পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে, নিজ ইচ্ছানুযায়ী হালাল-হারাম প্রস্তাব করে) কার্যকলাপের ভিত্তি রাখে সে ঈমান বিবর্জিত এবং ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত। আমি আমার জামাতকে উপদেশ প্রদান করছি, সবাই যেন এ পবিত্র কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্"র প্রতি বিশ্বাস রাখে, এবং এ বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। আর সকল নবী এবং সকল গ্রন্থ যেগুলো কুরআন দ্বারা সত্যায়িত হয় সেসব পুস্তকের প্রতি যেন বিশ্বাস রাখে এবং রোযা, নামায, যাকাত ও হজ্জ আর খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত ফরয সমূহকে আবশ্যকীয় জ্ঞান করে আর সকল নিষেধাজ্ঞাকে নিষেধ জ্ঞান করে সঠিকভাবে ইসলামী শিক্ষার উপর যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটকথা ঐসব বিষয় যেগুলোর প্রতি অতীত পুণ্যবানদের বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ঐকমত্য ছিল, ঐসব বিষয় যা সুন্নত অনুসারীদের (অর্থাৎ সুন্নত পালনকারীগণ) মতে ইসলাম বলে পরিগণিত ঐসব কিছু মান্য করা আবশ্যক। আর আমরা এ বিষয়ে আকাশ ও পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে বলছি, এটিই আমাদের ধর্ম বিশ্বাস'। (আইয়ামুস সুলেহ্, পৃ: ৮৬-৮৭)

খোদা তা'লার সত্তা ব্যতিরেকে সব কিছুই নশ্বর এ বিশ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি (আ.) স্পষ্ট করেন, 'হযরত ঈসা (আ.)ও একজন মানুষ ছিলেন, আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন আর একারণে তাঁরও একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর মৃত্যু হয়েছে। হ্যাঁ, ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে রক্ষা করেছেন এবং ক্রুশের ক্ষত নিরাময় করেছেন এরপর তিনি হিজরত করেন এবং কাশ্মীরে মৃত্যুবরণ করেন'।

যাহোক হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু বা তাঁর মৃত্যু বরণ সম্বন্ধে এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, 'আমি হযরত ঈসা (আ.)-কে মৃত এবং ঈমান ও বিশ্বাসের দিক থেকে তাঁকে প্রয়াতদের অন্তর্ভূক্ত মানি এবং নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন আর কেনই বা বিশ্বাস করবো না যখন কিনা আমার অভিভাবক, আমার প্রভু নিজ সম্মানিত গ্রন্থ পবিত্র কুরআনে তাঁকে মৃতদের দলভূক্ত করেছেন আর সমস্ত কুরআনে একবারও তাঁর অলৌকিক জীবন এবং দ্বিতীয়বার আগমনের উল্লেখ নেই বরং তাঁকে কেবল মৃত বলে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। তাই তাঁর স্বশরীরে জীবিত থাকা এবং পুনরায় কোন এক সময় পৃথিবীতে আগমন করা, না কেবল আমার নিজ ইলহামের ভিত্তিতেই বাস্তবতা পরিপন্থী জ্ঞান করি বরং ঈসার জীবিত থাকার এই ধারণাকে কুরআনের সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত আয়াতের আলোকে অযৌক্তিক ও অসত্য মনে করি'।

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট সব আয়াতের আলোকে হযরত ঈসা (আ.)-কে মৃত জানি আর তাঁর জীবিত থাকার ধারণাকে অযৌক্তিক ও অসত্য মনে করি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় এ-ও বলেন, 'বিশ্বাসগত দিক থেকে তোমাদের এবং অপরাপর মুসলমানদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তারাও ইসলামের রুকনসমূহ বা স্তম্ভ সমূহ মানার দাবী করে, তোমরাও মানার দাবী করে থাকো। একজন আহমদী ঈমানের স্তম্ভসমূহের প্রতি ঈমান রাখার যেমন দাবী করে অন্যরাও মৌখিকভাবে একই দাবী করে এমনকি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পর একটি শ্রেণী হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেও বিশ্বাস করা শুরু করেছে। এরপর খুনী মাহদী সংক্রান্ত ধারণাও বদলে গেছে অর্থাৎ মাহদী এসে হত্যাযজ্ঞ চালাবেন এবং সংশোধন করবেন এতদসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে। গত জুমুআর পূর্বের জুমুআয় আমি সাহাবীদের জীবনের ঘটনাবলী

শুনিয়েছিলাম। তাঁদের মাঝে একজন সম্পর্কে বলেছিলাম, একজন সাহাবী যখন মৌলভী মুহাম্মদ হুসেইন বাটালভীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি খুনী মাহদীর ধারণা অস্বীকার করেছেন! আর মানুষকে আপনি ভিন্ন কিছু বলছেন। অথচ মির্যা সাহেব (হযরত মসীহ্ মওউদ) যখন বলেন, কোন খুনী মাহদী আসবে না- তখন আবার আপনি আপত্তি করেন। এর উত্তরে তিনি বলেন, যাও তোমার মির্যা সাহেবের হাতে বয়আত করতে ইচ্ছা হলে করো। আমার কী দৃষ্টিভঙ্গি আছে বা ছিল তা নিয়ে বিতর্ক করো না।

মোটকথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে যখন ধৃষ্টতার সাথে দাড়ায় তখন তারা এটিই বলবে, খুনী মাহদীও আসবে আর মসীহ্ও আসবে। কিন্তু অনেকে এমন আছেন যাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে।

যাহোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের পর মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত কিছু বিশ্বাসের সংশোধন হয়েছে। এমনকি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আজ থেকে ৭৬ বছর পূর্বে 'বিশ্বাস ও কর্মের' সংশোধন শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি খুতবা প্রদান করেন আর তাতে এ-ও বলেছেন, ভারতে শিক্ষিত সমাজে সম্ভবতঃ প্রতি দশ জনের মাঝে একজনও এমন মানুষ পাওয়া যাবে না, যে ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকায় বিশ্বাসী। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে নাসেখ-মনসূখ বা বিভিন্ন আয়াত রহিত হবার বিষয়টি সাধারণত এখন আর উল্লেখ করা হয় না বরং বলা যায় সেই কট্টরতা দেখা যায় না যা ইতোপূর্বে ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটিও প্রমাণ করেছেন, কোন কোন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলমানরা বেশ কট্টর ছিল কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের পর তারা নমনীয় হয়ে গেছে, কট্টরতা হ্রাস পেয়েছে। এখন হয়তো মানে-নতুবা চুপ থাকে ।

আজও একই অবস্থা বিরাজমান। বরং এখন অনেক আলেম- উলামা, স্কলার যাদের মাঝে আরবের উলামা ও পন্ডিতরাও অন্তর্ভূক্ত; বিভিন্ন জিহাদী সংগঠন ও উগ্রপন্থীদের জিহাদ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে বলতে শুরু করেছে। বরং তারা জিহাদের ব্যাপারেই বলতে শুরু করেছে, বর্তমান যুগে প্রচলিত জিহাদের ধারণা ভুল। অতএব যে ধ্যান-ধারণাকে তারা মৌলিক বিশ্বাস জ্ঞান করতো সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন, সেই বিশ্বাসে পরিবর্তন এবং তাদের মাঝে যারা শিক্ষিত শ্রেণী হিসাবে পরিচিত, সামাজিকভাবেও যাদের একটি অবস্থান রয়েছে এবং যারা সুপরিচিত, তারা জিহাদ প্রভৃতির ব্যাপারে বলতে শুরু করেছে, এগুলো ঠিক নয়, ভুল।

এই পরিবর্তন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পর, তাঁর (আ.) আবির্ভাবের পর এবং জিহাদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরার পর সৃষ্টি হয়েছে। তারা আহমদীয়াত গ্রহণ করুক বা না করুক এটিও এ কথার প্রমাণ বহন করে, জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বাসমূহের যতটুকু সম্পর্ক আছে অ-আহমদীদের মধ্য থেকে একটি বড় শ্রেণী মানতে বাধ্য হচ্ছে। এখন এ যুগে বেশীরভাগ বিতর্ক এ কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মর্যাদা নবীর মর্যাদা কিনা? ইনশাআল্লাহ্ একদিন এরও মিমাংসা হয়ে যাবে। তেমনিভাবে আমাদের জামাতের বিশ্বাসগত যে অবস্থান রয়েছে, শিক্ষা রয়েছে এবং যে আক্বিদা রয়েছে যারা এগুলোকে বুঝতে চায় না, ধৃষ্টতা দেখায় অথচ তাদের কাছে কোন দলীল-প্রমাণও নেই; আমাদের সাথে তর্কযুদ্ধে যখন নির্বাক হয়ে যায় তখন তারা মারামারি কাটাকাটির পথ বেছে নেয়। আর বর্তমানে মুসলমান ফির্কাগুলোর অধিকাংশের পক্ষ থেকে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে এই সব কিছু ঘটছে। বিশেষভাবে পাকিস্তান এবং ভারতের কোন কোন স্থানে। এটি এ বিষয়ের বর্ধিত প্রমাণ, আমাদের বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণ করার জন্য না তাদের কাছে কোন কুরআনের প্রমাণ আছে আর না-ই কোন যৌক্তিক প্রমাণ আছে। তারা যখন নিরুত্তর হয়ে যায় এবং (দলীল উপস্থাপনে) ব্যর্থ হয় তখন তারা মারামারি করতে শুরু করে। কাজেই বিশ্বাসের দিক থেকে এবং দলীল-প্রমাণের দৃষ্টিকোন থেকে জামাতে আহমদীয়া সেই আসনে সমাসীন যেখানে কোন ব্যক্তি এর সামনে দাঁড়াতে পারে না। যে সব আহমদী স্বল্পজ্ঞানী তাদের উচিত জ্ঞানে পরিপক্কতা অর্জন করা। আজ কাল 'রাহে হুদার' মত অনুষ্ঠানাদি (ধর্মীয়) এ উদ্দেশ্যেই প্রচার করা হচ্ছে। এগুলো থেকে বেশি বেশি জ্ঞান অর্জন করুন। কোন আহমদী যেন হীনমন্যতার শিকার না হয়।

যাহোক আল্লাহ্‌র কৃপায় আহমদীয়া জামাতের হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী নিজ বিশ্বাসে দৃঢ়। কেউ যদি দুর্বলও থেকে থাকে তবে সে যেন মনে রাখে, যে ধর্ম বিশ্বাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তাহলো প্রকৃত ইসলাম এবং এ বিশ্বাসকে কেউ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে ভুল সাব্যস্ত করার ক্ষমতা রাখে না। অতএব যে ক'জন দুর্বল আছেন তারা যেন নিজেদের মাঝে দৃঢ়তা সৃষ্টি করেন। কোন ধরনের দুর্বলতা দেখানোর প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস এবং ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সমৃদ্ধ সাহিত্য দিয়ে গেছেন, অনুরূপভাবে ব্যবহারিক বিষয়াদীর প্রতিও গভীরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধর্ম বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ পুস্তকাদির প্রভাব অন্যদের উপরও রয়েছে। তবুও মনে রাখতে হবে, কেবল বিশ্বাসের সংশোধনই সবকিছু নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্মের সংশোধনের জন্যও এসেছেন। আমাদের কর্মের সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাসের সংশোধন কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। কেননা কর্ম এমন এক বিষয় যা অন্যদেরকে জামাতভূক্ত হওয়া, আমাদের কথা শোনা বা নিদেনপক্ষে বিরোধিতা থেকে নিবৃত্ত থাকার প্রেরণা যোগায়। পুণ্যকর্ম এবং পবিত্র পরিবর্তন হলো এক নীরব তবলীগ। জামাতের কাছে এসে গেছে অথবা বয়আত গ্রহণে প্রস্তুত কতক মানুষ কোন-কোন আহমদীর কোন কর্মের কারণে হোঁচট খায় এবং দূরে সরে যায়।

কাজেই এ সময় যখন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ হতে (কালের নিরিখে) দূরে চলে যাচ্ছি তখন আমাদের বিশ্বাসের পাশাপাশি কর্মের সংশোধনও একান্ত আবশ্যক। বিশ্বাসের যুদ্ধে ইতোমধ্যেই আমরা জয়যুক্ত। কিন্তু বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ম না হলে, শিক্ষা অনুযায়ী না চললে এবং তা নিজ জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা না হলে, কালের প্রবাহে কেবল নামই অবশিষ্ট থেকে যায়। যেমনটি কিনা অধিকাংশ মুসলমানদেরকে আমরা দেখছি, তারা ভুল কাজে লিপ্ত। নামাযও পড়ে-পড়তে হবে তাই। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী নামাযের ব্যাপারে উদাসীন। মিথ্যা সর্বত্র বিরাজমান। প্রকাশ্যে ও নির্বিচারে চরম নিলর্জ্জতা দেখা যায়।

সম্প্রতি এক অ-আহমদীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, আমার মাথায় ঢুকে না, উগ্রপন্থীরা এবং মুসলমান হওয়ার দাবীদাররা যারা ইসলামের নামে আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশের নামে বিভিন্ন স্থানে হামলা করে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, স্কুলে হামলা চালায়, নিরীহ নারী-শিশুদের হত্যা করছে, কিন্তু আমি পাকিস্তানে যাবার পর দেখলাম ইসলামাবাদের এক মহাসড়কের উপর মদ বানানোর কারখানা অবস্থিত যাকে "বেভরী" বলে কিন্তু এর উপর কোন উগ্রপন্থী হামলা

করে নি অথচ এটি সবার চোখের সামনে। অনুরূপভাবে তিনি বলেন, পাকিস্তানে টিভি চ্যানেলগুলোতে নগ্ন ও বেহুদা অনুষ্টানাদিও দেখানো হয় আর বিভিন্ন ইসলামী চ্যানেলেও দেখানো হয়। এর বিরুদ্ধে কেউ সোচ্চার হয় না, হামলাও করে না। যাহোক এ হলো ইসলামপন্থীদের ব্যবহারিক অবস্থা। অথচ মহানবী (সা.) মদ প্রস্তুতকারী, মজুদকারী, বিক্রেতা, পানকারী, পরিবেশনকারী সকলকে অভিসম্পাত করেছেন। সেখানে মদের কারখানা চালু রয়েছে, এ অভিশাপ তারা মেনে নিতে পারে কিন্তু আহমদীদের কলেমা পাঠ তাদের কিছুতেই সহ্য হয় না।

যাহোক বলছিলাম যে আমরাও এই সমাজে বসবাস করছি। এ সমাজের প্রভাব আমাদের উপরও পড়তে পারে তাই আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন; তাহলেই আমরা প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে পারবো। বিশেষভাবে বড়দের দায়িত্ব, শিশু-কিশোর ও যুবকদের প্রতি দৃষ্টি রাখা। যুবকদের স্বয়ং সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

বর্তমানে শত্রু ঘরে প্রবেশ করে নৈতিকতা বিধ্বংসী কার্যকলাপের মাধ্যমে সবার আচার-আচরণকে কলুষিত করায় চেষ্টারত। যেমন আমি বলেছি, টিভি চ্যানেলসমূহ নৈতিকতা ও সৎকাজের সংজ্ঞাই পাল্টে দিয়েছে। অনুরূপভাবে ইন্টারনেট ও অন্যান্য উপকরণ রয়েছে। আমরা সবাই মিলে যদি এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করি তবে কর্মের সংশোধন দূরে থাক, শয়তানী কর্মের ঝুলিতে আমরা নিজেরাই পতিত হব। এ থেকে বাঁচার জন্য বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য লাভের চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং একইসাথে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য লাভে সচেষ্ট হোন। এজন্য আমাদেরকে খোদা তা'লাকে ডাকতে হবে। তবেই আমরা বাঁচতে পারবো।

শুধু এতটুকু বলা যথেষ্ট নয় যে, আমি এক খোদায় বিশ্বাস রাখি বরং এক খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনও আবশ্যক যেন ঐসব শয়তানী আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়াও সম্ভব হয় যা আমাদের ঘরের অন্দরমহল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। নয়তো এসব অনিষ্ট ও ব্যাধি থেকে বাঁচার আর কোন পথ খোলা নেই। কথিত আছে, একজন বুযূর্গের এক শিষ্য ছিল। শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে যাবার সময় সেই বুযূর্গ শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার যে দেশে যাচ্ছো এবং যে দেশে থাকো সেখানে শয়তান আছে কী? শিষ্য অবাক হয়ে বললো, শয়তান আবার কোথায় নেই? সর্বত্রই শয়তান বিদ্যমান। তখন তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে যা কিছু শিখেছো ও পড়েছো, যখন সেগুলো পালন করবে তখন যদি শয়তান আক্রমন করে তবে কি করবে? সে বললো, শয়তানের মোকাবিলা করবো। বুযূর্গ বললেন, ঠিক আছে। এরপর তোমার দৃষ্টি যখন অন্য দিকে যাবে তখন যদি সে আবার আক্রমন করে তবে কি করবে? সে বলল, পুনরায় রুখে দাঁড়াবো। তিনি দু'তিনবার এভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

অতঃপর তিনি বললেন, তুমি যদি তোমার কোন বন্ধুর কাছে যাও এবং তার দরজায় কুকুর বসা থাকে এবং সে তোমাকে কামড়াতে আসে, তোমার পথে বাদ সাধে, তোমার উপর আক্রমন করে, তখন কি করবে? সে বলল, আমি তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করবো। পুনরায় আক্রমন করতে আসলে অনুরূপই করবো। তিনি বললেন, তুমি যদি এভাবে এর পেছনেই লেগে থাকো তবে তোমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করতে পারবে না। তখন তুমি কি করবে? সে বললো, তাহলে আমি আমার বন্ধুকে ডাকবো যে-এসো তোমার কুকুর সামলাও। তখন বুযূর্গ বলতে লাগলেন, শয়তানও খোদা তা'লার কুকুর। এজন্য তোমাকে খোদা তা'লাকে ডাকতে হবে, তাঁর দরজায় কড়া নাড়তে হবে। তখনই তোমরা শয়তানের আক্রমন থেকে বাঁচতে পারবে। এ ভ্রান্তিতে থেকো না যে, এখন আমাদের জ্ঞানও অর্জিত হয়েছে এবং চারিত্রিক শিক্ষামালাও রপ্ত করেছি। সৎকাজ কাকে বলে তাও আমরা জানি আর যেমনই হোক আমরা নামাযও পড়ি। যদি এ ধারণার বশবর্তী থাকো তবে শয়তান তোমাদের উপর আক্রমণ চালাতেই থাকবে এবং তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

অতএব বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যক। খাঁটি অন্তরে তাঁর ইবাদত করা প্রয়োজন। তখনই আমরা সেই শয়তানের আক্রমন থেকে বাঁচতে পারবো। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করা এবং নিজের অঙ্গীকারকে নবায়ন করাই যথেষ্ট নয়। তাই সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ তা'লাকে ডাকতে হবে। যেভাবে আমি বলেছি, তাঁর সমীপে অবনত হতে হবে। একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে হবে।

ব্যবহারিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও তওবা-ইস্তেগফারের পাশাপাশি একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হলো নামায। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বার বার নামায প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আবার মহানবী (সা.) বলেছেন, নামায হলো মু'মিনের মে'রাজ অর্থাৎ এমন অবস্থার নাম যখন মু'মিন খোদা তা'লার নিকটে অবস্থান করে এবং তাঁর সাথে বাক্যালাপ করে। অতএব, শয়তান থেকে বাঁচতে হলে, যুগের অহেতুক ও বৃথা কার্যকলাপ থেকে রেহাই পেতে হলে নিজেদের নামাযের সুরক্ষা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা সফল মু'মিনের লক্ষণ এটিই বর্ণনা করেছেন, তারা তাদের নামাযের হিফাযত করে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

(সূরা আল্ আন্‌কাবূত:৪৬) অর্থাৎ নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে, অর্থাৎ- সেই নামায যা বিশুদ্ধচিত্তে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য পড়া হয়।

অতএব শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য খোদা তা'লার সাহায্য যাচনার একটা বড় মাধ্যম হলো নামায। নিরর্থক কার্যকলাপে পরিপূর্ণ আজকের এই সমাজে এ বিষয়ের প্রতি আমাদের আরো বেশি মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। সন্তানদের তত্ত্বাবধানও আবশ্যক যেন তাদের ভেতর নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠে। কিন্তু শিশু-কিশোর ও যুবকদেরকে বলার পূর্বে বড়দেরকে আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা "ইউকিমুনাস্ সালাত" বলেছেন এর অর্থ হলো, নামায যেন জামাতবদ্ধভাবে পড়া হয়। এদিকে যেন মনোযোগ দেয়া হয়।

আমি দেখেছি ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে সময় যখন ঘড়ির কাটায় পিছিয়ে যায়, রাত ছোট হতে থাকে তখন ফজরের নামাযের উপস্থিতি হ্রাস পায়। কিছুদিন পূর্বেকার কথা সময় তখনও তত বেশি পেছোয় নি, পাঁচটাতেই নামায হতো, তবুও ফজরের নামাযে উপস্থিতি কমতে দেখা যায়। এখন আবার ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগিয়ে এসেছে তাই উপস্থিতি কিছুটা ভাল হয়েছে। অথবা শুক্রবার উপস্থিতি কিছুটা ভাল হতে দেখা যায়। এখন সময় আরো পিছিয়ে যাবে। কাজেই বড়দেরও এদিকে গভীর মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। সময় পিছানোর কারণে আবার আলস্য শুরু হবে- এটি একজন আহমদীর জন্য সমীচীন নয়। এজন্য আমি প্রথমেই মনোযোগ আকর্ষণ করছি, সময়ের

প্রেক্ষিতে ফজরের নামাযের উপস্থিতি যেন কম না হয়। কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে যদি আলস্য প্রদর্শিত হয়, তারা যদি বাজামাত নামায পড়ার ক্ষেত্রে আলস্য প্রদর্শন না করেন, তারা যদি নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন, আর প্রত্যেক সংগঠনের পদাধিকারীরা যদি মসজিদে আসতে আরম্ভ করেন তাহলে মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। আর শিশু-কিশোর ও যুবকদের মাঝেও এর প্রভাব পড়বে, তাদেরও মনোযোগ আকৃষ্ট হবে। সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, কারো মর্যাদা কোন পদের কারণে নয়। পৃথিবীবাসীদের দৃষ্টিতে কোন কর্মকর্তার হয়তো কোন পদমর্যাদা থেকে থাকবে কিন্তু আসল জিনিস হলো, খোদা তা'লার ভালবাসা অর্জন করা, আর এটি সেভাবে অর্জিত হবে যেভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন অর্থাৎ নামায হলো মে'রাজ, এই মে'রাজ লাভের চেষ্টা করতে হবে ।

অতএব প্রথমে কর্মকর্তাগণ আত্মজিজ্ঞাসা করুন, পরে নিজের প্রভাবাধীন শিশু-কিশোর, যুবক ও অন্যদের এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করুন। আমাদের সফলতা তখন প্রকৃত মহিমায় প্রকাশিত হবে যখন সকল দিক থেকে আওয়াজ আসবে- নামায প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করো, নতুবা কেবল এ বিশ্বাস পোষণের মাঝেই আমাদের সফলতা নিহিত নয় যে, হযরত ঈসা (আ.) মারা গেছেন অথবা পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত রহিত হয়নি, অথবা নবীগণ নিষ্পাপ বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী, ইসলামে যার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এটি আমাদের জন্য কোন সফলতা বয়ে আনবে না। খোদা তা'লা আমাদেরকে যে শিক্ষামালা প্রদান করেছেন নিজেদের কর্মসমূহকে সে রঙ্গে রঙ্গিন করার মাঝেই আমাদের সফলতা নিহিত। যার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নামাযের মাধ্যমে খোদার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন। অন্যথায় আমরা শির্ক করবো না আমাদের এ দাবী ভুল হবে। যদি নিজের নামাযের হিফাযত না করি তাহলে তা শির্কে লিপ্ত হওয়া বৈ-কি। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো নামায প্রতিষ্ঠা করো, নামাযের জন্য আসো। যদি নামাযের হিফাযত না করা হয় তার অর্থ দাঁড়াবে নামাযের তুলনায় অন্য কোন বস্তুকে অগ্রগণ্য করা হচ্ছে যা সুপ্ত শির্ক বা অংশীবাদীতা।

এরপর খোদা তা'লা যেসব সৎকর্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তার মাঝে অন্যদের প্রাপ্য প্রদানের বিষয়টিও রয়েছে। জাগতিক লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যের অধিকার খর্ব করা হয়। তখন খুবই লজ্জিত হই এবং আক্ষেপ হয় যখন আমার নিকট জামাতের বাহিরের লোকদের এরূপ চিঠি আসে, আপনার জামাতের অমুক আহমদী আমাকে প্রতারিত করেছে; আমাকে আমার প্রাপ্য প্রদান করা হোক। এ ধরনের বিষয়গুলো তবলীগের ক্ষেত্রেও অন্তরায় সৃষ্টি করে বরং কোন কোন নতুন আহমদীর পদস্খলনেরও কারণ হয়।

সম্প্রতি একজন আরব আহমদী লিখেছেন, আমি জামাত ছেড়ে যাচ্ছি। কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেলো, কতিপয় আহমদীর কর্মকান্ডে মনকষ্ট পেয়ে তিনি একথা বলছেন। কিন্তু বিশ্বাসের দিক থেকে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবী সত্য। অতএব কতিপয় আহমদীর কর্মকান্ড দেখে জামাত থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং ব্যবস্থপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যেখানে তার ভুল সেখানে সেসব আহমদীরও একটু ভাবা উচিত; যাদের মাঝে কতিপয় কর্মকর্তাও রয়েছেন। যাদের কর্মকান্ড অন্যের হোঁচট খাবার কারণ হচ্ছে আর তারা কত বড় পাপের বোঝা বহন করছে।

একটি বিষয়ের প্রতি আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের সদস্যগণ নিঃসন্দেহে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে থাকে কিন্তু যাকাতও আর্থিক কুরবানীর একটি দিক। এদিকেও সবিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। বিশেষভাবে মহিলাদের, যাদের কাছে অলংকারাদি থাকে আর সেসব মানুষ যাদের নিকট বছরাধিক কাল পর্যন্ত টাকা গচ্ছিত পড়ে থাকে। এদিকে একজন আহমদীর যেরূপ দৃষ্টি থাকা উচিত সেরূপ নেই। একটি শ্রেণী অবশ্যই এরূপ রয়েছেন যারা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এক একটি পয়সা হিসাব করে চাঁদা প্রদান করেন এবং যাকাতও দেন। কিন্তু অনেক এমনও রয়েছেন যারা চাঁদা দেয়াই যথেষ্ট মনে করেন এবং যাকাত দেন না। অথবা সেক্রেটারী মাল সাহেব এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না। যে কারণে তারা এর গুরুত্ব সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখে না। কাজেই এদিকেও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এরপর ব্যবহারিক অবস্থার পরিবর্তনে কুরআনে বর্ণিত প্রত্যেক প্রকার অহংকার পরিত্যাগ এবং সকল প্রকার সৎকর্ম করা অন্তর্ভূক্ত।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই নির্দেশকে সর্বদা সম্মুখে রাখতে হবে অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের সাতশত আদেশ-নিষেধের একটিরও অমান্য করবে না। আমাদেরকে সর্বদা সকল তুচ্ছাতিতুচ্ছ পাপ থেকেও বাঁচার চেষ্টা করে যেতে হবে। প্রারম্ভে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে উদ্বৃতি পাঠ করেছি তাতে তিনি একথাই বলেছেন, ছোট ছোট পাপ করে মনে কর না যে, এগুলো কোন পাপ নয়। এমন পাপ যা বাহ্যতঃ কারো দৃষ্টিগোচর হয় না সেগুলোকে নিজেদের তত্ত্বজ্ঞানের অনুবিক্ষণ-যন্ত্রে দেখো, স্বয়ং অন্বেষণ করো আর আত্মজিজ্ঞাসা করো। তবেই বুঝতে পারবে এটি আসলেই গুনাহ্ বা পাপ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লোক দেখানোর উদাহরণ দিয়েছেন। এখন এটি অধিকাংশের চোখেই পড়বে না। মানুষ যদি বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে আত্মপর্যালোচনা করে তাহলে নিজেই বুঝতে পারে, সে যে কাজ করছে তা কি জগতকে দেখানোর জন্য না কি খোদা তা'লার জন্য। যদি মানুষ এটি জানতো যে আমার প্রতিটি কর্ম খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত এবং হতে হবে তখনই সওয়াব হবে এবং তখনই তারা পুণ্যকর্মসমূহের জন্য চেষ্টা করবে। যদি মানুষ এই দৃঢ় কথার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আমার প্রতিটি কর্ম খোদা তা'লার সন্তুষ্টির মানসে হওয়া উচিত কেবল তবেই আমি পুণ্যের ভাগী হবো, তখনই কেবল সে প্রকৃত পুণ্যার্জনের চেষ্টা করবে, বেশি বেশি পুণ্যের অনুসন্ধানে থাকবে, পুণ্যের দাবী অনুসারে জীবন পরিচালনার চেষ্টা করবে। এটি হলে লোক দেখানোর ব্যাধিও থাকবে না আর অন্যান্য পাপেরও জন্ম হবে না। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ রয়েছে। এ গন্ডিতে সর্বপ্রথম আসবেন মা-বাবা এবং স্ত্রী-সন্তান। এরপর সম্পর্কের নিরিখে অন্যরা অন্তর্ভূক্ত হবে। এ ব্যাপারে একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

বর্তমানে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের মাঝেই ধৈর্যের বড় অভাব পরিলক্ষিত হয়। অথচ ধৈর্য ও সহনশীলতার ব্যাপারেও খোদা তা'লা খুবই তাকিদ করেছেন। ধৈর্যের অভাবজনিত কারণে সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার সংখ্যা বাড়ছে। যাদের সন্তান- সন্ততি আছে তাদের কারো এ নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই যে, এর পরিণামে তাদের সন্তানদের উপর কী প্রভাব পড়বে। কাজেই উভয় পক্ষে খোদাভীতির অভাব এবং কর্মের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এছাড়া প্রত্যেক আহমদীকে এ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখা উচিত, আমাদের সত্যতা অন্যদের সামনে তখনই প্রকাশ পাবে যখন সব বিষয়ে আমাদের পক্ষ থেকে সততা প্রকাশ পাবে। যদি ব্যক্তিগত বিষয়াবলীতে,

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের আচার-আচরণ স্বার্থপরতাপূর্ণ হয় তাহলে বয়আত গ্রহণের পর কর্মের সংশোধনের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেটিকে আমরা রক্ষা করতে পারবো না। পবিত্র কুরআন বলে, যদি তোমাদেরকে সত্য ও ন্যায়বিচারের জন্য নিজের বিরুদ্ধে অথবা নিজের পিতা-মাতার বিরুদ্ধে অথবা নিজের আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধেও স্বাক্ষ্য দিতে হয় তবুও দিবে। কিন্তু কার্যতঃ আমাদের আচার-আচরণ যদি এর পরিপন্থী হয় তাহলে আমরা কী বিপ্লব ঘটাবো? আমি প্রায়শঃ অমুসলিমদের সামনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশেরও বরাত দিয়ে থাকি এবং দাবী করি, একমাত্র আহমদীয়া জামাতই সঠিক ইসলামী শিক্ষার উপর পরিচালিত। কিন্তু আহমদী সম্পর্কে যদি কোন অ-আহমদীর অভিজ্ঞতা ভিন্নতর হয় তাহলে তার উপর আমার এ কথার কী প্রভাব পড়বে ? এমন আহমদী, আহমদীয়াতের প্রচারের পথে বাঁধা। কাজেই আত্মসমালোচনা করা প্রয়োজন, আত্মজিজ্ঞাসা করা দরকার। পবিত্র কুরআনের অগণিত এমন নির্দেশাবলী রয়েছে।

অতএব আমাদের কর্মের পুরোপুরী সংশোধন তখনই হবে যখন আমরা সার্বিক দিক থেকে স্বয়ং নিজেদের পর্যালোচনা করবো, নিজেদের বদভ্যাসের প্রতি সমালোচনমূলক দৃষ্টি রাখবো। আমাদের কর্মের সংশোধন হলেই আমরা বুঝতে পারবো, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। নতুবা শুধু মান্য করে তাঁর সকল দাবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে একটি অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত হলাম ঠিকই কিন্তু অন্য অংশকে ছেড়ে দিলাম যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাজেই যেভাবে আমি বলেছি, প্রত্যেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পুণ্যকর্ম করাও আবশ্যক। মানুষ জানে না তার জন্য কোন সৎকর্মটি ছোট আর কোনটি বড়? হাদীস থেকে প্রমাণিত, একটি নেকী একজনের জন্য ছোট কিন্তু আরেকজনের জন্য বড় বা এর সংজ্ঞা ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! বড় পুণ্যকর্ম কোনটি? তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। আর একস্থলে অপর একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, বড় নেককর্ম কোনটি? তিনি (সা.) বললেন, পিতা-মাতার সেবা করা। তৃতীয় বার আর একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! বড় নেককর্ম কোনটি? তিনি (সা.) বললেন, তাহাজ্জুদের নামায পড়া। তাহাজ্জুদে নফল নামায পড়া। তিনি (সা.) এভাবে বিভিন্ন লোকের মনোযোগ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করেছেন। বড় নেককর্ম তিন অথবা তিনের অধিক হতে পারে না। অন্যান্যদের দৃষ্টিও এভাবে তাদের দুর্বলতা অনুযায়ী বিভিন্ন নেককর্মের প্রতি আকর্ষণ করে থাকবেন। বড় পুণ্য কেবল একটিই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতএব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দৃষ্টিতে কারো জন্য সবচেয়ে বড় কাজ এবং পুণ্য সেটি কারো মাঝে যেক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। অতএব কোন ব্যক্তি যদি পিতা-মাতার সেবা না করে থাকে বা স্ত্রী-সন্তানের অধিকার প্রদান না করে থাকে তাহলে তার জন্য ধর্মের সেবা করাটা বড় পুণ্যকর্ম নয়। হতে পারে সে এই সেবা ব্যক্তি স্বার্থের জন্য বা নাম ও প্রদর্শনের মানসে করছে। অতএব এমন লোক যাদের পরিবার তাদের আচরণে অতিষ্ঠ এবং যারা জামাতী কর্মকর্তা সেজে বসে আছেন তাদের সেবার প্রতিদান পেতে হলে এবং ধর্মীয় কাজের জন্য পুরস্কৃত হতে হলে পিতা-মাতা এবং স্ত্রী-সন্তানের অধিকার প্রদান করাও আবশ্যকীয়। যদি কোন ব্যক্তি চাঁদা প্রদানে অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও নামায ও নফল আদায়ের ক্ষেত্রে দুর্বল থাকে তাহলে তার জন্য পুণ্যকর্ম হলো নামায এবং নফল আদায় করা। এমনিভাবে অনেক পুণ্যকর্ম রয়েছে যা একজনের জন্য সাধারণ কিন্তু অন্যদের জন্য অনেক বড়। অতএব পুণ্যের ক্ষেত্রে ছোট-বড়র কোন তালিকা নেই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)- যে বলেছেন 'ছোট ছোট পাপ যেমন লোক দেখানো' এখানেও এর অর্থ হলো, বাহ্য দৃষ্টিতে ছোট পাপ কিন্তু আসলে তা বড় পাপে পরিণত হয়। নামায আদায় করা অনেক বড় পুণ্যের কাজ, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম এবং ধর্মের মে'রাজ স্বরূপ। কিন্তু লোক দেখানো নামায গ্রহণীয় হয় না বরং প্রত্যাখ্যাত হয়। এভাবে একজন নামাযী হওয়া সত্ত্বেও যদি অপরের অধিকার হরণ করে তাহলে এই নামায পুণ্য নয় বরং উত্তম হতো যদি সে অন্যের প্রাপ্য প্রদান করে নামায পড়তো এবং নামাযের পুণ্য অর্জন করতো!

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে উদ্ধৃতি আমি পড়েছি, সেখানে তিনি (আ.) ইসলামের রুকন বা স্তম্ভসমূহের উল্লেখ করেছেন। রোযাও একটি স্তম্ভ। রমযানের রোযা রাখার ব্যাপারে মুসলমানরা পুরো প্রস্তুতির সাথে আয়োজন করে। কিন্তু অনেক রোযাদার এমনও রয়েছে যারা রোযা রেখে মিথ্যা, প্রতারণা, গালি-গালাজ ও পরচর্চা ইত্যাদী করে থাকে আর এর ভিত্তিতে কার্যসাধন করে। মহানবী (সা.) উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি রোযা রেখে এসব কাজ করে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তার রোযা, রোযা নয়। অতএব রোযার প্রতিদানও নষ্ট হলো। তাই মূল বিষয় হলো, এসব কাজ সেভাবে করা উচিত যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন।

অতএব মানব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ খুবই সতর্কতার সাথে এবং ধীরে ধীরে নেয়া উচিত যেখানে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি থাকবে সর্বাগ্রে। যেখানে বিশ্বাসের দৃঢ়তা থাকবে সেখানে কর্মও এমনই সংশোধিত হওয়া চাই, যার ফলে একজন আহমদীর সাথে অন্যের কি পার্থক্য তা পৃথিবীবাসীর সামনে প্রতিভাত হবে? অতএব আমাদেরকে সব ধরনের মন্দ এড়িয়ে চলার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। সব ধরনের পুণ্য অবলম্বন করতে হবে যেন কার্যতঃ আমাদের মাঝে পরিবর্তন আসে। যেন ছোটদের জন্য আদর্শ হতে পারি, যুবকদের জন্য আদর্শ হতে পারি। ঘরে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির জন্য এবং কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হতে পারি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেক ছোট বা বড়কে সেই মানে অধিষ্ঠিত হওয়া চাই যে পর্যায়ে কোন প্রকার মন্দ এবং পাপের বীজ আর মানুষের মাঝে থাকতে পারে না আর যেন তা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। যদি জামাতের সদস্যদের প্রত্যেকেই নিজের উত্তম সংশোধনের চেষ্টা না করে তাহলে জামাতের ভেতর সর্বদা কোন না কোন প্রকার পাপের বীজ থেকেই যাবে আর সুযোগ পাওয়া মাত্রই এর কুৎসিৎ রূপ প্রকাশ পেতে থাকবে এবং মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করবে।

অতএব আমাদের সবার জীবন থেকে সব ধরনের মন্দের মূলকে উৎপাটন করা আবশ্যক, কেবল তাহলেই আমরা সব ধরনের মন্দকে জামাত থেকে নিঃশেষ করে ব্যবহারিক সংশোধনের সত্যিকার প্রতিচ্ছবি হতে পারবো। আর তখনই বিজয়ের দৃশ্যাবলী আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দেখাবেন। তবেই আমাদের দোয়াসমূহ গৃহীত হবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যও আমরা অর্জন করতে পারবো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সে সুযোগ দান করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

জুমুআর খুতবা

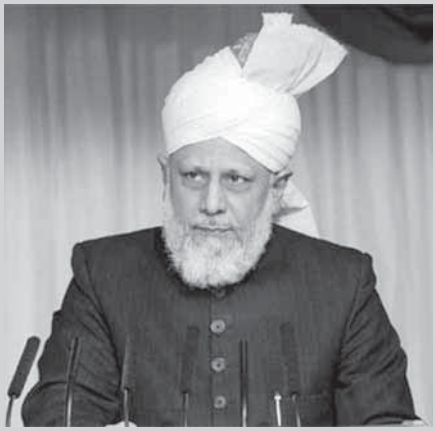

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৩ মার্চ ২০১২-এর (২৩ আমান, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য অত্যন্ত আনন্দঘন ও কল্যাণময় একটি দিন যার সাথে জুমুআর কল্যাণও একীভূত হয়েছে। কেননা ১২৩ বছর পূর্বে আজকের দিনে ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআনের এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এর সকল অনুসঙ্গ সহ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও যুগ মাহদীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং বয়আতের সূচনার মাধ্যমে আখেরীনদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যারা প্রথম যুগের (সাহাবাদের) সাথে একীভূত হয়েছেন। আর আমরাও সেসব সৌভাগ্যবানের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি যারা এথেকে কল্যাণমন্ডিত।

অতএব প্রত্যেক আহমদী যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার দাবী করে তাকে ভালোভাবে এ বিষয়টি হৃদয়ে গেঁথে নিতে হবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করা আমাদের প্রতি একটি গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করে। ইসলামের পুনর্জাগরণের যে কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে শুরু হয়েছিল তা তাঁর (আ.)-এর অনুসারীদের জীবনে এক বিপ্লব সাধনের দাবী করে, যাতে আমরা সেসব কল্যাণ লাভ করতে পারি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত।

অতএব প্রতি বছর যখন ২৩ শে মার্চ আসে তখন আমাদের শুধু এজন্য আনন্দিত হবার কিছু নেই যে, আমরা মসীহ্ মওউদ (আ.) দিবস উদ্‌যাপন করছি অথবা আলহামদুলিল্লাহ্ আমরা এ জামাতে অন্তভূর্ক্ত হয়েছি অথবা জামাতের গোড়াপত্তনের ইতিহাস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীসমূহ সম্বন্ধে অবগত হয়েছি অথবা জলসার আয়োজন করেছি। এতটুকুই যথেষ্ট নয় অথবা এ সব করাই যে সব কিছু তা-ও নয়। বরং সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের দেখা উচিত বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িতাবলীর কোন্ কোনটি আমরা পালন করছি। আজকের দিন আমাদের পর্যালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসার দিন। বয়আতের পর অর্পিত দায়িত্বাবলীর পর্যালোচনারও দিন। বয়আতের শর্ত সমূহের উপর প্রণিধানের দিন আর স্বীয় অঙ্গীকার নবায়নেরও দিন। বয়আতের শর্ত সমূহ পালনের চেষ্টায় সংকল্পবদ্ধ হবার দিন। মহানবী (সা.)-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ায় যেখানে আল্লাহ্ তা'লার অশেষ পবিত্রতা ও প্রশংসার গুণগান গাওয়ার দিন সেখানে খোদার প্রিয় (সা.)-এর প্রতি লক্ষ লক্ষ দরূদ প্রেরণের দিনও বটে।

অতএব এ বিষয়টির গুরুত্ব সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এর গুরুত্ব, বয়আতের শর্তাবলী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা ও তা বাস্তবায়ন করার সাথে সম্পৃক্ত। এ বিষয়টিকে স্মরণ করানোর জন্য আজ আমি পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় তিনি আমাদের কাছে কি চান তা বয়আতের শর্তাবলীর আলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবো।

প্রথম শর্ত হল: যার উপর আমল করার অঙ্গীকার আহমদীয়াত গ্রহণকারী করে থাকে তাহলো, 'বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত সে শির্ক হতে পবিত্র থাকবে। শির্ক এড়িয়ে চলবে'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'অন্তরে হাজার হাজার মূর্তি লালন করে কেবল মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু উচ্চারণ করাকে তৌহীদ বলে না। বরং যে ব্যক্তি নিজের কোন কাজ, পরিকল্পনা, প্রতারণা বা কৌশলকে খোদার মত মর্যাদা দেয়, অথবা কোন মানুষের ওপর সেভাবে নির্ভর করে যেভাবে খোদা তা'লার প্রতি ভরসা করা উচিত অথবা নিজ প্রবৃত্তিকে খোদার ন্যায় মর্যাদা দান করে, এ-সব অবস্থায় খোদা তা'লার নিকট সে এক মূর্তি পূজারী। সোনা রূপা অথবা পিতল দিয়ে বানানো মূর্তি যার প্রতি ভরসা করা হয় মূর্তি বলতে কেবল তাই বুঝায় না বরং প্রতিটি বস্তু, কথা, কর্ম (অর্থাৎ কোন কথা, কোন বস্তু, কোন কর্ম) যাকে সেই সম্মান দেয়া হয় যা পাবার একমাত্র যোগ্য হলেন খোদা, তা খোদার দৃষ্টিতে মূর্তি বা প্রতিমা। একথা অবশ্য সত্য যে, তওরাতে এসব সূক্ষ্ম অংশীবাদীতার বিশদভাবে উল্লেখ নেই তবে পবিত্র কুরআন সূক্ষ্ম অংশীবাদীতার বিবরণে পরিপূর্ণ। অতএব কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করার মাধ্যমে এই মূর্তিপূজা, যা যক্ষার ন্যায় চিমটে ছিলো তা মানুষের অন্তর থেকে দূর করে দেওয়াও আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় ছিল। সে যুগে ইহুদীরা এ ধরনের অংশীবাদীতায় নিমজ্জিত ছিল আর তাদেরকে এ থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা তওরাতের ছিল না কারণ তওরাতে এ সূক্ষ্ম শিক্ষা ছিলো না। অন্য কারণ হলো, এ ব্যাধি যা সব ইহুদীর মাঝে ছেয়ে গিয়েছিল তা পবিত্র তৌহীদের এক দৃষ্টান্ত দাবী করছিল, যা জীবন্তরূপে এক পূর্ণ মানবের মাঝে দৃশ্যমান হবে।

স্মরণ রেখো! প্রকৃত তৌহীদ যার অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে চান এবং যার

সাথে সম্পৃক্ত হবার মাঝেই মুক্তি নিহিত তাহলো খোদা তা'লার সত্তাকে প্রত্যেক প্রকার অংশীবাদীতা'-হোক তা মূর্তি বা মানুষ, 'চাঁদ অথবা সূর্য' 'নিজের প্রবৃত্তি' অথবা স্বীয় পরিকল্পনা, চালাকী বা ধূর্ততা হতে পবিত্র জ্ঞান করা। তাঁর বিপরীতে কাউকে শক্তিমান বলে জ্ঞান না করা, রিযিকদাতা মনে না করা, কাউকে সম্মানদাতা ও লাঞ্ছনাকারী বলে মনে না করা। (অর্থাৎ কাউকে এই মনে না করা যে, সে সম্মানদাতা অথবা লাঞ্ছনাকারী বরং খোদা তা'লাই সম্মান দেন এবং লাঞ্ছিত করেন।) কাউকে সাহায্যদাতা বা সাহায্যকারী বলে মনে না করা। দ্বিতীয়তঃ নিজ ভালবাসাকে শুধু তাঁরই জন্য বিশুদ্ধ করা, নিজ ইবাদতকে তাঁর জন্য নিবদ্ধ করা, নিজ বিনয় তাঁর জন্য নিবেদন করা। আশা-ভরসা তাঁর মাঝেই নিবদ্ধ রাখা, কেবল তাঁকে ভয় করা। অতএব এ তিন বিশেষত্ব ছাড়া তৌহীদ পরিপূর্ণ হতে পারে না'। (তিন প্রকার বিশেষ বিষয়গুলো কি কি?)

তিনি (আ.) বলেন, 'প্রথমত সত্তার দিক থেকে তৌহীদ অর্থাৎ তাঁর স্বত্তার বিপরীতে সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্বহীন জ্ঞান করা। (যা কিছু পৃথিবীতে আছে সেগুলিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা)। সব কিছুকে লয়শীল ও অন্তঃসারশুন্য মনে করা। (প্রতিটি বস্তু লয়শীল নিজ সত্তায় কোন মূল্য রাখে না। বিলুপ্ত হয়ে যাবে বললে যথার্থ হয় না বরং আল্লাহ্ তা'লার সামনে সব কিছুই অলীক) দ্বিতীয়তঃ গুণাবলীর দিক হতে তৌহীদ অর্থাৎ রবুবীয়্যত (লালন পালনকারী) ও উলুহিয়্যাত (উপাস্য)-এর গুণাবলী সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কারো প্রতি আরোপ না করা। (অর্থাৎ প্রতিপালনকারী হলেন কেবলমাত্র আমাদের খোদা। তিনিই আমাদের লালন-পালনকারী তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনিই সকল শক্তির উৎস) বাহ্যিকভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিপালনকারী ও কল্যাণদাতা দেখা যায়। (বিভিন্ন ধরনের যে প্রতিপালনকারীদের দেখা যায় যাদের দ্বারা আমরা উপকৃত হই) এসব তাঁর-ই প্রদত্ত এক বিধান বলে বিশ্বাস করা। (অর্থাৎ যে সব লোক দ্বারা আমরা উপকৃত হচ্ছি আমরা এসব কিছু আল্লাহ্ তা'লার কারণেই পাচ্ছি। এ সব আল্লাহ্ তা'লার বিধানের অংশ) তৃতীয়তঃ নিজ ভালবাসা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দিক থেকে তৌহীদ অর্থাৎ দাসত্বের বিভিন্ন লক্ষণ যেমন ভালবাসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অন্য কাউকে খোদা তা'লার শরীক না করা। তাঁর মাঝেই বিলীন হওয়া।

বয়আতের দ্বিতীয় শর্ত হল: 'মিথ্যা, ব্যভিচার, কুদৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও কদাচার অন্যায়, অসাধুতা আর বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের সকল পথ থেকে বিরত থাকবে এবং প্রবৃত্তির তাড়না যত প্রবলই হোক না কেন এর বশবর্তী হবে না'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ প্রবৃত্তির সে সকল তাড়না থেকে মুক্ত না হবে যা সত্য বলার পথে অন্তরায় ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে সত্যভাষী বলে বিবেচিত হবে না। কেননা মানুষ যদি কেবল এমন ক্ষেত্রে সত্য বলে যেখানে তার কোন ক্ষতি হয় না অর্থাৎ নিজ সম্মান অথবা সম্পদ বা জীবনের হুমকির ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে বসে এবং সত্যকে এড়িয়ে চলে তাহলে উম্মাদ বা শিশুদের তুলনায় তার কি-ই বা শ্রেষ্ঠত্ব'।

তিনি (আ.) আরো বলেন, 'কোন ধরনের স্বার্থ ছাড়া অযথা মিথ্যা বলবে পৃথিবীতে এমন কেউ নেই। অতএব এমন সত্য যা কোন ক্ষতির আশংকায় বিসর্জন দেয়া হয় তা কোন ভাবেই প্রকৃত সচ্চরিত্রের মাঝে গণ্য হতে পারে না। সত্য বলার যথাযথ স্থান, কাল সেটিই–যখন নিজের জীবন অথবা সম্পদ অথবা সম্মান পদদলিত হবার আশঙ্কা থাকে। এক্ষেত্রে খোদা তা'লার শিক্ষা হল,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
(সূরা আল্ হাজ্জ: ৩১)

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
(সূরা আল্ বাকারা: ২৮৩)

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
(সূরা আল্ বাকারা: ২৮৪)

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى
(সূরা আল্ আন'আম: ১৫৩)

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
(সূরা আন্ নিসা: ১৩৫)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا
(সূরা আন্ নিসা: ১৩৫)

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ (সূরা আল্ আহযাব: ৩৬)

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
(সূরা আল্ আসর: ৪)

لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (সূরা আল্ ফুরকান: ৭৩)

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, প্রতিমাসমূহের পূজা এবং মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকো অর্থাৎ মিথ্যাও এক প্রকার মূর্তিস্বরূপ যার প্রতি নির্ভরকারী খোদার প্রতি নির্ভরতা পরিত্যাগ করে। তাই মিথ্যা বলার ফলে খোদাকেও হারাতে হয়। যখন তোমাদেরকে সত্য সাক্ষীর জন্য আহ্বান করা হয় তখন সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকার করবে না এবং সত্য সাক্ষ্যকে গোপন করবে না আর যে এমনটি করবে তার হৃদয় পাপী। যখন তোমরা কথা বলবে তখন সে কথাই কেবল বলবে যা প্রকৃতই সত্য ও ন্যায়সঙ্গত তা তোমাদের কোন নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানই হোক না কেন। সত্য এবং ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আর তোমাদের প্রত্যেকটি সাক্ষ্য যেন খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে হয়। যদি সত্য বলার ফলে তোমাদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে অথবা এর ফলে যদি তোমাদের মাতা-পিতা বা সন্তান-সন্ততি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবুও মিথ্যা বলবে না। কোন জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে সত্য সাক্ষ্য প্রদানে যেন বিরত না রাখে। সত্যবাদী নারী-পুরুষ উভয়ে বড় বড় পুরস্কার লাভ করবে। তাদের (অর্থাৎ সত্যভাষী নারী-পুরুষের) অভ্যাস এরূপ যে তারা অন্যদেরকে সত্য বলার সদুপদেশ দেয় এবং তারা মিথ্যার আসরে আসন গ্রহণ করে না'।

এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) আরো বলেন, 'দ্বিতীয় শর্তের মাঝে অনেক কথা অন্তর্ভূক্ত। ব্যভিচারের নিকটেও যেও না। অর্থাৎ এমন আসর থেকেও দূরে থেকো যার দ্বারা এমন চিন্তা সৃষ্টি হতে পারে। আর এমন পথ অবলম্বন করবে না যে পথে চলার ফলে এ পাপের আশঙ্কা থাকে। যে ব্যভিচার করে সে নোংরামির সীমা ছাড়িয়ে যায়। (বর্তমানে যে সব টিভি প্রোগ্রাম হয়, বিভিন্ন চ্যানেল রয়েছে, কতক আবার ইন্টারনেটেও আসে, এ সবকিছু এমন জিনিস যা এ নোংরামির প্রতি আকর্ষণ করে। চোখের ব্যভিচার বলতেও কিছু আছে, এর থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক এমন জিনিস যা মন্দের দিকে নিয়ে যায় তা এড়িয়ে চলো। ব্যভিচারের পথ অত্যন্ত মন্দ অর্থাৎ এটি কাঙ্খিত গন্তব্যে বাঁধা প্রদান করে এবং তোমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যের জন্য এটি খুবই ভয়ংকর। তোমাদের গন্তব্য কি হওয়া উচিত? আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং এটিই অন্তিম গন্তব্য আর এ পথে ঐ সকল বিষয় বাধ সাধে।)

এরপর দ্বিতীয় শর্তে অন্যান্য বিষয়ের অন্তর্গত হলো, দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কু-দৃষ্টি'। এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'কুরআন শরীফ মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা এবং দুর্বলতা সমূহকে দৃষ্টিতে রেখে অবস্থানুযায়ী শিক্ষা প্রদান করে, কতইনা উত্তম পথ অবলম্বন করেছে,

(সূরা আন্ নূর: ৩১) অর্থাৎ তুমি মু'মিনদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের ছিদ্র সমূহের সুরক্ষা করে। এটি এমন এক কর্ম যদ্বারা তাদের আত্মশুদ্ধি লাভ হবে। 'ফুরুজ' দ্বারা কেবল লজ্জাস্থানকেই বুঝায় না বরং প্রত্যেক ছিদ্র যেমন কান ইত্যাদিও এর অন্তর্ভূক্ত। আর এক্ষেত্রে না মাহরাম মহিলাগণ (অর্থাৎ এমন মহিলা যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) তাদের গানবাজনা ইত্যাদি শুনতে বারণ করা হয়েছে। অধিকন্তু স্মরণ রেখো! হাজার

হাজার অভিজ্ঞতা দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, যে সকল বিষয় থেকে আল্লাহ্ তা'লা বারণ করেন অবশেষে মানুষকে তা থেকে বিরত হতেই হয়'।

তিনি (আ.) আরো বলেন, 'বাছ বিচারের আচরণ বিধি বা শর্তসমূহ ইসলাম নর-নারী উভয়ের জন্য আবশ্যক করেছে। মহিলাদেরকে যেখানে পর্দার আদেশ প্রদান করা হয়েছে সেখানে একইভাবে পুরুষদেরকেও এর তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চোখ অবনত রাখা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য, খোদা তা'লার আদেশাবলীর বিপরীতে নিজ অভ্যাস, রীতি-নীতিকে পরিত্যাগ করার বিষয়াবলী এমন বিধান যেক্ষেত্রে ইসলামের দরজা অতি সঙ্কীর্ণ আর এ কারণেই প্রত্যেক ব্যক্তি এ দরজায় প্রবেশ করে না'।

পাপাচার ও কাদাচার এড়িয়ে চলার বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'যখন এরা (অর্থাৎ মুসলমান বা অন্য ধর্মাবলম্বীরা) পাপাচারে সীমাতিক্রম করছিল আর খোদা তা'লার আদেশাবলীর অসম্মান ও আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন সমূহের প্রতি অবজ্ঞা তাদের হৃদয়ে স্থান করল, ইহকাল ও এর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পড়ল তখন আল্লাহ্ তা'লাও তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) একইভাবে, হালাকু, চেঙ্গিস খাঁনদের দ্বারা ধ্বংস করিয়েছেন। লেখা আছে যে, সে সময় আকাশ থেকে আওয়াজ আসতো "আইয়ূহাল কুফ্ফারুকতুলুল ফুজ্জার" অর্থাৎ হে কাফিরগণ! পাপাচারীদেরকে হত্যা করো। মোটকথা পাপাচারী-কদাচারী খোদার দৃষ্টিতে অস্বীকারকারীদের তুলনায় অধিক লাঞ্ছিত ও ঘৃণ্য বলে পরিগণিত।

অতঃপর বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, 'সেসব লোক যারা কেবলমাত্র খোদা তা'লার প্রতিষ্ঠিত জামাতর্ভূক্ত হবার কারণে তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে এবং তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে, তাদের সাথে তোমরা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না বরং তাদের জন্য নিভৃতে দোয়া কর যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সেই অন্তর্দৃষ্টি এবং তত্ত্বজ্ঞান দান করেন যা তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। তোমরা নিজেদের পবিত্র আদর্শ এবং উত্তম চাল-চলনের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখাও যে, তোমরা উত্তম পথ অবলম্বন করেছ। স্মরণ রাখবে! তোমাদেরকে বারংবার এ উপদেশ দেয়ার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি যে, সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা এবং বিবাদের স্থানকে এড়িয়ে চল আর গালমন্দ শুনলেও ধৈর্য ধারণ কর। উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মন্দের প্রতিউত্তর দাও আর যদি কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে উদ্যত হয় সেক্ষেত্রে এমন স্থান থেকে প্রস্থান কর এবং নম্রতার সাথে উত্তর দেয়াই শ্রেয়।

আমি যখন শুনি, এই জামাতের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি কারো সাথে ঝগড়া করেছে, এমন আচরণকে আমি আদৌ পছন্দ করি না এবং যে জামাত বিশ্বে একটি অনুপম আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার কথা সেই জামাত তাক্বওয়া বিবর্জিত পথ অবলম্বন করুক তা খোদা তা'লাও চান না। উপরন্ত আমি তোমাদেরকে এ-ও বলে দিচ্ছি, এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা এত জোর দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি এই জামাতের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও যদি ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রেখে কাজ না করে সে যেন মনে রাখে, সে এই জামাতের অন্তর্ভূক্ত নয়। আমাকে যে নোংরা গালি দেয়া হয় তা চরম ক্রোধ ও উত্তেজনার কারণ হতে পারে কিন্তু (আমি বলব) এই বিষয়টিকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে দাও তোমরা এর বিচার করতে পারবে না। আমার বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দাও। তোমরা এ সমস্ত গালি শুনেও ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখবে। (পাকিস্তানে আহমদীদের এটিই বারবার বলা হয় কেননা, সেখানে লোকেরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নোংরা গালি দেয়ার ক্ষেত্রে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এর একমাত্র সমাধান হলো, দোয়া এবং অধিকহারে দোয়া করা)।

এরপর তিনি (আ.) প্রবৃত্তির উত্তেজনা থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে বলেন, 'সেই কথা মান্য করো যার স্বপক্ষে জ্ঞান ও বিবেক সায় দেয় আর যা সম্পর্কে খোদা তা'লার গ্রন্থাবলীও একমত। তিনি বলেন, ব্যভিচার করো না, মিথ্যা বলো না, কু-দৃষ্টি দিও না এবং সব ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ, অন্যায় ও প্রতারণা, নৈরাজ্য এবং বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাক। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় পরাভূত হয়ো না এবং পাঁচ বেলার নামায পড়। কেননা মানুষের স্বভাবে পাঁচ ভাবেই পরিবর্তন এসে থাকে এবং নবী করীম (সা.)-এর প্রতি কৃতজ্ঞ থাক, তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর কেননা, তিনিই চরম অমানিসার পর নতুনভাবে খোদা লাভের পথ দেখিয়েছেন।

এরপর বয়আতের তৃতীয় শর্ত হলো: 'বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল করীম (সা.)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে, প্রত্যহ নিজ পাপ সমূহের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে ও নিয়মিত ইস্তেগফার পড়বে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে প্রত্যহ তাঁর গুণ কীর্ত্তণ করবে'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'হে সেই সমস্ত লোক! যারা নিজেদেরকে আমার জামাতের সদস্য বলে মনে কর, আকাশে তোমরা তখনই আমার জামাত হিসাবে গণ্য হবে যখন তোমরা সত্যিকার অর্থে তাক্বওয়ার পথে পদচারণা করবে। তাই নিজেদের পাঁচ বেলার নামায এমন ভীতি ও আত্মবিলীনতার সাথে পড় যেন তোমরা খোদা তা'লাকে প্রত্যক্ষ করছ এবং তোমাদের রোযাসমূহ খোদা তা'লার জন্য সততার সাথে পূর্ণ কর। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে যাকাত আদায়ের যোগ্য সে যেন যাকাত দেয় এবং যার উপর হজ্জ আবশ্যক হয়েছে আর এতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা নেই সে যেন হজ্জ করে। প্রত্যেক পুণ্য কাজ যথাযথ ভাবে প্রতিসম্পাদন কর এবং মন্দকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় স্মরণ রেখো! তাক্বওয়া বিবর্জিত কোন কাজই আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছতে পারে না। প্রত্যেক পুণ্যের মূল হলো তাক্বওয়া। যে কাজে এই মূল নষ্ট হবে না সেই কাজও বিনষ্ট হবে না'।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, 'নামায এমন জিনিস যার এর মাধ্যমে ঊর্ধ্বলোক মানুষের দিকে ঝুঁকে পড়ে (অর্থাৎ যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানা হয় বা প্রাপ্য দেয়া হয় আল্লাহ্ তা'লা অতি নিকটে এসে যান) যে প্রকৃত অর্থে নামায পড়ে সে মনে করে, আমি মরে গেছি এবং তার আত্মা বিলীন হয়ে খোদার দোরগোড়ায় সেজদাবনত থাকে। যে ঘরে এ ধরনের নামায হবে সেই ঘর কখনও ধ্বংস হবে না। হাদীসে আছে, যদি নূহ-এর যুগে নামায থাকতো তাহলে সেই জাতি কখনও ধ্বংস হতো না। হজ্জ, রোযা, যাকাত মানুষের জন্য শর্ত সাপেক্ষ কিন্তু নামায শর্তযুক্ত নয়; সবগুলো বছরে একবার করে পালনীয় কিন্তু নামাযের ক্ষেত্রে প্রতিদিন পাঁচবার পড়ার নির্দেশ। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত নামায যথাযথভাবে পড়া হবে না ততক্ষণ সেই কল্যাণরাজিও লাভ হবে না যা এর মাধ্যমে লাভ হয় এবং এই বয়আতের কোন উপকারই সাধিত হবে না'।

এরপর তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, 'রাতে উঠো এবং দোয়া করো যেন আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর পথ দেখান। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণও ধীরে ধীরে সুশিক্ষা পেয়েছিলেন। তারা প্রথমে কী ছিলেন? কৃষকের বীজ বপনের মত ব্যাপার ছিল। এরপর মহানবী (সা.) পানি সিঞ্চন করেছেন, তিনি তাঁদের জন্য দোয়া করেছেন।

বীজ উন্নত ছিল, জমি উর্বর ছিল তাই এই পানি সিঞ্চনে ভাল ফল এসেছে। মহানবী (সা.) যেভাবে হাঁটতেন তারাও সেভাবে হাঁটতেন। তারা দিন বা রাতের অপেক্ষা করতেন না। তোমরা সত্য অন্তকরণে তওবা করো, তাহাজ্জুদে উঠো, দোয়া করো, আত্মসংশোধন করো, দুর্বলতা পরিহার করো এবং নিজেদের কথা ও কাজকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির অধিনস্ত করো'।

এরপর তিনি (আ.) দরূদ সম্পর্কে বলেন, 'মানুষ প্রকৃতপক্ষে বান্দা বা দাস। দাসের কাজ হলো, মালিক যে নির্দেশ দেয় তা শিরোধার্য করা। তেমনিভাবে তোমরা যদি মহানবী (সা.)-এর কল্যাণ লাভ করতে চাও তাহলে তার দাস হয়ে যাওয়া আবশ্যক। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ (সূরা আয্ যুমার: ৫৪) এখানে বান্দা বলতে দাসই বুঝানো হয়েছে, পুরো সৃষ্টিকূল নয়। রসূল করীম (সা.)-এর দাস হবার জন্য আবশ্যক, তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা এবং তাঁর কোন হুকুম অমান্য না করে সকল আদেশ পালন করা'।

এরপর ইস্তেগফার সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, 'যদি কেউ আল্লাহ্‌র সন্নিধান হতে শক্তি প্রার্থনা করে অর্থাৎ ইস্তেগফার করে তাহলে রূহুল কুদুস বা ফিরিশ্‌তার সাহায্যে তাদের দুর্বলতাসমূহ দূর হতে পারে এবং তারা পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। যেভাবে আল্লাহ্‌র নবী ও রসূলগণ রক্ষা পেয়ে থাকেন। যারা গুনাহ্‌গার হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে ইস্তেগফারের উপকারিতা হলো, তারা পাপের অশুভ পরিণাম অর্থাৎ শাস্তি হতে রক্ষা পায়। (ভুলবশতঃ গুনাহ্ হয়ে গেলে ইস্তেগফার করার ফলে এই গুনাহ্‌র কুফল হতে মানুষ রেহাই পায়, আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি থেকে রক্ষা পায়।) কেননা আলো আসলে অন্ধকার অবশিষ্ট থাকতে পারে না। যেসব অপরাধী ইস্তেগফার করে না অর্থাৎ খোদার কাছে শক্তি প্রার্থনা করে না তারা নিজেদের অপরাধের শাস্তি পেতে থাকে'।

এরপর চতুর্থ শর্ত হলো: 'প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশে আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্ট জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে হাত, জিহ্বা বা অন্য কোন উপায়ে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবে না'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'এর মাঝে প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, মার্জনা বা ক্ষমা করা অর্থাৎ কারো অপরাধ ক্ষমা করা। এতে করে যে অর্থে হিতসাধন হয় তা হলো, যে গুনাহ্ করে সে এক প্রকার ক্ষতি সাধন করে এবং এর ফলে সেও শাস্তি পাওয়া বা কারারুদ্ধ হওয়া এবং জরিমানার যোগ্য সাব্যস্ত হয়। অথবা সে এমন হয়ে থাকে যে মানুষ স্বয়ং তার বিরুদ্ধে হাত তুলতে পারে। অতএব তাকে ক্ষমা করে দেয়া সমিচীন হলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া তার হিতসাধনের নামান্তর। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (সূরা আলে ইমরান:১৩৫)

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (সূরা আশ্ শূরা:৪১)

অর্থাৎ প্রকৃত পুণ্যবান তারা যারা ক্রোধের পরিস্থিতিতে নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং ক্ষমার স্থলে অপরাধ ক্ষমা করে। মন্দের প্রতিদান ততটুকুই যতটুকু মন্দ করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি এমন ক্ষেত্রে অপরাধ ক্ষমা করে যেখানে ক্ষমার ফলে তার ক্ষতি নয় বরং সংশোধন হয় অর্থাৎ যথাযথ স্থানে হতে হবে অপাত্রে যেন না হয় (অর্থাৎ ক্ষমা করা যেন লাভ জনক হয়) তাহলে এর উত্তম প্রতিদান পাবে'।

এরপর আরো বলেন, 'মানুষের উচিত ঔদ্ধত্য প্রদর্শন, নির্লজ্জ আচরণ, সৃষ্ট জীবের সাথে অসদাচরণ করা থেকে বিরত থাকা। ব্যক্তিস্বার্থের বশবর্তী হয়ে কারো প্রতি বিদ্বেষ রাখা উচিত নয়। কঠোরতা ও নম্রতা স্থানকালভেদে প্রদর্শন করা উচিত'।

এরপর বিনয়াবলম্বন সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, 'ঐশী শাস্তি এসে তওবার পথ বন্ধ করে দেয়ার পূর্বেই তওবা করো। যখন জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে এত ভয়ভীতি দেখা যায় সেখানে খোদা তা'লার আইনকে ভয় না করার কী কারণ থাকতে পারে। বিপদ যখন মাথার উপর এসে যায় তখন এর স্বাদ গ্রহণ করতেই হয়। প্রত্যেকের তাহাজ্জুদে উঠা এবং পাঁচ বেলার নামাযে কুনুত যোগ করা উচিত। প্রত্যেকের এমন বিষয় পরিহার করা উচিত যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে এবং তওবা করা উচিত। তওবার অর্থ হলো, সকল মন্দ কাজ এবং খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয় এমন প্রত্যেক কাজ পরিহার করে নিজের মাঝে এক প্রকৃত পরিবর্তন আনয়ন করা আর সামনে অগ্রসর হওয়া আর তাক্বওয়া অবলম্বন করা। এর ফলেও খোদার দয়া বা কৃপা লাভ হয়। মনুষ্য স্বভাবগুলোকে শালীনতার গন্ডিভূক্ত করা উচিত। (মানব স্বভাবকে সচ্চরিত্র দ্বারা সজ্জিত করার চেষ্টা করো) ক্রোধের স্থান যেন বিনয় ও নম্রতা নিয়ে নেয়। আখলাকের সংশোধনের পাশাপাশি সামর্থ অনুযায়ী সদকাও দাও।

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (সূরা আদ্ দাহ্‌র:৯) অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অভাবীদেরকে, এতীমদেরকে এবং বন্দীদেরকে খাবার প্রদান করে এবং বলে, আমরা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দিয়ে থাকি এবং আমরা সেই দিনকে ভয় করি যা অত্যন্ত ভয়াবহ। মোটকথা দোয়া ও তওবার ভিত্তিতে কাজ করো এবং সদকা দিতে থাকো যেন আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি কৃপা ও করুণার ব্যবহার করেন'।

এরপর পঞ্চম শর্ত হলো: 'সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পিছপা হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে'। (আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'অর্থাৎ মানুষের মাঝে উন্নত মানের মানুষ সে-ই যে খোদা তা'লার ইচ্ছায় বিলীন হয়ে যায়, সে তার জীবন বিকিয়ে দিয়ে বিনিময়ে খোদা তা'লার সন্তুষ্টিকে ক্রয় করে। (অর্থাৎ নিজের জীবন বিক্রি করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ক্রয় করে, নিজের জীবনের কোন পরওয়া করে না)। তারাই সেসব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত রয়েছে। খোদা তা'লা এই আয়াতে বলছেন, (এই আয়াত উল্লেখ করা হয় নি কিন্তু যাহোক আয়াতের তিনি তফসীর বর্ণনা করছেন) সেই ব্যক্তি সকল দুঃখ-গঞ্জনা হতে পরিত্রাণ লাভ করে যে আমার রাস্তায় আমার সন্তুষ্টির পথে নিজের জীবন বিক্রি করে এবং প্রাণান্তকর সাধনার মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, স্বীয় পুরো সত্তা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, তা সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য এবং সৃষ্টির সেবার জন্য বানানো হয়েছে'।

এরপর তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা লাভের প্রেক্ষাপটে বলেন, 'খোদার প্রিয় বান্দা নিজ প্রাণ খোদার রাস্তায় বিলীন করে আর এর বিনিময়ে সে খোদার সন্তুষ্টি ক্রয় করে নেয়। তারাই সেসব লোক যারা খোদার বিশেষ রহমতের যোগ্যপাত্র'।

এরপর খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, 'প্রত্যেক মু'মিনের বাস্তব অবস্থা এমনই, সে যদি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পূর্ণরূপে তাঁর হয়ে যায় তাহলে খোদা তা'লা তার ওলী বা বন্ধু হয়ে যান। কিন্তু যদি ঈমানের প্রাসাদ নড়বড়ে হয় তাহলে অবশ্যই ঝুঁকি থেকে যায়। আমরা কারো মনের অবস্থা জানি না। কিন্তু সে যখন নিখাঁদ খোদার হয়ে যায় তখন খোদা তা'লা তার বিশেষ হিফাযত করেন। যদিও তিনি সকলের খোদা কিন্তু যারা একনিষ্ঠ তাদের

উপর খোদা স্বীয় জ্যোতির বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। আর খোদার জন্য একনিষ্ঠ বলতে যা বুঝায় তাহলো, আমিত্ব ও অহমকে এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা যেন এর কোন কণাও অবশিষ্ট না থাকে। এজন্য আমি জামাতকে বারংবার বলি, বয়আত করাতেই গর্ব করো না। হৃদয় পবিত্র না হলে হাতে হাত রাখায় কী লাভ হবে। (অর্থাৎ বয়আতের জন্য হাত সামনে বাড়ানোয় কি লাভ) কিন্তু যে সত্য অন্তঃকরণে অঙ্গীকার করে তার বড় বড় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং সে এক নতুন জীবন লাভ করে।

এরপর ষষ্ঠ শর্ত হলো: 'কুসংস্কার এবং কু-প্রবৃত্তির অনুবর্তী হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম (সা.)-এর আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে'।

এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা বলেছেন তা উল্লেখ করার পূর্বে আমি একটি হাদীস উপস্থাপন করছি। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার রীতিনীতি বা কর্মপন্থার কোনটিকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে (রসূলের আদেশ-এর কথা হচ্ছে) যে, মানুষ তা অনুসরণ আরম্ভ করে ফলশ্রুতিস্বরূপ সুন্নত প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তিও সুন্নত অনুসরণকারীর সমান প্রতিদান পাবে আর তার (প্রথম ব্যক্তি) প্রতিদানে কোন কমতি আসবে না। আর যে ব্যক্তি (ধর্মে) কোন বি'দাত বা নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটায় আর মানুষ তা অনুসরণ করে, তবে সে ব্যক্তিও বিদাত অনুসরণকারীদের পাপের অংশীদার হবে। আর সে বি'দাতে লিপ্ত লোকদের পাপ কিঞ্চিত পরিমাণও হ্রাস পাবে না'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'দেখো! আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (সূরা আলে ইমরান: ৩২) খোদা তা'লার প্রিয়ভাজন হবার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্যই একমাত্র পথ। এছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই যা তোমাদেরকে খোদার সাথে মিলিত করবে। এক অদ্বিতীয় খোদার অন্বেষণই মানুষের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত। শিরক্ ও বি'দাত এড়িয়ে চলা আবশ্যক। অভ্যাসের দাস ও কামনা-বাসনার পূজারী হওয়া অনুচিত। দেখো! আমি পুনরায় বলছি, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যিকার পথ অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন পথে মানুষ সফল হতে পারে না। আমাদের কেবল একজনই রসূল রয়েছেন এবং এ রসূলের প্রতি একটিই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যার অনুসরণে আমরা খোদা তা'লাকে লাভ করতে পারি। বর্তমানে পীর-ফকীরদের উদ্ভাবিত পথ, গদ্দীনশীন ও প্রভাবশালীদের অভিসম্পাত, দোয়া, দরূদ এবং ওযীফাহ্ সমূহ মানুষকে সরল ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার মাধ্যম। অতএব তোমরা এসব এড়িয়ে চলো। এরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খাতামুল আম্বিয়ার মোহর ভঙ্গ করতে চায়, যেন নিজেদের পৃথক শরীয়ত বানিয়ে নিয়েছে। তোমরা স্মরণ রাখো! কুরআন শরীফ ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশের আনুগত্য এবং নামায রোযা প্রভৃতি যেসব আবশ্যক কার্যক্রম রয়েছে, এগুলো ছাড়া খোদার কৃপা ও করুণাদ্বার উন্মুক্ত করার অন্য কোন চাবি নেই। সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট যে এসব পথ পরিত্যাগ করে নতুন কোন পথ উদ্ভাবন করে। সে ব্যক্তি ব্যর্থতা নিয়ে মরবে যে খোদা ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলীর অধিনস্ত হয় না বরং অন্য পথে তাঁকে সন্ধান করে'।

অতঃপর সপ্তম শর্ত হচ্ছে: 'অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে'।

অহংকার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আমি সত্যি সত্যি বলছি, কিয়ামত দিবসে শির্কের পর অহংকারের ন্যায় বড় কোন পরীক্ষা বা আপদ আর নেই। এটি এমন এক আপদ যা উভয় জগতে মানুষকে ব্যর্থ করে। খোদা তা'লার কৃপা সব একেশ্বরবাদীর তদারক বা তত্ত্বাবধান করে, কিন্তু অহংকারীর নয়। (আল্লাহ্ তা'লাকে মান্যকারী ও তাঁকে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞানকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লার করুণা নিজ ছায়ায় রাখে এবং তার গুণাহ্ সমূহ ক্ষমা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অহংকার ক্ষমা করেন না)। শয়তানও একেশ্বরবাদী হবার দাবী করত। কিন্তু যেহেতু তার মাথায় অহংকার ছিল আর সে আদমকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলো, যে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে প্রিয় ছিল এবং তাঁর ছিদ্রান্বেষণ করল, এজন্য সে ধ্বংস হল এবং অভিশাপের বেড়ি তার ঘাড়ে চাপানো হল। অতএব অহংকারই ছিল প্রথম সেই গুনাহ্ যেজন্য এক ব্যক্তি চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল।

যদি তোমাদের কোন এক দিকেও অহংকার ও লোক দেখানো অভ্যাস থাকে বা আত্মশ্লাঘা থাকে বা অলসতা থাকে, তবে তোমরা খোদা তা'লার নিকট গ্রহণীয় হবে না। আমাদের যা কিছু করার তা করেছি! কেবল এমন কিছু বিষয় নিয়েই আত্মপ্রতারণায় মগ্ন হবে এমন যেন না হয় (বয়আত করেছি, এটিই যথেষ্ট)। কেননা খোদা তা'লা তোমাদের ভেতর আমূল পরিবর্তন দেখতে চান। তিনি তোমাদের কাছে এক মৃত্যু চান যার পর তিনি তোমাদেরকে পুনঃর্জীবিত করবেন'।

এরপর মিসকিনদের সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেছেন, 'যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্ধান চাও তবে মিসকিনদের হৃদয়ের কাছে সন্ধান কর। এজন্যই নবীগণ মিসকিনের বেশে জীবন যাপন করেছেন। অনুরূপভাবে উচ্চ বংশের মানুষ নিম্নবংশের লোকদেরকে হাসি ঠাট্টা করাও অনুচিত। কেউ যেন একথা না বলে যে, আমার বংশ বড়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যখন আমার কাছে আসবে, তখন এ প্রশ্ন করা হবে না যে তুমি কোন বংশের সাথে সম্পর্ক রাখ? বরং প্রশ্ন করা হবে, তোমার কর্ম কেমন? অনুরূপভাবে খোদার নবী (সা.) তাঁর কন্যাকে বলেছেন, "হে ফাতেমা (রা.)! খোদা তা'লা বংশ দেখবেন না। তুমি যদি কোন মন্দ কাজ কর তবে খোদা তা'লা তোমাকে এজন্য ক্ষমা করবেন না যে তুমি রসূলের কন্যা। অতএব, তুমি সর্বদা ভেবে চিন্তে কাজ কর।"

অতঃপর অষ্টম শর্ত হচ্ছে: 'ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'ইসলামের জীবিত হওয়া আমাদের কাছে এক ফিদিয়া চায়। সেটি কি? সেটি হচ্ছে আমাদের এ পথে মৃত্যু বরণ করা। এ মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন নিহিত। মুসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার জ্যোতির্বিকাশ এরই উপর নির্ভর করে। এটিই সেই জিনিস অন্য ভাষায় যার নাম ইসলাম। খোদা তা'লা এখন এ ইসলামকেই জীবিত করতে চান। সেই মহান অভিযান সফল করার জন্য নিজ সন্নিধান থেকে এক মহা কার্যক্রম জারি করা অবশ্যক ছিল যা সবদিক থেকে ফলপ্রসূ হবে। অতএব সেই প্রজ্ঞাময় ও সর্ব শক্তিমান খোদা এ অধমকে সৃষ্টির সংশোধনে প্রেরণ করে এমনটিই করেছেন'।

অতএব তাঁর (আ.) উদ্দেশ্য বিশ্ববাসীর সংশোধন করা। আমরা যারা তাঁর অনুসারী, আমাদের এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করা আবশ্যক।

অতঃপর নবম শর্ত হচ্ছে: 'আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'স্মরণ রেখো! খোদা তা'লা সৎকর্ম খুবই পছন্দ করেন। তিনি চান, তাঁর সৃষ্টির প্রতি যেন সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়। যদি তিনি পাপচার পছন্দ করতেন তবে পাপ করার তাকিদ করতেন, কিন্তু খোদা তা'লার মহিমা এর ঊর্ধ্বে। (সুবহানাহু তা'লা শানুহু)। অতএব, তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখো, স্মরণ রেখো যে তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সে যে ধর্মেরই হোক না কেনো, সহানুভূতি প্রদর্শন কর। বিনা ব্যতিক্রমে সবার সাথে সদাচরণ কর। কেননা এটিই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা।

(সূরা আদ্ দাহ্‌র:৯) যেসব বন্দীরা আসতো তাদের অধিকাংশই কাফির ছিল। ইসলামের সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা দেখো। আমার মতে পূর্ণাঙ্গীন চারিত্রিক শিক্ষা একমাত্র ইসলামেই বিদ্যমান'।

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, 'আমার খুব কষ্ট হয় যখন আমি দেখি ও শুনি যে কেউ এ অপকর্ম করেছে কেউ সে অপকর্ম। আমি এসব বিষয়ে সন্তুষ্ট হতে পারি না। আমি জামাতকে এখনো সেই শিশুর ন্যায় মনে করি যে, হাটি হাটি পা পা করছে। কিন্তু আমি এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, খোদা তা'লা এ জামাতকে পূর্ণতা দান করবেন। এজন্য তোমরাও চেষ্টা, সাধনা, পরিশ্রম ও দোয়ায় নিয়োজিত থাকো যেন খোদা

তা'লা কৃপা বর্ষণ করেন। কেননা তার করুণা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না। যখন তার করুণা বর্ষিত হয় তখন তা সকল পথ উন্মোচন করে'।

তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, 'তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া কর এবং তাদের প্রতি নিজ জিহ্বা বা হাত দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে উৎপীড়ন করো না এবং সর্বদা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে তৎপর থাক। কারো প্রতি সে তোমার অধীন হলেও, অহংকার প্রদর্শন করো না এবং কেউ গালি দিলেও তুমি তাকে গালি দিও না। বিনয়ী, সহিষ্ণু, সাধু এবং জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল হও। অনেক ব্যক্তি এরূপ আছে, যারা বাহ্যতঃ সহিষ্ণু, কিন্তু অভ্যন্তরে নেকড়ে সদৃশ। অনেকে এমন আছে যারা বাহ্যতঃ স্বচ্ছ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সাপের মত। কাজেই তোমরা কখনো তাঁর সন্নিধানে গ্রহণীয় হবে না যে পর্যন্ত তোমাদের ভেতর ও বাহির এক না হবে। বড় হয়ে ছোটদের স্নেহ কর তুচ্ছতাচ্ছিল্য নয়। যদি বিদ্বান হও তবে বিদ্যাহীনদের আত্মগরিমাবশতঃ অবমাননা না করে সদুপদেশ দিবে। যদি ধনী হও তবে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথ থেকে সাবধান থাকবে।'

অতঃপর দশম শর্ত হচ্ছে: 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সব আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ আলায়হেস্ সালামের) সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবকসুলভ অবস্থার মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যাবে না'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'এ নবী সে সব বিষয়ে আদেশ দেয় যা বিবেক বিরোধী নয় এবং সেসব বিষয় থেকে বারণ করে যা বিবেক পরিপন্থী। পবিত্র জিনিস বৈধ করে এবং অপবিত্র জিনিস অবৈধ আখ্যায়িত করে। জাতির মাথা থেকে সেই বোঝা অপসারণ করে যার তলায় তারা চাপা পড়ে ছিল এবং সেই গলবন্ধ থেকে মুক্তি দেয় যার কারণে ঘাড় সোজা করে দাঁড়ানো সম্ভব হত না। অতএব যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আপন ভূমিকা রেখে তাকে শক্তি জোগাবে এবং সাহায্য করবে এবং সেই নূরের অনুসরণ করবে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে দুনিয়া ও পরকালের বিপদাবলী থেকে মুক্তি পাবে'।

অর্থাৎ এগুলো শরীয়তের বিধি-নিষেধ। এগুলোই ন্যায়সঙ্গত বিধি-নিষেধ যা পালন করা আবশ্যক। এর মাধ্যমেই পার্থিব বেড়ী থেকে এক ব্যক্তির মুক্তি লাভ সম্ভব।

তিনি (আ.) বলেছেন, 'এখন আমার প্রতি ধাবিত হও কেননা এটিই সময়। যে ব্যক্তি আমার দিকে ধাবিত হবে, তাকে আমি সে ব্যক্তির সাথে তুলনা করি যে কোন প্রবল তুফানের সময় জাহাযে আরোহণ করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে মানে না, আমি দেখছি যে সে নিজেকে ঝড়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে কিন্তু তার কাছে বাঁচার কোন উপায় নেই। আমি সত্যিকার শাফী (মধ্যস্থতাকারী) যে সেই বুযূর্গ শাফীর প্রতিচ্ছায়া {অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর ছায়া} এবং তাঁর প্রতিবিম্ব, যাঁকে সে যুগের অন্ধরা গ্রহণ করে নি এবং তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে পুনরায় বলেছেন, 'হে আমার প্রিয়গণ! আমার বন্ধুগণ! আমার সত্তারূপী বৃক্ষের সবুজ সতেজ শাখা সমূহ! যারা খোদা তা'লার কৃপায় আমার হাতে বয়আত করেছ এবং নিজ প্রাণ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ এই পথে উৎসর্গ করেছ! (এরপর কে তার প্রিয় তা স্পষ্ট করছেন) আমার বন্ধু কে? এবং আমার প্রিয় কে? সে-ই যে আমাকে চেনে। আমাকে কে চেনে? সে-ই যে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে যে, আমি (খোদা কর্তৃক) প্রেরিত হয়েছি। সে আমাকে সেভাবে গ্রহণ করে যেভাবে প্রেরিতরা গৃহীত হয়। পৃথিবীবাসী আমাকে কবুল করতে পারে না, কেননা আমি এ পৃথিবীর নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিতে পর জগতের অংশ দেয়া হয়েছে, তারা আমাকে গ্রহণ করে এবং করবে। যে আমাকে পরিত্যাগ করে সে তাঁকে পরিত্যাগ করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। যে আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সে তাঁর সাথে বন্ধন রচনা করে যাঁর পক্ষ থেকে আমি এসেছি। আমার হাতে একটি প্রদীপ আছে। যে আমার কাছে আসে সে অবশ্যই সেই আলোর অংশীদার হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণার বশবর্তী হয়ে দূরে সরে যায় সে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে। এ যুগের নিরাপদ ও সুরক্ষিত দুর্গ আমি (আমি দৃঢ় ও নিরাপদ দুর্গে রয়েছি) যে আমাতে প্রবেশ করবে সে চোর ডাকাত ও হিংস্র প্রাণী হতে নিজের প্রাণ বাঁচাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে আমার চৌহদ্দি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় সে চতুর্দিক থেকে মৃত্যুর সম্মুখীন। তার লাশও নিরাপদ থাকবে না। আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই যে পাপ পরিত্যাগ করে পুণ্য অবলম্বন করে আর বক্রতা পরিহার করে সততা ও সরলতা অবলম্বন করে এবং শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা (দাস) হয়ে যায়। প্রত্যেকে যে এমন করে সে আমাতে আর আমি তাতে। তবে কেবল সে-ই এমন করতে সক্ষম যাকে আল্লাহ্ এক পবিত্র আত্মার ছায়ায় আশ্রয় দেন। তখন সে তার নিজ অবাধ্য প্রবৃত্তির জাহান্নামে নিজের পা রাখে আর তা এমন শীতল হয়ে যায় যেন কখনো সেখানে আগুন ছিলই না। (অর্থাৎ মানুষ যখন পাক-পবিত্র হয়ে যায় তখন নিজ প্রবৃত্তির নরকে পা রাখে বা যখন সে নিজকে পবিত্র করে তখন তার নফসের অগ্নি ঠান্ডা হয়ে যায়)। তারপর সে ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকে। এক পর্যায়ে তার মাঝে আল্লাহ্‌র রূহ বিরাজমান হয় এবং একটি বিশেষ জ্যোতির বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বপ্রতিপালক তার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। (অর্থাৎ তার আত্মায় আল্লাহ্ নিজ আরশ স্থাপন করেন) তখন তার ভেতরকার পুরনো মানুষটি জ্বলে ভস্ম হয়ে যায় আর সেখানে একটি নতুন পবিত্র মানবাত্মা তাকে দান করা হয় আর আল্লাহ্ তা'লাও নবরূপে তার সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং বেহেশতী জীবনের সকল পবিত্র উপকরণ এ জীবনেই পেয়ে যায়।

অতএব এই হলো সেই শিক্ষা এবং সেই আকাঙ্খা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে কার্যে পরিণত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন এবং প্রকৃতঅর্থে বয়আতকারীর মাপকাঠি হিসেবে এটিকে নির্ধারণ করেছেন। কাজেই আজকের দিনে আমাদের পর্যালোচনা করে দেখা আবশ্যক, আমরা এসব শর্তমোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালিত করছি কি? আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকল দুর্বলতা ও ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। সেগুলো দূরীভূত করুন। আমাদের শক্তিদান করুন যেন আমরা নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনতে পারি। আমাদের মাঝে যদি কোন পুণ্য থাকে তাহলে তার মান যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ্ যেন সেগুলোর মান উন্নত করার আমাদেরকে সুযোগ ও শক্তি দান করেন, যেন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হই।

আজ আমি সাবধাণতাবশতঃ পাকিস্তান সম্পর্কে কিছু নোট সাথে রেখেছিলাম। আজ ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এই সূত্র ধরে পাকিস্তানী আহমদীদের বলব, আপনারা দোয়া করুন। আজকাল পাকিস্তান যে অবস্থায় নিপতিত তা খুবই ভয়াবহ। আল্লাহ্ তা'লা এ দেশকে রক্ষা করুন, আহমদীদের খাতিরেই রক্ষা করুন কারণ আহমদীরা এদেশের অস্তিত্বের জন্য অনেক দোয়া করেছে। (তারপরও অনেক কিছু বলা হয়)। এজন্য আমি কতক উদ্ধৃতি এবং কিছু তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরবো যেন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আহমদীরা এ দেশ গঠনের জন্য কতবড় ভূমিকা পালন করেছে।

'দওরে জাদীদ' নামে একটি পত্রিকা ছিল। তা ১৯২৩ সালের এক সংখ্যায় চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব (রা.) সম্পর্কে লিখেছে। 'পাঞ্জাব কাউন্সিলের মুসলমানরা নিশ্চয় পাঞ্জাবের মুসলমানদের প্রতিনিধি বলে আখ্যায়িত হবার পূর্ণ অধিকার রাখে। এক সময় যখন প্রয়োজন পাঞ্জাবের পক্ষ থেকে একজন যোগ্য প্রতিনিধি ইংল্যান্ডে পাঠানোর প্রয়োজন অনুভূত হলো তখন সর্বজন শ্রদ্ধেয় চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁনের গুণ ও মান সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়ল। তাই চৌধুরী (জাফরুল্লাহ্ খান) সাহেব নিজ খরচে লন্ডন যান আর এতো চমৎকারভাবে ও দক্ষতার সাথে ইংরেজ সরকার ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সামনে (হিন্দুস্থানের) সমস্যাগুলো তুলে ধরেন যে, পাঞ্জাবের মুসলমানরাই কেবল এর প্রশংসা করেনি বরং সরকারও অনেকটা প্রভাবিত হয়েছে'।

এ হলো সে সব ঘটনা এবং এমন সমুজ্জ্বল বাস্তব ঘটনা যা কমপক্ষে সাংবাদিকতা পেশার সাথে সম্পর্ক

রাখে এমন কোন ব্যক্তি কখনো অস্বীকার করতে পারবে না। তারপর নামকরা সাহিত্যিকদের একজন মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর তাঁর 'হামদরদ' পত্রিকার ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সালের সংখ্যায় লিখেছেন: 'আমরা যদি এখানে এ কয়েকটি বাক্যে জনাব মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব এবং তাঁর সুসংহত জামাতের কথা উল্লেখ না করি তাহলে অকৃতজ্ঞতা হবে যারা ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্যের উর্দ্ধে থেকে নিজেদের পূর্ণ মনোযোগ মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নিবেদিত করে রেখেছেন। সে সময় দূরে নয় যখন সুসংহত এই ইসলামী দলটির কর্মকান্ড মোটের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য আর বিশেষ করে সেসব ব্যক্তির জন্য আলোকবর্তিকা প্রমাণিত হবে যারা মসজিদে বসে ইসলামের সেবার অন্তসারশুন্য কিন্তু বড় বড় বুলি আওড়ায়'। অর্থাৎ মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর সাহেব আহমদীয়া জামাতের ভূমিকার কেবল প্রশংসাই করেছেন না বরং মুসলমান ফির্কা বলে গণ্য করেছেন। অথচ পাকিস্তানের ইতিহাসের পাতা থেকে বর্তমানে আহমদীয়া জামাতের নাম বের করে ফেলার হীন চেষ্টা চলছে আর আইনের দিক থেকে তো এমনিতেই আমাদের মুসলমান বলে গণ্য করে না।

অনুরূপভাবে অপর একজন সম্মানিত সাহিত্যিক খাঁজা হাসান নিযামী সাহেব গোল টেবিল বৈঠক সম্পর্কে লিখেছেন, 'গোল টেবিল বৈঠকে হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরেজ সবাই চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁনের যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, মুসলমানদের মাঝে এমন মানুষ যদি কেউ থেকে থাকে যিনি আদৌ কোন বাজে ও অনর্থক কথা বলেন না, বর্তমান যুগের জটিল রাজনীতিকে ভাল করে বুঝেন তাহলে তিনি হচ্ছেন চৌধুরী জাফরুল্লাহ খাঁন।' (মুনাদী পত্রিকা ২৪ অক্টোবর, ১৯৩৪ সালের সংখ্যা, সূত্র: পাকিস্তানের ইতিহাস ও জামাতে আহমদীয়া।)

তারপর ডাঃ আশেক হোসেন বাটালবী লিখেছেন, গোল টেবিল বৈঠকে মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে আগা খাঁন এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব সবচেয়ে সফল ব্যক্তি প্রমাণিত হয়েছেন। (সূত্র: ইকবালের শেষ দুই বছর, প্রকাশক: ইকবাল একাডেমী পাকিস্তান।)

স্বয়ং কায়েদে আযম নিজের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তণ এবং হিন্দুস্তানে ফিরে আসা সম্পর্কে লিখেছেন: 'আমি অনুভব করছিলাম যে, আমি হিন্দুস্তানের কোন সাহায্য করতে পারব না। (মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ হিন্দুস্তান ছেড়ে যখন লন্ডন চলে যান সে সময়কার কথা) হিন্দু মন-মানসিকতায়ও ইতিবাচক কোন পরিবর্তন আনতে পারব না আর না-ই মুসলমানদের চোখ খুলতে পারব তাই অবশেষে লন্ডনে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলাম।' এ কথা রইস জাফরী সাহেবের বইতে লেখা আছে। তখন আহমদীয়া জামাত তাকে হিন্দুস্তান ফেরত আনার চেষ্টা করেছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লন্ডন মসজিদের ইমাম মওলানা আব্দুর রহীম দরদ সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন, হিন্দুস্তানে ফেরত এসে মুসলমানদের অধিকার আদায়ের মানসে তাদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য কায়েদে আযমের উপর চাপ সৃষ্টি করো। অবশেষে কায়েদে আযম হিন্দুস্তানে ফেরত আসেন এবং মুসলমানদের সেবার জন্য আত্মনিয়োগ করতে সম্মত হন এবং অবলিলায় তিনি বলেন, The eloquent persuasion of the Imam left me no scope. অর্থাৎ লন্ডন মসজিদের ইমামের এমন সাবলিল এবং সুগভীর প্রেরণা ও জোরালো সদুপদেশের সামনে আমার জন্য না বলার আর কোন সুযোগ ছিল না।"

তারপর 'মীম সীন' নামে পরিচিত প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব মোহাম্মদ শফি সাহেব লিখেছেন, একমাত্র জনাব লিয়াকত আলী খাঁন এবং মওলানা আব্দুর রহীমই জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেশে ফেরত এসে জাতীয় রাজনীতিতে স্বীয় ভূমিকা পালনে সম্মত করেন। যার ফলে জিন্নাহ্ সাহেব ১৯৩৪ সালে হিন্দুস্তানে ফেরত আসেন এবং কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। (সূত্র দৈনিক পাকিস্তান টাইম, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে প্রকাশিত)

যারা কঠোর বিরোধী ছিলেন তারাও একটি কথা স্বীকার করেছেন। "মুসলিম লীগ আওর মির্যাইওঁকী আঁখ মাচোলী পার তাবসেরা" নামে আহরারীরা ১৯৪৬ সালে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে, যাতে খুব স্পষ্ট করে লিখেছে, 'জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কোয়েটায় বক্তৃতা করেছেন। এই বক্তৃতায় তিনি মির্যা মাহমুদ সাহেবের (আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা) মুসলিম লীগকে সমর্থন দেয়ার নীতির প্রশংসা করেছেন। তারপর কেন্দ্রীয় মধ্যম নির্বাচন শুরু হলে মির্যায়ীরা (আহমদীরা) সবাই মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিল।'

প্রখ্যাত আহলে হাদীস আলেম মৌলভী মীর ইব্রাহিম শিয়ালকোটী নিজ বই "পয়গামের হিদায়েত ও তাঈদে পাকিস্তান এবং মুসলিম লীগ" এ লিখেছেন, 'আহমদীদের ইসলামী পতাকাতলে এসে যাওয়া এ কথার প্রমাণ যে, সত্যিকারঅর্থে মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র দল'। অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে আহমদীরা মুসলমান এবং পাকিস্তান গঠনে তারা গুরু দায়িত্ব পালন করেছে।

বাউন্ডারী কমিশনের সামনে হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব অনেক বড় (পাকিস্তানের পক্ষে) অবদান রেখেছেন । তার এই খিদমত সম্পর্কে তখনকার দৈনিক "নাওয়ায়ে ওয়াকত" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হামীদ নিযামী সাহেব বড় জোরালো ভাষায় লিখেছেন। অথচ আজকাল নাওয়ায়ে ওয়াকত আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখে থাকে, তাদের পলিসি বদলে গেছে। কারণ তারা ইহজাগতিক লাভের সন্ধানে আছে।

'বাউন্ডারী কমিশনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়ে গেল। চারদিন যাবত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব মুসলমানদের পক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি-প্রমাণ সমৃদ্ধ অতি জ্ঞান-গর্ভ এবং অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বিতর্ক করেছেন। সাফল্য দান করা আল্লাহ্‌র হাতে। কিন্তু যত সুন্দরভাবে ও দক্ষতার সাথে স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব মুসলমানদের মামলা পরিচালনা করেছেন তা থেকে মুসলমানরা অবশ্যই নিশ্চিন্ত হয়েছে যে, তাদের পক্ষ থেকে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত দাবী যথাযথ ও সর্বোত্তমভাবে ক্ষমতাসীনদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। স্যার জাফরুল্লাহ্ খাঁন মামলার প্রস্তুতির জন্য খুবই কম সময় পেয়েছেন। কিন্তু আন্তরিকতা ও যোগ্যতার কারণে তিনি অতি উত্তম ভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা নিশ্চিত, পাঞ্জাবের সকল মুসলমান, ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য ভুলে গিয়ে তার অবদান স্বীকার করবে ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে'।

১৯৫৩ সালের দাঙ্গা চলাকালে আমাদের জামাতের বিষয়টি তদন্ত কমিশনের সামনে উপস্থাপিত হলো। বিচারপতি মুনীর জজ ছিলেন। তিনি লিখেন, 'আহমদীদের বিরুদ্ধে শত্রুতাপূর্ণ ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে যে, বাউন্ডারী কমিশনের সিদ্ধান্তে গুরুদাসপুরকে হিন্দুস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার কারণ হলো আহমদীদের বিশেষ ভূমিকা। অর্থাৎ চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন ঐ কমিশনের সামনে বিশেষ ধরনের যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছিলেন যাকে কায়েদে আযম মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এই আদালতের প্রেসিডেন্ট (বিচারপতি মুনীর) যিনি ঐ বাউন্ডারী কমিশনের সদস্য ছিলেন (সে সময় বাউন্ডারী কমিশনে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেবের সাথে ছিলেন) সেই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করে যা গুরুদাসপুরের জন্য তিনি প্রদর্শন করেছেন। এই বাস্তব সত্যটি বাউন্ডারী কমিশন কর্মকর্তাদের কাগজপত্রে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত। এ বিষয়ে যে আগ্রহ রাখে সে স্বানন্দে সেই রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখতে পারে। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন মুসলমানদের অত্যন্ত নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন। এতদসত্ত্বেও কোন কোন জামাত তদন্ত আদালতের সামনে যেভাবে তার উল্লেখ করেছে তা অত্যন্ত লজ্জাষ্কর ও অকৃতজ্ঞতার শামিল'।

অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের এই লজ্জাষ্কর অকৃজ্ঞতা এখন বেড়েই চলেছে। দেশের অবস্থা সবার সামনে স্পষ্ট। তাই আজ এ দিনের (অর্থাৎ ২৩ মার্চ) প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানীরা স্বদেশের জন্য অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা একে সেই ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন যেদিকে দেশটি অগ্রসর হচ্ছে।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও
বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রসঙ্গ–

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে প্রথমবারের মত অভাবনীয় ঐতিহাসিক এক সমাবেশ

মওলানা জাফর আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) চৌদ্দশত বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন– মসীহ্ মাওউদের যুগে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে ইসলামের সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার ব্যাখ্যা এটাই করেছেন যে, পশ্চিমা লোকেরা ইসলামের উত্তম শিক্ষা সম্পর্কে জানবে এবং পরিশেষে তাদের মধ্য থেকে নেক ও ভাল গুণাবলীর লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে ১৮৮৯ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। সূচনালগ্নে ভারতবর্ষের কতিপয় পবিত্রাত্মা ব্যক্তি জামাতে আহমদীয়ায় প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। একশত বছর পূর্বে কে জানত, মসীহ্ মাওউদের জামাতের সদস্যগণ অত্যন্ত সুসজ্জিত ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট হাউজে বসে একদিন আহমদীয়াত তথা ইসলামের শিক্ষা বর্ণনা করবে। সেই সভায় পশ্চিমা জাতির নির্বাচিত বিশেষ ব্যক্তিগণ জামাতে আহমদীয়ার সেবাকে কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে নিজেরাই তা উপস্থাপন করবে এবং সেই সাথে জামাতে আহমদীয়ার সদস্যদের উপর বিভিন্ন দেশে নির্যাতিত হওয়ার বিষয়টির যথাযথ ভাবে তীব্র নিন্দাও করবে।

২০ সেপ্টেম্বর ২০১১ রোজ মঙ্গলবার বিকাল পাঁচটায় ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট ব্রাসেলস (বেলজিয়াম)-র বড় হল-রুম (Rom MPHS 3C50)-তে Dr. Charles Tannock ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য ইউ, কে-র সভাপতিত্বে ঐতিহাসিক এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতির সাথে স্টেজে সম্মানিত যে ব্যক্তিগণ আসন গ্রহণ করেন তারা হলেন :

মোকাররম রফিক আহমদ হায়াত সাহেব, আমীর জামাত আহমদীয়া ইউ,কে, Co Director Dr. John Bch ইউ,কে-এর The International center for the study of Radicalization. Ms. Sofia Lemmetyinen, Christian Solidarity worldwide এর প্রতিনিধি Mr. Tunne Kelam (Member of European Parliament from Estonia.) প্রমুখগণ।

আল্লাহ্ তাআলার ফজলে বড় হলটি লোকে পরিপূর্ণ ছিল। ৩৭০ জন আমন্ত্রিত ব্যক্তি বর্গের মাঝে ৮০ জনেরও অধিক ছিলেন মেহমান। তাদের মধ্যে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য কুটনৈতিক ব্যক্তিত্ব, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিকবৃন্দও যোগদান করেন। যোগদানকারী ২৮৮ জন আহমদীর মধ্যে ১৬০ জন ইউ, কে-এর ৬৫ জন হল্যান্ডের, ৪০ জন বেলজিয়ামের, ২০ জন ফ্রান্সের এবং ৩ জন জার্মানের। জামাতে আহমদীয়ার সদস্য ব্যতীত ১৬টি দেশের কুটনৈতিক ব্যক্তিবর্গও যোগদান করেছিলেন। দেশগুলোর নাম হলো মেক্সিকো, জর্ডান, সিরিয়া, ইউ,কে, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, ইস্রাঈল, ইন্দোনেশিয়া, বেলজিয়াম, ইন্ডিয়া, গ্রীস, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, তাইওয়ান, সোমালিয়ামায় ও পাকিস্তান।

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর বাণী :

সর্বপ্রথম নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর দিকদর্শী বাণী পাঠ করে শুনান মোকাররম ফরিদ আহমদ সাহেব ইউ,কে জামাতের সেক্রেটারী খারেজা, সেই সাথে হলের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় স্ক্রীনে হুযূর আনোয়ারের চেহারা মুবারকের ছবি প্রদর্শিত হচ্ছিল।

হুযূর আনোয়ার (আই) তাঁর বাণীতে বলেন, "যদিও পৃথিবীতে বর্তমানে মানুষ একজন আরেকজনের খুবই নিকটবর্তী হওয়ায় এটাকে Global Village বলা যেতেই পারে, কিন্তু সেই সাথে এটাও সত্য যে, পৃথিবী মতবিরোধ, বৈরীতা, জুলুম ও বর্বরতার শিকার হচ্ছে। পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও সৌদি আরবের মত দেশে যেমন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অন্যায় আইন বানানো হচ্ছে তেমনই ফ্রান্সে হিজাবের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং সুইজারল্যান্ডে মসজিদ সমূহে মিনার নির্মাণেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিরোধী ও নেতিবাচক সম্পর্কের বহিপ্রর্কাশ ঘটানো হচ্ছে।

হুযূর (আই.) বলেন, ইসলাম শান্তির শিক্ষা প্রদানকারী ধর্ম। জামাতে আহমদীয়া এই শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ উদ্দেশ্য লাভের জন্য বর্তমানে সকল প্রকার নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছে। আর নিজেদের কথায় ও কাজে এটা প্রমাণ করে চলছে যে, এ জামাত সর্বদা দেশীয় আইন মান্যকারী এক জামাত। এ জামাতের মূলনীতি হচ্ছে, "ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে।"

হুযূর (আই.) বলেন, "সেই ধর্ম যা সমস্ত মানব জাতির প্রতি সহানভূতির শিক্ষা দেয় না তাকে ধর্ম বলা যায় না। আর পৃথিবীতে এরূপ কোন ধর্ম নেই যা নির্যাতন ও অত্যাচারের শিক্ষা প্রদান করে। কেননা প্রতিটি ধর্মই খোদার পক্ষ থেকে আগত আর খোদা তাঁর সৃষ্ট জীবদের ভালেবাসেন"।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানবজাতিকে অবশ্যই খোদার দিকে ধাবিত হতে হবে। আর এটাই হচ্ছে সকল সমস্যার সমাধান। যারা এই সভায় দূর দূরান্ত থেকে যোগদানের জন্য এসেছেন সবার প্রতি হুযুর (আই.) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এবং দোয়া করেন আল্লাহ্ তাআলা যেন এই অনুষ্ঠানকে সমস্ত দিক থেকে সফলতা দান করেন। এটা যেন শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হয়।

অন্যান্য বক্তৃতা :

হুযূর আনোয়ারের বাণীর পর বৃটিশ হাউজ অফ লর্ডের সদস্য Lord Abebur-র ভিডিও বাণী শ্রবণ করানো হয়। তিনি অল পার্টি হিউম্যান রাইটস দলের সহ সভাপতি এবং অল পার্টি পার্লামেন্টারী গ্রুপ জামাতে আহমদীয়ারও সদস্য। তিনি তাঁর বাণীতে আহমদীয়া জামাতের উপর অত্যাচারের বর্ণনা করতে গিয়ে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে দৃঢ়তার সাথে বলেন, পার্লামেন্টারিয়ানদের জন্য আবশ্যক তারা যেন এসকল অত্যাচার নির্যাতনকে বন্ধ করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তিনি আহমদীয়া জামাতের শান্তি ও মানব সেবামূলক বিভিন্ন কাজের কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন।

এরপর অল পার্টি পার্লামেন্টারী গ্রুপ জামাত আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট ও বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মোহতরমা Siobhain McDonagh-র বাণী পাঠ করে শুনানো হয়। তিনি তার বাণীতে ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য দেশে আহমদীয়া জামাতের শান্তিকামী সদস্যগণের উপর ক্রমাগত নির্যাতনের ব্যাপারে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধন এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তারা যেন নিজেদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এ সকল নির্যাতন বন্ধ করে। সেই সাথে তিনি ইউ.কে. আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে আহমদীয়া জামাত দরিদ্র মানুষের সেবায় যা করে সেটারও উল্লেখ করেন।

উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম ইউ.কে. জামাতের আমীর মোকাররম রফিক আহমদ হায়াত

সাহেব বক্তৃতা করেন, তিনি তার বক্তব্যে পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশে আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন। সেই সাথে এটাও বলেন যে, স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমেও আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। যা শান্তি প্রতিষ্ঠাকে আরো বেশী ঘোলাটে করছে আর এর বদৌলতে সর্বত্র অশান্তি ছড়িয়ে পরার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে সকল ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দ্রুত নোট করা উচিত। তিনি সৌদি আরবের কর্মকান্ডের ব্যাপরেও নোট করার কথা বলেন। তারা পর্দার আড়ালে থেকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জিনিসপত্রের ব্যাপকভাবে যোগান দিচ্ছে।

দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল Dr. John Bch. Co-Director of the International center for the study of Radicatisation-এর । তিনি বলেন, আমাদের সেই সকল ব্যক্তি, মতবাদ ও কারণ সমূহেরও পর্যবেক্ষণ করা উচিত যা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। এটাও বলেছেন যে, মিডিয়ার উচিত ইসলামের সংবাদ প্রচারের ব্যাপারে তারা যেন অতিরঞ্জিত না করে। মুসলমানদের বেশীর ভাগই শান্তি প্রিয় অল্প সংখ্যক রয়েছে, যারা সন্ত্রাসী। শান্তি প্রিয় মসুলমানগণ স্বয়ং তাদের কর্মকান্ডকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে।

তৃতীয় বক্তা ছিলেন Christian Solidarity worldwide-এর প্রতিনিধি Ms. Sofia Lemmetyinen। তিনি তার বক্তব্যে সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের কথা বলেন। বিশেষভাবে তিনি ইন্দোনেশিয়া, ইরান ও বার্মার কথা বলেন। তিনি বলেন, তাদের সংগঠন সকল দেশসমূহের ঐ সকল আইনকে একত্রিত করেছে, যাতে মানুষকে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর পরিণামে জনগণকে জুলুম পীড়ন এবং অত্যাচার ও নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে। তিনি বলেন, ইন্দোনেশিয়ায় আহমদীয়া জামাতের সদস্যগণের উপর ধর্মের নামে যে জুলুম করা হচ্ছে তা ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের বিশ্বস্ততা ও মর্যাদাকে খুবই মন্দভাবে প্রভাবিত করেছে। দ্রুততার সাথে এটা প্রতিহত করা উচিত।

চতুর্থ বক্তা ছিলেন সভার সভাপতি Dr. Charles Tannock যিনি ব্রিটিশ মেম্বার অফ ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টেরও সভাপতি। তিনি সর্বপ্রথম বিশেষভাবে এ কথটি ব্যক্ত করেন যে, এই হল রুমে সচরাচর এত লোকের সমাগম হয় না। কিন্তু আজ এই হল কানায় কানায় ভরে গেছে। এ থেকে বুঝা যায় বর্ণিত আলোচনার বিষয়ে মানুষের বেশ আগ্রহ রয়েছে। তিনি বলেন, ধর্মীয় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ভয়ঙ্কর যে এটা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও কমিউনিজম থেকে ভিন্ন তবুও এটা এখন আমাদের নিজেদের চার পাশেও দৃশ্যমান। এ কারণে এটার মোকাবেলা করা সহজ নয়। তিনি বলেন সৌদি আরব ইরানের মোকাবেলায় দন্ডায়মান। পশ্চিমা দেশ সমূহের সাহায্য ও সহযোগিতা রয়েছে সৌদি আরবের প্রতি। ইরান যেন পারমানবিক অস্ত্র প্রস্তুত করতে না পারে তার প্রতি নজর রাখছে পশ্চিমা দেশসমুহ। অনুরূপভাবে পশ্চিমাদের সৌদি আরবের ব্যাপারেও জোর দেয়া উচিত তারা যেন ওহাবী ধ্যান ধারনার বশবর্তীতে যে জুলুম করছে তা থেকে বিরত হয়। এজন্য মানুষকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করা উচিত। তিনি এটাও বলেন, ধর্মীয় উগ্রতার প্রভাব পাকিস্তানকে খুবই দূর্বল ও বিভক্ত করে ফেলেছে। এ কারণেও পাকিস্তানের এবং অন্যান্য দেশেরও এদিকে দ্রুত দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

প্রশ্ন-উত্তর পর্ব : বক্তব্য পর্বের পরে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন স্তরের লোকেরা অংশ নেন এবং তারা নিজেদের চিন্তা চেতনারও বহির্প্রকাশ করেন। এ সভায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বেলজিয়ামে পাকিস্তান দুতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী জনাব আইয়ুব সাহেবও নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বিনা ব্যতিক্রমে সকল দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কিন্তু সেই সাথে তিনি এটাও বলেন যে, পাকিস্তানে আহমদীগণের ভোট দেয়ার অধিকার নাই তবে সেখানে আহমদীগণের উপর কোন প্রকারের জুলুম নির্যাতনও করা হচ্ছে না। তার এ বক্তব্যকে উপস্থিত সদস্যগণ চরম উপহাস বলে আখ্যা দেন এবং এটার প্রতিবাদ করেন। তিনি জানতেন, তার এ বক্তব্যের চরম বিরোধীতা করা হবে। তাই তার নিজের অযৌক্তিক বক্তব্যের প্রতিবাদ শ্রবণ করার পূর্বেই সেখান থেকে তিনি সটকে পরেন। যে কারণে উপস্থিত সকলেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সারাংশ : সভাপতির আহ্বানে সমাপ্তি পর্বে Estonia-র ইউরোপিয়ান মেম্বার অফ পার্লামেন্ট Mr. Tunne Kelam বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি ইউরোপিয়ান ফরেন এফেয়ার কমিটিরও সদস্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজকের সভা একটি ঐতিহাসিক সভা। এখানে সমগ্র পৃথিবীর সংখ্যালঘুদের মানবিক অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে এবং বিশেষভাবে এ বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ও অন্যান্য দেশে আহমদীয়া জামাতের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে তা সমাধান করার জন্য জাতিসঙ্ঘের জাতিসমূহকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা উচিত। তিনি এটাও বলেন, Estonia-তে কোন মসজিদ নাই। আমি আহমদীয়া জামাতকে আহ্বান জানাচ্ছি তারা যেন আমাদের দেশেও নিজেদের মসজিদ নির্মাণ করেন এবং নিজেদের শান্তিপ্রিয় বাণীকে স্বাধীনভাবে প্রচার করেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। ইউ,কে জামাতের আমীর সাহেব দোয়া পরিচালনা করেন, উপস্থিত সকলেই নিজ নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী দোয়া করেন।

উল্লেখ্য আরও কতিপয় দিক : আগত সকল মেহমানকে জামাতের পক্ষ থেকে একটি করে প্যাকেট দেয়া হয়। উক্ত প্যাকেটে হুযূর (আই.)-এর বিভিন্ন বক্তব্যের সংকলিত অংশ ও ধর্মের নামে রক্তপাত পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদও ছিল। সভা শেষে উপস্থিত সকলের আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল। সেখানেও একে অপরের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন। এই সুযোগে অনেক সম্মানিত মেহমান নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, এই সভা যথার্থই একটি ঐতিহাসিক সভা।

এ সভায় যে সকল মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন সেগুলো হচ্ছে, পুকার নিউজ, সানরাইজ রেডিও, বি.বি.সি, News Night, Geo Tv. The Muslim times, ARY Tv. এবং ফ্রান্স থেকেও তিনজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। পূর্বেই একটি প্রেস রিলিজ প্রস্তুত করা হয়েছিল যা বিভিন্ন ইউরোপিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এ প্রেস রিলিজের অনুবাদ সকল মেহমানকে দেয়া হয়। সমস্ত অনুষ্ঠান ইন্টারনেটের মাধ্যমে Live দেখানো ও শ্রবণ করানো হয়। ARY Tv ও অন্যান্য চ্যানেল পরবর্তীতে এ সভার সংবাদ ও ইন্টারভিউ সমূহ প্রচার করে। এ সভার একদিন পূর্বে ১৯ সেপ্টেম্বর ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট ভবনের নিকট একটি হোটেলে VIP ডিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত ডিনারে পরবর্তী দিনের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়। সেই ডিনারে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

(1) Dr. Charles Tannoch MEP (con) for London.

(2) Claude Moraes MEP (Lab) for London.

(3) Marina Yannakoudakis MEP (Con) London.

(4) Ms. Abida Islam, Counselor of Embassy of Bangladesh

(5) Paulo casaca Executive Director of South Asia Democratic Forum.

(6) Dr. Kostas Zorbas chacellor to the Permanent Representation of Greece to E. U.

(7) Mr. Maqsood Ahmed OBE. U.K Department for communities and local Government.

(8) S. Hartani Kustiningsih Minister Counsellor Political Affairs Indonesia.

(9) Ms. Sofia Lemmetyinen Christian Solidatity worldwide.

(10) Laura Braziek Researcher for charles Tannock MEP.

(11) Stephen Loneds, consultant South Asia Democratic Forum.

এ ছাড়া ইউ.কে. বেলজিয়াম ও হল্যান্ড থেকে জামাতের কর্মকর্তাগণও এতে যোগদান করেন।

পরিশেষে ঐ সকল কর্মকর্তা ও ব্যক্তিদের জন্য দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে যারা রাত দিন কঠোর পরিশ্রম ও দোয়ার মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানকে সফল করার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং যে উদ্দেশ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়েছে সেই সকল উদ্দেশ্যাবলীকে তিঁনি কেবল নিজ ফজল ও দয়া দ্বারা পূর্ণতা দান করুন, আমীন।

(সূত্র : আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল)

সার্কুলার- জি.এস/আমুজাবা/১৮৯৩ তারিখ: ১৯/০৪/২০১২

শ্রদ্ধেয়,
আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মোয়াল্লেম
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ----------।

বিষয়: ডেসটিনি / Multi Level Marketing (MLM) বিষয়ে হুযূর (আই.)-এর জরুরী নির্দেশনা।

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি খোদা তা'লার অশেষ ফযলে ভালো আছেন।

ডেসটিনি-২০০০ লি: ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিষয়ে বাংলাদেশ জামা'তের বিভিন্ন পর্যায় থেকে জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ২০১০ সালে একটি তদন্ত কমিটি গঠিন করে। এই তদন্ত কমিটি সঠিকভাবে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এবং এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে গত ০৬ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে হুযূর (আই.)-এর খিদমতে রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়। হুযূর (আই.) এর নির্দেশে ইহা রাবোয়ায় 'ইফতা বোর্ড' এ প্রেরণ করা হয়। 'দারুল ইফতা', রাবোয়া ৯৭/২৭.০৩.২০১২ এর মাধ্যমে লন্ডের বাংলা ডেস্কে 'ইফতা বোর্ড' এর ও 'সুদ বিষয়ক গভেষণা কমিটি'র বিস্তারিত মতামত হাদিসের আলোকে প্রেরণ করেন। এরপর গত ১৬ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে হুযূর (আই.)-এর নিকট হতে ফ্যাক্স এর মাধ্যমে এ বিষয়ে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। উক্ত নির্দেশনা ও দারুল ইফতা, রাবোয়া এর মতামত এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

হুযূর আনোয়ার (আই.) মুফতী সিলসিলার রিপোর্টটি দেশের সর্বত্র সার্কুলার আকারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় হুযূর (আই.)-এর নির্দেশনা মোতাবেক স্থানীয় সকল জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্টসহ সকল কর্মকর্তা ও জামা'তের সকল সদস্যগণকে এরূপ অবৈধ ও হারাম ব্যবসার সাথে কোন রূপ সংশ্লিষ্টতা না রাখতে বলা হলো। যারা কোন ভাবে যুক্ত হয়েছেন তাদের অবিলম্বে তা থেকে বিমুক্ত হতে বলা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় সকল স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট কে ২০ মে, ২০১২ তারিখের মধ্যে এ সম্পর্কে কেন্দ্রে রিপোর্ট করতে অনুরোধ করা হলো।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশে এই সার্কুলার ইস্যু করা হলো।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সিলসিলাহ্‌র খিদমতের তৌফিক দিন আর আমাদের সবার হাফেয, নাসের ও হাদী হোন। আমীন ॥

ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার-

(মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান)
জেনারেল সেক্রেটারী

সার্কুলার- জি.এস/আমুজাবা/১৮৯৩ তারিখ: ১৯/০৪/২০১২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেয়া হলো:

১। সকল নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

২। সকল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

৩। সদর, আনসারুল্লাহ্/খোমুল আহমদীয়া/লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ।

৪। ন্যাশনাল অডিটর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

৫। ইন্টারনাল অডিটর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

৬। অফিস কপি।

(মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান)
জেনারেল সেক্রেটারী

বি.দ্রঃ হুযূর (আই.) এর নির্দেশনাসহ দারুল ইফতা রাবওয়ার বিস্তারিত রিপোর্ট সংযুক্ত করা হলো।

হুযুর (আই.) এর নির্দেশনা

পত্র নং: বিডিএল-৬২৫, ১৬ এপ্রিল, ২০১২ তারিখ এ বাংলা ডেস্ক লন্ডন থেকে মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব জানান, বিগত কয়েক বছর থেকে বাংলাদেশ জামা'তের সদস্যরা 'ডেসটিনি' গ্রুপ এর ব্যবসা বৈধ কি-না সে সম্পর্কে হুযূর (আই.)-এর কাছে জানতে চাচ্ছেন। হুযূর (আই.)-এর নির্দেশে বিষয়টি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য মুফতী সিলসিলাহ্ এর বরাবরে পাঠানো হয়। আলেমদের চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে মুফতী সাহেব গত ২৭ মার্চ, ২০১২ তারিখে হুযূর (আই.)-এর খিদমতে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠান। রিপোর্ট পাঠ করে হুযূর (আই.) বলেন, **"এটি সম্পূর্ণরূপে একটি অবৈধ ব্যবসা।" বাংলাদেশে যেসব আহমদী এ ব্যবসার সাথে জড়িত হুযূর (আই.) তাদের সবাইকে সত্বর এ ব্যবসা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।** হুযূর (আই.) বলেন, **"এটি একটি হারাম ব্যবসা।"**

ইফতা বোর্ডের মতামত

দারুল ইফতা, রাবওয়া ৯৭/২৭.০৩.১২

শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব
বাংলা ডেস্ক, লন্ডন

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার প্রেরিত পত্র দারুল ইফতায়

পৌঁছেছে। বাংলাদেশে প্রচলিত একটি ব্যবসা Multi Level Marketing (MLM) বিষয়ে বিস্তারিত লিখে এ বিষয়ে শরীয়তের বিধান কি আপনি তা জানতে চেয়েছেন।

এর উত্তরে জানানো যাচ্ছে, আপনার পক্ষ থেকে প্রেরিত কাগজ পত্র পরামর্শ প্রদানের জন্য 'সুদ বিষয়ে গবেষনা কমিটি'-এর সদস্যবর্গের কাছে পাঠানো হয়।

শ্রদ্ধেয় জনাব ডঃ আব্দুল করিম এ প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

"মাল্টি লেভেল মার্কেটিং স্পষ্ট প্রতারনামূলক একটি ভয়ঙ্কর স্কীম। আহমদী মুসলমানদের এ থেকে বিরত থাকা উচিত। ইসলাম ধর্মে বায়বীয় বা অবাস্তব কোন ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি নেই।" এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমানঃ-

(১) **হযরত হাকিম বিন হিযাম (রাযি.) বর্ণনা করেন,** মহানবী (সা.) আমাকে এমন কোন কিছু বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যা আমার কাছে নেই।

(তিরমিযি, কিতাবুল বুয়ু', বাব মা জা' ফি কিরাহিয়্যাতে বায়ইন মা লায়সা ইনদাকা)

(২) **হযরত ইবনে উমর (রাযি.) বর্ণনা করেছেন,** মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য বিক্রি করে তার উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা নিজের দখলে না নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে যেন তা বিক্রি না করে।

(বুখারী, কিতাবুল বুয়ু', বাব বায়ইত তা'মে ক্বাবলা আই ইয়াকবিযা)

৩। **হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন,** মহানবী (সা.) যে বিষয়টি নিষেধ করেছেন সেটি হলো, এমন খাদ্যশস্য বিক্রয় যেটা নিজের দখলে নেয়ার আগে বিক্রয় করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমি মনে করি, এ প্রেক্ষিতে সব কিছুই খাদ্য শস্যের অনুরূপ।

(বুখারী, কিতাবুল বুয়ু', বাব বায়ইত তা'মে ক্বাবলা আই ইয়াকবিযা ওয়া বায়উন মা লায়সা ইনদাকা)

৪। **হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) বলেন,** বাজারের যে অংশটি উঁচু ছিল সেখানে মানুষ খাদ্য শস্য ক্রয় করতো আর একই স্থানে সেটাকে নিজের দখলে নেয়ার আগে বিক্রি করে দিতো। মহানবী (সা.) এটিকে বারণ করে দিয়ে বলেন, খাদ্য শস্য ক্রয় করার পর সেখান থেকে তা অন্যত্র স্থানান্তরিত না করে সেটাকে যেন সেখানেই বিক্রয় করা না হয়।

(বুখারী, কিতাবুল বুয়ু', বাব মুনতাহা তালাক্কা)

৫। **সালেম তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরের বরাতে বর্ণনা করে বলেন,** হযরত ইবনে উমর বলতেন, 'আমি লক্ষ্য করেছি, যারা খাদ্যশস্যের স্তুপ মহানবী (সা.)-এর যুগে বিনা মাপে, বিনা ওজন করে ক্রয় করতেন তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হতেন।'

(বুখারী, কিতাবুল বুয়ু', বাব মা ইউযকারু ফি বায়ইত তা'মে ওয়াল হুকরাতে)

হুযূর (আই.) বলেন, "এটি সম্পূর্ণরূপে একটি অবৈধ ব্যবসা।" বাংলাদেশে যেসব আহমদী এ ব্যবসার সাথে জড়িত হুযূর (আই.) তাদের সবাইকে সত্বর এ ব্যবসা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হুযূর (আই.) বলেন, "এটি একটি হারাম ব্যবসা।"

শ্রদ্ধেয় ড. বশীর আহমদ খান এই স্কীম (অর্থাৎ MLM) সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বক্তব্য দিয়েছেনঃ-

(১) একথা অতি স্পষ্ট ও পরিষ্কার, এই স্কীমটি গত শতাব্দীর বিশের দশকে আমেরিকায় প্রচলিত প্রতারনামূলক PANZI স্কীমগুলো থেকে ভিন্নতর কোন স্কীম নয়। সে সময় এসব স্কীমের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কাছ থেকে তাদের টাকা পয়সা হাতিয়ে নেয়া।

(২) বাংলাদেশী এই স্কীমে বিনিয়োগকারীদেরকে এমন সব প্রোগ্রাম/প্রজেক্টের দিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যেগুলোতে বিপদ বা ক্ষতিগ্রস্থ হবার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। কেননা প্রস্তুতকৃত দ্রব্যসামগ্রী সম্পর্কে কারও সঠিক জ্ঞান থাকে না। আর যেহেতু এর কোন উল্লেখযোগ্য চাহিদা বা বাজার নেই তাই এসবের বেশী দামও পাওয়া যায় না। এছাড়া এর কোন বিশেষ উপকারিতা বা কার্যকারিতাও নেই।

(৩) বিনিয়োগকারীদের নিজেদের প্রাপ্য কমিশন থেকে লাভবান হতে হয় আর এ প্রক্রিয়ায় তারা নিজেদের পুঁজি খাটিয়ে এজেন্টে পরিণত হন। এই বিষয়টি বড়ই ভয়ঙ্কর সাব্যস্ত হয়। এভাবে বিনিয়োগকারীরা নিজেদের অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বেশী বেশী পরিমাণে অতি দ্রুততার সাথে বিক্রি করে নিজেদের মূলধন তুলে আনতে প্রলুব্ধ হন।

(৪) বিনিয়োগকারীদের বহুমুখী কমিশন বা লভ্যাংশ প্রদানের প্রলোভন দেয়া হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মাঝে (এক সপ্তাহ) যদি বিক্রি করতে না পারে সেক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদেরকে অর্থাৎ এজেন্টকে বাধ্য করা হয় তারা এসব অপ্রয়োজনীয়/অনুপকারী পণ্য সামগ্রীকে কোন নিকটাত্মীয়ের কাছে বিক্রি করতে যার কোন প্রয়োজন এই আত্মীয়ের বা স্বজনের মোটেও ছিল না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটি ভূঁয়া চাহিদা বা বাজার সৃষ্টি করা হয়।

(৫) এই স্কীমটি প্রকৃতপক্ষে "জুয়া খেলার" স্কীমের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা জুয়ারী ব্যক্তি জুয়াখানায় প্রবেশ করে টাকা পয়সা বৃদ্ধি করার লোভে টাকা খাটায় কিন্তু এ স্কীমের ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি যে কোন ধরনের ঝুঁকি নেয় না অর্থাৎ বিনিয়োগকারীদের শৃঙ্খলের শীর্ষে অবস্থানকারী ব্যক্তি সর্বাধিক টাকা বানায়। এক কথায়, এ স্কীমে বিনিয়োগকারী নিজে জুয়ারী না হয়েও জুয়াখানার সেবায় নিয়োজিত সেই কর্মচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যে বেশী বেশী শিকার বা মানুষ ধরে আনার বদলে কমিশন ভোগ করে।

ক) এই ব্যবসা প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক মূল্যবোধ পরিপন্থী। যেখানে সবচেয়ে বেশী লাভ অর্জন করার জন্য সবচেয়ে বেশী ঝুঁকি নিতে হয়।

খ) এই স্কীমটি ইসলামী আর্থিক নিয়ম-নীতির পরিপন্থী। কেননা এতে সর্বোচ্চ শৃঙ্গে অবস্থিত ব্যক্তি কোন ধরনের ঝুঁকি না নিয়েই সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়।

গ) বিনিয়োগকারীদের শৃঙ্খলের সবচেয়ে নিম্নপর্যায়ে অবস্থিত ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী ঝুঁকি নেয়া সত্ত্বেও ক্ষতির মাঝেই থাকে।

(৬) এই স্কীমটি নিছক একটি প্রতারনামূলক কাজ এবং একই সাথে অনৈতিকও বটে। এই ব্যবসার একটি মন্দ দিক হলো, অপ্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রী অনির্ধারিত মানদন্ডে গ্রাহকদেরকে জোর করে ধরিয়ে দেয়া হয়।

(৭) আমার মতে এই স্কীমটি যাবতীয় ইসলামী নীতিমালা পরিপন্থী এবং অগ্রহণযোগ্য।

শ্রদ্ধেয় জনাব ফাহিমুদ্দীন আরশাদ সাহেব লিখেছেন:

"বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, এই স্কীমের আওতায় একটি পণ্য বিক্রি করা হয় আর একটি শিকলের আকারে Purchase/Commission Agent -দের শৃঙ্খল তৈরী হয়ে যায়। পরবর্তীতে একটি বিশেষ পর্যায়ে গিয়ে যখন কমিশন দিতে দিতে সূচনাকারীকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় (Point of can't pay), তখন সূচনাকারী এই স্কীমের যথেষ্ট প্রচলনের সুবাদে এই চেইনটাকে বন্ধ করে অন্য আরেক নামে আরেকটি পণ্য বিক্রি করতে আরম্ভ করে। এভাবে দু'টি বা তিনটি পণ্য বিক্রয় করা আরম্ভ করে এবং পরবর্তীতে তা বন্ধ করে দিয়ে যে সম্পদ তার কুক্ষিগত হয় তা নিয়েই সে সটকে পড়ে।

যে সব পণ্য-সামগ্রী ক্রয় বা বিক্রয় করা হয় সেগুলো নিত্য প্রয়োজনীয় ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস নয় বরং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো অতি অপ্রয়োজনীয় কোন পণ্য হয়ে থাকে। ক্রেতা বা বিক্রেতা কারো প্রকৃত উদ্দেশ্য ক্রয়কৃত দ্রব্য/পণ্যকে ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া নয় বরং কমিশন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এসব করা হয়ে থাকে।

এসবের পরিমাণ/দ্রব্য মূল্য এত বেশী স্ফীত করে নির্ধারণ করা হয় যার ফলশ্রুতিতে একটি বড় অঙ্কের টাকা পকেটে চলে আসে আবার যতটুকু ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কমিশন দেয়া সম্ভব তা দেয়াও সম্ভবপর হয়। তুলনামূলকভাবে দরিদ্র দেশগুলোতে সাধারণত এসব খেলা আরম্ভ করা হয়। অনেক দেশে এটা আরম্ভ করে ইতোমধ্যে শেষও করে ফেলা হয়েছে। এই কাজের প্রবক্তা বা উদ্যোক্তা কোনভাবেই আহমদী কেউ হতে পারে না কেননা সূচনাকারী প্রকৃত বিষয়টি অবগত যে, তাকে অন্যদের মত এক পর্যায়ে গিয়ে (Point of can't pay) এই শৃঙ্খল (বা ঈযধরহ) টা বন্ধ করে সটকে পড়তে হবে অথবা অন্য কোন নামে বা অন্য কোন পণ্য বাজারজাত করা আরম্ভ করতে হবে।

এই স্কীমটি প্রকৃতপক্ষে "জুয়া খেলার" স্কীমের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা জুয়ারী ব্যক্তি জুয়াখানায় প্রবেশ করে টাকা পয়সা বৃদ্ধি করার লোভে টাকা খাটায় কিন্তু এ স্কীমের ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি যে কোন ধরনের ঝুঁকি নেয় না অর্থাৎ বিনিয়োগকারীদের শৃঙ্খলের শীর্ষে অবস্থানকারী ব্যক্তি সর্বাধিক টাকা বানায়। এক কথায়, এ স্কীমে বিনিয়োগকারী নিজে জুয়ারী না হয়েও জুয়াখানার সেবায় নিয়োজিত সেই কর্মচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যে বেশী বেশী শিকার বা মানুষ ধরে আনার বদলে কমিশন ভোগ করে।

সৃষ্ট শৃঙ্খলের মধ্যখানে কোথাও যদি কোন আহমদী থেকে থাকে তাহলে নৈতিকভাবে এটি আরও মারাত্মক একটি বিষয়। কেননা, বিক্রির ধারাবাহিক শৃঙ্খল অন্য কেউ বন্ধ করবে আর শৃঙ্খলের মধ্যখানে অবস্থানরত লোকদের মূলধন/পুঁজি নষ্ট হবার কারণে একজন আহমদীর প্রতি মানুষ আস্থা হারাবে আর এই প্রতারণার সমস্ত দায়-দায়িত্ব এমন আহমদীর ঘাড়ে বর্তাবে যে সম্ভবত: জ্ঞানের দিক থেকে বা দোষের দিক দিয়ে- উভয় ক্ষেত্রে প্রথমসারির নয়। আজ পর্যন্ত এ ধরনের যত শেকলাবদ্ধ ব্যবসার কথা আমরা জানতে পেরেছি সেগুলো পরিণামে বন্ধ হয়েছে এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হয়েছে।"

শ্রদ্ধেয় জনাব দাউদ আহমদ দারূদ লিখেছেন:

"এটি প্রাথমিক পর্যায়ের সেই চুৎধসরফ ঝবষষরহম ঝপযবসব এর অনুরূপ একটি বিষয় যেক্ষেত্রে মূল লভ্যাংশ পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করার মাধ্যমে অর্জিত হয় না বরং নতুন নতুন বিপননকারীর মাধ্যমে অর্জিত হয়।"

আমার মতে, নিম্নলিখিত কারণে এটি গ্রহণযোগ্য নয়:

ক) Pyramid Selling কোন বাস্তব ব্যবসা নয়। অর্থাৎ এতে কোন উপকার লাভের বা সেবা লাভের বিনিময়ে আদান প্রদান ঘটে না।

খ) এতে জুয়া খেলার চিত্রটি অত্যন্ত প্রকট। প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবসার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়। কেবল একজনই লাভবান হয়। আর সেটাও কেবল তখনই যখন প্রত্যেক ফিস প্রদানকারী সদস্য নতুন সদস্য সংগ্রহ করবে।

গ) এতে প্রতারণা বা লোক ঠকানোর বিষয়টি স্পষ্ট। কেননা এই স্কীমকে বিস্তৃতি প্রদান করার জন্য নিরীহ মানুষদের নানান ধরনের ছলে বলে কৌশলে প্রলুব্ধ করা হয় এবং ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

Multi Level Marketing (MLM)-এর প্রসঙ্গে প্রদত্ত উপরোক্ত যুক্তিগুলো এ কারণেও শক্তিশালী ও গ্রহণীয় হয় কেননা এসব ভোগ্য পণ্যের কোন নির্ধারিত বাজার মূল্য নেই। এটা কেবল চাপিয়ে দেয়া একটি বিষয়, এর প্রকৃত কোন চাহিদাও নেই। আবার কোন কিছুর নির্ধারিত কোন মূল্যও নেই। হ্যাঁ তবে, এই স্কীমের আওতায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী যেমন গম-চাউল, চিনি ইত্যাদি যদি বাজার মূল্যে বিক্রয় করা হয় তবে এতে কোন সমস্যা নেই।"

ওয়াসসালাম

দোয়াপ্রার্থী

(মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন)

মুফতী সিলসিলাহ আহমদীয়া

অনুবাদক:- মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

জন হাঘস্মীথ পিগট-এর ঈশ্বরত্তের দাবী সতর্কীকরণ ও পরিণাম

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

পরম করুণাময় আল্লাহ্ মানুষের হেদায়াতের জন্যে যুগে যুগেই তাদের মধ্য থেকেই নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করে আসছেন, যাতে মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্বের উপাসনা না করে এবং দুনিয়াতে ন্যায়-বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে মানুষের মধ্য থেকে সর্বদাই এমন ব্যক্তির উদ্ভব হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নবীগণের চরম বিরোধিতা করেছে এবং এ' কারণে আল্লাহ্‌র নির্দেশে কঠোর শাস্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। ধর্মের ইতিহাসে এমন যেসব দূর্ভাগাদের নাম সংরক্ষিত হয়েছে, তাদের মধ্যে নমরূদ, ফেরাউন, হামান, আবুজহল, আবু লাহাব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় আখেরী যামানায় আগত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আবির্ভাবের পরেও এমন অনেক দুর্ভাগার উদ্ভব হয়েছে, যারা তাকে শুধু অমান্যই করেনি, চরম বিরোধিতাও করেছে এর পরিণামে নিদর্শনমূলক-পরিণতির শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে আমেরিকার ডক্টর ডুই, আর্য-সমাজীদের নেতা লেখরাম পেশোয়ারী, মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী, নজির হোসেন দেহলবী, প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এবং আহমদীয়াতের ইতিহাসে তাদের নাম লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়াও আরো অনেকের নামের মধ্যে আজ আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর কট্টর-বিরোধী এবং একই সাথে খোদা হবার দাবীদার এক হতভাগার সংক্ষিপ্ত পরিণতি সম্বলিত একটি প্রবন্ধ পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি।

পিগট-মসীহ্ লন্ডন,–তার ঈশ্বরত্বের দাবী, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর সতর্কবাণী এবং পরিণাম

এক-খোদায় বিশ্বাস এবং তার ইবাদত করাই হচ্ছে ইসলামর নির্যাস। এটাই হচ্ছে সেই বাণী যা সবচে' বেশী প্রচারিত হয়েছে। ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সা.) এবং পরবর্তীতে তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) জীবনের প্রতিটি মহূর্ত কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই বাণী প্রচার করে গেছেন। শিরক (খোদার সাথে অংশীবাদিতা)-এর সম্মুখীন হলে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম-ও তাঁর প্রভূ ও নেতা মহানবী (সা.)-এর মতই সেই শির্‌ক-কে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানাতেন এবং এটা প্রমাণ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন যে, খোদা একমাত্র চিরন্তন সত্ত্বা এবং অন্য কিছুই তাঁর সমকক্ষ হবার উপযুক্ততা রাখে না।

এই প্রবন্ধটিতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর জীবনে সংঘটিত 'শিরক' এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাটি লন্ডনের 'আগাপেমন'-নামের একটি সংস্থার নেতা জন স্মীথ পিগট (১৮৫২-১৯২৭)-এর প্রতি ১৯০২ সনে জ্ঞাপন করা হয়।

'আগাপেমন'- ছিল মূলত: প্রখ্যাত হেনরী প্রিন্স (১৮১১-১৮৯৯) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান, যেটার মৌলিক শিক্ষাগুলো ছিল খ্রীষ্টিয় 'প্রোটেষ্ট্যান্ট' মতবাদের মতই। তবে বড় যে পার্থক্যটি, তা ছিল এই যে, হেনরী প্রিন্স নিজকে মসীহ্-র দ্বিতীয় আগমন এবং এমনকি নিজেকে 'মৃত্যুহীন'- মনে করতো। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরী জন হাঘ স্মীথ পিগট সেই আত্মাটি ধারন করার দাবী করে। যদিও শুরুতে তার সম্প্রদায় চিরন্তন মসীহ্-র মৃত্যুতে প্রচন্ড আঘাত পেয়েছিল, পিগট তাদেরকে এ মিষ্টি-কথায় ভুলিয়ে বিশ্বাস করিয়েছিল যে, হেনরী প্রিন্স ছিলেন কেবলই একজন অগ্রদূত, এবং পিগট-ই ছিল বাস্তবতা এবং 'চিরজীবি মসীহ্'।

এ উভয় ব্যক্তিই তাদের অনুগত স্ত্রীলোকদের সাথে যৌন-সম্পর্কে নিযুক্ত হওয়াকে সম্পূর্ণরূপে 'অধিকারভুক্ত' বলে মনে করতো। হেনরী প্রিন্স এমন এক স্ত্রীলোকের সাথে তার যৌন-সহবাসের দাবী করে, যাকে সে 'পবিত্রাত্মা' ও এক 'সহৃদয় দেহ'-এর সাথে মিলিত হবার প্রতিনিধিত্ব করে বলে দাবী করে এবং যার পরিণামে কোন গর্ভ-সঞ্চার হবার পর সে এটাকে 'শয়তানের কাজ' বলে অভিহিত করে।

লন্ডনের ক্ল্যাপটনে অবস্থিত সংগঠনটির গীর্জাটি 'চুক্তির তরণী' নামে পরিচিত ছিল। ১৯০২ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর সেখানে পিগট তার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করে। দাবী করা হয় যে, ৬০০০ লোক উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিল।

খ্রীষ্টিয় মতবাদের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করার পর পিগট তার সাথে যুক্ত করে যে, সে-ই হচ্ছে যীশু (আ.)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাব। সে তার শ্রোতাদেরকে এ উপদেশ দান করে যে, স্বর্গে খোদাকে অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ 'তিনি তোমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন'।

একথা বলার সময় সে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে এবং তার অনুসারীরা তার সামনে সেজ্‌দাবনত হয়। কিন্তু উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে কতিপয় তার খোদা-হবার দাবীর কারণে চূড়ান্ত অবমাননা বোধ করে মৌখিকভাবে তারা পিগটকে গালাগালি করে এবং তার দিকে পাথর ও হাতের কাছে যা কিছু পায়, তা নিক্ষেপ করে। এই হিংস্রতা অনুভব করে পুলিশ দ্রুততার সাথে পিগটকে সাথে নিয়ে তার বাসভবন এলাকায় ফিরে যায়। যাহোক, পিগট-এর ঈশ্বর-নিন্দা জনিত মন্তব্যগুলোয় এমন এক হৈ চৈ শুরু হয় যে, যেকোন এলাকায় তার উপস্থিতি শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটাতো।

সংবাদপত্রগুলোও তার খোদা-হবার দাবী-জনিত ঈশ্বর-নিন্দা কাজে লাগায় এবং সেমতাবস্থায় পুলিশের হেফাজতে পিগটকে স্প্যাকটনে স্থানান্তরিত করা হয়, যেটা পরে

এ সংগঠনটির নূতন কেন্দ্রে পরিণত হয়।

প্রতিশ্রুত মসীহ্, কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.), যিনি শেষ যুগের ইমাম, পিগটকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন যে, এ ধরনের ঈশ্বরনিন্দাজনিত বিবৃতি দান মানুষের পক্ষে মাননসই নয় এবং তার উচিত ভবিষ্যতে এ ধরনের দাবী করা থেকে বিরত থাকা, অন্যথায় সে ধ্বংস হবে। এই বার্তাটি ১৯০২ সনের নভেম্বরে তার কাছে প্রেরণ করা হয়। যদিও এটা অজ্ঞাত যে, আসলে পিগট কখন এ নোটিশটি পেয়েছিল, তবে গবেষণা থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, সে এটা অবশ্যই গ্রহণ করেছিল।

ডঃ যশুয়া স্কুইসো, যিনি একজন দক্ষ-সমাজবিজ্ঞানী এবং পশ্চিম-ইংল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক, তিনি আগাপেমন-এর উপর এক গবেষণা করেন। তার গবেষণাটি ছিল খুবই সম্পূর্ণ, এবং এই গ্রুপের পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোর মত নয়, যা প্রায়ই এ ধরনের তত্ত্বমূলক-তীব্রতা-বর্জিত এবং এই সংস্থার অধিকতর রোমাঞ্চকর কর্মকান্ডের উপর ফোকাস করতে সহায়ক ছিল। সংবাদপত্রগুলো তো এর একদল সদস্যের নীতিবিহিন যৌন ভোগ-বিলাসের খবর দিয়েই পরিতৃপ্ত ছিল, যেটা এদের পাঠকদের জন্যে অলীক ও প্রকৃত ঘটনার মধ্যে পার্থক্য করাই কঠিন করে ফেলেছিল।

এই সংগঠনটি সম্পর্কে খুব জরুরী দু'টো গবেষণা রয়েছে। একটি হচ্ছে চার্লস ম্যান্ডার-এর 'শ্রদ্ধেয় প্রিন্স ও তার ভালবাসার আবাস'-এবং অন্যটি ডোনাল্ড ম্যাক কার্মিক-এর বই 'ভালবাসার মন্দির'।

পিগট-এর নাতনী ক্যাট বার্লো-ও তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসমূহের উপর একটি বই লেখে; কিন্তু তাতে ডঃ স্কুইসো-র গবেষণার মত তেমন পূর্ণভাবে গবেষণা করা হয়নি, যে গবেষণার কারণে তিনি 'ইউনিভার্সিটি অব রিডিং' থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছিলেন। তার তত্ত্বালোচনার শিরোনামটি ছিল 'প্রতারিত বাসিন্দারা', 'প্রচন্ড-ক্ষ্যাপা' এবং 'সাম্যবাদীরা' : আগাপেমন-এর একটি সমাজবিজ্ঞানী গবেষণা, ভিক্টোরিয়া-যুগীয় এপোক্যালিপ্টিক মিলোনিয়ার্স'। এতে তিনি লিখেন : ১৯০২ সনে ভারতবর্ষে আমরা আগাপেমন-এর কর্মকান্ডের চিহ্ন দেখতে পাই.....এ বছরেই ভারতে আরেকজন, পাঞ্জাবের কাদিয়ানের সর্বোচ্চ-ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহমদ 'মসীহ্' হবার দাবী করে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন, যাতে পিগট-কে এ মর্মে হুশিয়ার করা হয় যে, 'যদি সে খোদা হবার দাবী করা থেকে বিরত না হয়, তবে সে অবিলম্বে ধ্বংস হয়ে ধূলি ও হাড্ডিতে পরিণত হবে'।

কাদিয়ানের প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর বিজ্ঞপ্তিটিও ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বহির্বিশ্বে পিগট-এর প্রবেশাধিকার থাকার কারণে এটা অপরিহার্য ছিল যে, তাকে ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। শব্দগত ইলহাম, স্বপ্ন এবং দিব্যদর্শন সম্বলিত-গ্রন্থ 'তাযকেরাহ্-তে পিগট সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যা নিম্নরূপ :

'২০শে নভেম্বর (বৃহস্পতিবার)-পিগট সম্পর্কে পূর্ণ-মনযোগের সাথে দোয়া করার পর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) স্বপ্নে কতগুলি বই দেখতে পান, যার উপর তিনবার 'তসবীহ্, তসবীহ্, তসবীহ্'- লেখা ছিল। (আল্লাহ্ পবিত্র)। তারপর একটি ইলহাম পেলেন, যা ছিল, 'ওয়াল্লাহু শাহীদুল ইকাব ইন্নাহুম লা ইয়ুহ্ছিনুন' যার অর্থ হচ্ছে, 'আল্লাহ্ প্রতিদান দিতে কঠোর। তারা ন্যায়পরায়ণভাবে কাজ করেছে না'।

এই ইলহাম দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে, পিগট-এর বর্তমান অবস্থা ভাল নয় অথবা ভবিষ্যতে সে অনুতপ্ত হবে না। এ দ্বারা এটাও বুঝানো হতে পারে যে, সে খোদার উপর ঈমান আনবে না, অথবা খোদার বিরুদ্ধে এ ধরনের একটি মিথ্যা বলে এবং মতলব এঁটে সে যা করেছে, তা মোটেই ভাল নয়। 'আল্লাহু শাহীদুল ইকাব'–(অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রতিদান দানে কঠোর) অংশ দ্বারা বুঝায় যে, পরিণামে সে ধ্বংস হবে এবং সে খোদার শাস্তি দ্বারা ধৃত হবে। প্রকৃত পক্ষে খোদা হবার দাবী করা খুবই এক দুঃসাহসের কাজ'।

আগেই বলা হয়েছিল যে, পিগট-এর মিথ্যা দাবীর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল বেশকিছু লোকের উষ্মা ও হিংস্রতা, যারা শুরুতেই এটা শ্রবণ করেছিল এবং যদ্বারা তারপক্ষে লন্ডনে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে পুলিশ তাকে এ মর্মে সতর্ক করেছিল যে, যদি এ-ধরণের শান্তি-ভঙ্গকারী আরেকটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তবে তাকে গ্রেফতার এবং তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে। তার পূর্বেই তার বিরুদ্ধে অপমান ও সুনাম-হানির সতর্কবাণীগুলো তো ছিলই।

অত:পর পিগট পূর্ব-ইংল্যান্ডের স্প্যাক্সটনের দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে আগাপেমনের প্রতিষ্ঠাতা হেনরী প্রিন্স কয়েক খন্ড জমি ও কয়েকটি বাড়ী-সংযুক্ত বৃহৎ এক এলাকা জুড়ে গীর্জা ও প্রাসাদের কায়দায় একটি বাড়ী বানিয়েছিলেন। এসব বাড়ী, অফিস ও তার অনুসারীদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

কলোনিটির নাম ছিল 'আগাপেমন'-যার অর্থ হচ্ছে 'ভালবাসার গৃহ'। চার দেয়াল ঘেরা এ বাড়ীটি ছিল শহর থেকে বহু দূরে, এবং পিগট-এর বসবাসের জন্যে এটা 'সবচে নিরাপদ' বলে বিবেচিত হতো।

এর নাম 'ভালবাসার গৃহ'-অনুযায়ী কলোনিটি পরিপূর্ণ যৌন-স্বাধীনতার প্রচার করছিল। গবেষকদের মতে আগাপেমন-এর অনুসারীরা 'দলীয়-আত্মপ্রসাদ' ভুল-নেতৃত্ব এবং বিপথ-গামীতার শিকার হলো। বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিগট তার জীবনের অবশিষ্ট বছরগুলো এখানেই কাটালো। মাঝে মাঝে সে বিদেশে যেতো, কিন্তু ফিরে এসে সে নিজকে এই দূর্গের মধ্যে তালাবদ্ধ করে ফেলতো, যেখানে অননুমোদিত কোন ব্যক্তিকে ঢুকতে দেয়া হতো না। কলোনীর সদস্যরা খাদ্যক্রয়ের জন্যে কখনো এই গ্রামে ঢুকলে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাদেরকে ঘিরে ফেলতো এবং আগাপেমন-এর মধ্যকার বাছাই করা এবং সংবেদনশীল মুখরোচক অসচ্চরিত্রতা ও লাম্পট্য বিষয়ক প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন প্রশ্নবানে তাদেরকে জর্জরিত করতো। সেজন্যে অনুসারীরা বাইরে বের হওয়াকে এক 'খারাপ পূর্বাভাস' বলে বিবেচনা করতো। যাহোক, পিগট এই কলোনিতেই আটক হয়ে থাকতো। গবেষকগণ মন্তব্য করেছেন যে, স্প্যাক্সটনে স্থানান্তরিত হবার পর 'ক্ল্যাপ্টনের সুসজ্জিত মসীহ্' স্প্যাক্সটনে চুপচাপ, ভদ্র ও যাজক হয়ে গেলো; এবং ক্ল্যাপ্টনে স্মীথ-পিগট এ' পাঠ শিখেছিল যে, বহির্বিশ্বের মতামত এখনো গণ্য করা হচ্ছে এবং লন্ডনে যে-ধরনের ব্যবহার সে পেয়ে এসেছে, সমারসেট সায়ারে সে তেমনটির মুখোমুখী হবার আকাঙ্খা পোষণ করে না.....যখন (সে) গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলতো, তখন সে 'মসীহ্' নয়, বরং পার্থিব-দুনিয়ার সদাশয় এক ব্যক্তির ভূমিকা পালন করতো।

এই গবেষণা চলাকালে ভাড়াকৃত মহাফেজখানা থেকে পিগট-এর অনেকগুলো ধর্মোপদেশ, ব্যক্তিগত রোজনামচা ও পত্র দেখতে পাওয়া যায়। এর অতিরিক্ত কাগজ-পত্র পাওয়া যায় পিগট-এর নাতনি এ্যান বাক্‌লে-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ও সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ থেকে,

যেগুলো সমারসেট মহাফেজখানায় সংরক্ষিত ছিল। এসব উৎস পরিস্কারভাবে নির্দেশ করে যে, ১৯০২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯০৮ সন নাগাদ- অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর সময়কালে পিগট ঈশ্বরত্বের আর কোন দাবী করেনি।

পিগট যখন তার সন্তানদের জন্ম রেজিষ্টার-ভুক্ত করতো, পেশা হিসেবে সে নিজকে 'পবিত্র নির্দেশের প্রচারক'- বলে উল্লেখ করতো। এটা সেই একই উপাধি, যা সে ১৮৮৯ সনে ঈশ্বরত্বের কোন দাবীর পূর্বে তার বিবাহ-সনদে এবং পুনরায় ১৯০৫ সনে তার এক শিশুর জন্মের পরও ব্যবহার করেছিল। এ-দ্বারা এটা চূড়ান্তভাবে নির্দেশ করে যে, সে (পিগট) প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর জীবদ্দশায় আর কখনোই ঈশ্বরত্বের দাবী করেনি। পিগটকে সতর্কবাণী প্রচারের এটাই ছিল উদ্দেশ্য, এবং আমরা দেখতে পাই যে, এই সতর্কবাণী এবং অন্যান্য উপাদান–যেমন সংবাদমাধ্যমগুলোর হৈ চৈ এং গোঁড়া-খ্রীষ্টানদের প্রতিক্রিয়া পিগট-কে ইশ্বরত্বের দাবীর পুনরাবৃত্তি না করার পেছনে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

বস্তুত: তার ব্যক্তিগত বাইবেল-এ একটিও এমন টীকা নেই যে, সে ঈশ্বরত্বের দাবী করেছে। উপরন্তু তার পুত্র ডেভিড-কে দান হিসেবে দেয়া একটি বাইবেল-এর সাক্ষ্য ও যেখানে এটা লিখিত হয়েছে যে, 'প্রথম-ভূমিষ্ট আমার পুত্র ডেভিডকে স্বর্গে অবস্থানকারী তার পিতার নিকট থেকে'- এ থেকে স্পষ্টভাবে এটা প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্গে অবস্থানকারী এক দেবতার উপর পিগট-এর বিশ্বাস ছিল এবং পিগট এর দৈহিক-অস্তিত্বের সাথে যার কোন সম্পর্ক ছিল না।

তার ব্যক্তিগত সম্পদের মধ্যে রয়েছে একটি ধাতু-নির্মিত ফলক, যাতে ল্যাটিন ভাষায় খোদাই করা হয়েছে 'Homo Sum. Humani Nihil Me Alienum Puto. এই পাঠের দোলকটির উল্টো পাশে লিখিত আছে; 'আমি একজন মানুষ। আমার মধ্যে মানবতার সাদৃশ্যের সাথে বেমানান কিছু রয়েছে বলে আমি মনে করিনা'।

এসব ঘটনা থেকে গবেষকগণ এ উপসংহারে পৌঁছেন যে, পিগট অবশ্যই তার ঈশ্বরত্বের দাবী ত্যাগ করেছিল। ড: জশুয়া-র স্কুইসোর গবেষণা মোতাবেক তার (পিগট) ঈশ্বরত্বের প্রারম্ভিক দাবির পর পিগট সেটা চেপে গিয়েছিল।

ড: নিক ব্যারেট- প্রসিদ্ধ একজন পরিবার-ইতিহাসবিদ এবং বিবিসি-র প্রোগ্রাম-'What Do You Think You Are' -এর জন্যে প্রসিদ্ধ, তিনিও পিগট-এর জীবনী নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি এ-ও বিশ্বাস করেন যে, শুরুতে যদিও পিগট ঈশ্বরত্বের দাবী করেছিল, এর প্রতি মানুষের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখে জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে তার এ দাবী কেবল 'আধ্যাত্মিক নিরাময়কারী'-তে নামিয়ে আনে।

পিগট-এর ঈশ্বরত্বের দাবীর বিপরীতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) পিগট এর প্রতি সতর্কবাণী জারী করার সময় নিজ নামের পাশে 'নবী' শব্দটি জুড়ে দিয়ে খুব পরিস্কার ভাবেই 'নবী' হিসেবে স্বীয় দাবী উত্থাপন করেন। উপরন্তু তিনি তাঁর এ দাবী আমৃত্যু বজায় রাখেন। তাঁর শুরু-করা জামাত–আহমদীয়া মুসলিম জামাতও আজ পর্যন্ত তাঁর সে দবী বজায় রেখেছে।

সে সব মুসলমান, যারা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তারা ভুলে যায় যে, তারা সর্বশক্তিমান খোদার বিশালতার অসম্মান করছে। আর ভুলে যায় যে, পিগট-এর ক্ষেত্রে যে দু'জনের মধ্যে বিরোধীতা হয়েছিল, তাদের একজন ছিল 'শির্ক'-অর্থাৎ নিজকে খোদা বলার মারাত্মক দোষে' দোষী, আর অন্যপক্ষে ছিলেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.), যিনি ছিলেন খোদার এক একান্ত অনুগত দাস এবং পবিত্র নবী (সা.) এর প্রতি এতই নিষ্ঠাবান যে, তিনি তার দিনগুলো ইসলামের প্রচার এবং সর্বশক্তিমান খোদার একত্ব-প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করে দিয়েছিলেন।

অতএব এটা কতই না বেদনাদায়ক যে, এ ধরনের লোকেরা সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে যিনি আল্লাহ্‌র একত্ব এবং ইসলাম ও পবিত্র নবী (সা.) এর নামের সুরক্ষা করেছিলেন।

যাহোক, এই আপত্তি এবং এর পশ্চাতে যা ছিল, সে বিষয়টি অবহেলা না করা খুবই জরুরী। এই আপত্তির ভিত্তিটি নির্ভর করে এ ঘটনার উপর যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ইন্তেকাল করেন ১৯০৮ সনে, আর পিগট মারা যায় ১৯২৭ সনে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) পিগট ও পশ্চিমা-সংবাদপত্রগুলোর কাছে যে ঘোষণাটি প্রেরণ করেছিলেন, ততে এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত ছিল যে, পিগট যদি তার ঈশ্বরত্বের দাবী করা থেকে বিরত না হয়, তবে সে তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস হবে, এবং সম্ভবত: প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর জীবদ্দশাতেই। ইংরেজী ভাষায় কথাগুলো ছিল এরূপ :

'অতএব আমি এই নোটিশের মাধ্যমে তাকে এমর্মে সতর্ক করেছি যে, যদি সে তার এই অবান্তর-দাবীর জন্যে অনুতপ্ত না হয়, তবে সে শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে'।

এটা এক প্রমাণিত সত্য যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর জীবদ্দশায় পিগট কখনোই তার এ দাবীর পুনরাবৃত্তি করেনি, আর এ কারণেই কোন শাস্তি থেকে সে নিরাপদ ছিল, তবে তার সেই দাবীর পুনরাবৃত্তি ঘটালে শাস্তি তাকে পূর্ণভাবে গ্রাস করতো। এ দাবীর পুনরাবৃত্তি না করার পশ্চাতে তার চারপাশের জনগণের হিংস্র প্রতিক্রিয়া অথবা খোদার ক্রোধের ভয় ছিল কি-না সেটা গৌণ গুরুত্বের বিষয়; মূল গুরুত্বহ যে বিষয়টি, তা হচ্ছে যে, সে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর জীবদ্দশায় কখনোই তার এ দাবীর পুনরাবৃত্তি করেনি। এটা অবশ্যই ভুলে গেলে চলবে না যে, এটা কোন ব্যক্তিগত দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত দাবীটির পুনরাবৃত্তি করা হয়নি, ততক্ষণ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর পিগট-এর সাথে কোন বিচারার্থ-বিষয় ছিল না। 'শির্ক'-এর উৎপত্তি হয়, এমন কোন জিনিষকে বাধা দান করাই ছিল প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর একমাত্র উদ্দেশ্য, আর এটাই হচ্ছে খোদার সাথে কোন ব্যক্তি অথবা বস্তুর সম্বন্ধ।

যাহোক, ১৯০৯ সনে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর ওফাতের পরের বছর পিগট তার ঈশ্বরত্বের দাবীর পুনরাবৃত্তি করলো। সে-সময় সে বহু সংখ্যক মহিলার সাথে বসবাস করছিলো, যাদেরকে সে তার 'আত্মার কনেরা' বলে অভিহিত করেছিল। এদের মধ্যে একজন 'রূথ প্রীস' যাকে পিগট 'মুখ্য, আত্মা-কনে'-উপাধি দিয়েছিল। সে পিগট-এর তিনটি সন্তান ধারণ করেছিল। পিগট যখন সমারসেটের স্থানীয় রেজিষ্ট্রারের দপ্তরে এসব অবৈধ-সন্তানদের নাম লিপিবদ্ধ করতে গেলো, খবরটি তখনই রটে গেল, কারণ, সে অন্য একজন মহিলার সাথে আইন-সম্মত ভাবেই বিবাহিত ছিল। যেহেতু পিগট ছিল চার্চ অব ইংল্যান্ড'-এর একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, সে কারণে অপবাদটি লেলিহান-শিখার মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। চার্চ তাকে তার পদ থেকে অপরাসিত করলো। শত্রুতা ভাবাপন্ন পিগট তখন ঘোষণা দিল, 'আমি এই সিদ্ধান্তের কোনই তোয়াক্কা করি না, আমি হচ্ছি খোদা!! এভাবে 'তাযকিরাহ্'-তে লিপিবদ্ধ

ভবিষ্যদ্বাণীটি পুরা হলো।

ঐশী বার্তা-যেটা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে দেয়া হয়েছিল,সেটা ছিল–'পিগট অনুতপ্ত হবে না এবং তার পরিণাম ভাল হতে পারে না'। বস্তুত এই দফা থেকেই, সে যখন আরেকবার তার ঈশ্বরত্বের দাবীর পুনরাবৃত্তি করলো, তখনই তার 'কলঙ্কের মধ্যে অবতরণ' শুরু হলো। সমারসেট আর্কাইভ-কেন্দ্রের সংবাদপত্রগুলো এ সময়ের বিভিন্ন তারিখ থেকেই তার ব্যভিচারমূলক সম্পর্কগুলো ও অবৈধ সন্তানদের সংবাদে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

পিগট-এর মানসিক-স্বাস্থ্য ক্রমশ: হ্রাস পেতে শুরু করলো। তার প্রিয় 'আত্মার কনে' রুথ প্রীস তার থেকে পৃথক হয়ে কলোনী ছেড়ে চলে গেলো। ডোনাল্ড ম্যাককর্মিক তার প্রস্থান সম্পর্কে উদ্ধৃত করেন, 'এটা ছিল এক ধীর-পদ্ধতি, যা প্রধানত: তার চরিত্রের অসাধুতার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছিল'।

ম্যাককর্মিক পিগট-এর বোধগম্য-অবনতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তার বাক শক্তি বিশৃঙ্খল এবং তার চিন্তা-প্রক্রিয়াদিও বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। যারা তার সাথে ছিল, তারা তার মানসিক বিকার-প্রবণতার কথা জানলো। কতিপয় অনুগামী এমনকি এতদুর পর্যন্ত বললো যে, তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করা হোক, অন্যথায় পুরো সম্প্রদায়টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একথাও লেখা হলো যে, তার স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের কারণে তাকে অপসারণ করা যায়নি, কিন্তু সে তার বাকী দিনগুলো অধিকতর খারাপির মধ্যে অতিবাহিত করলো, আর অন্যদিকে তার অনুসারীরা এই সময়টাতে একঘেয়েমী ও বিষন্নতার মধ্য দিয়ে কাটালো। তার তথাকথিত অনুসারীরা তাকে ত্যাগ করে চলে যেতে শুরু করলো।

যদিও পিগট ১৯২৭ সন পর্যন্ত মারা যায়নি, তার চূড়ান্ত দিনগুলো মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক সঙ্কটাবস্থায় অতিবাহিত হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর সে তার নিজ চার্চ-এর মধ্যেই সমাহিত হয়েছিল। চার্চটি পরে বিক্রয় করে ফেলা হয় এবং তা বর্তমানে এক ইংরেজ পরিবার কর্তৃক পরিচালিত আবাসিক-স্থাপনা হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্প্যাক্সটনে পিগট-এর চার্চ ও কলোনীর পরিণতি দেখতে গেলে দেখা যায়, কিভাবে পিগট এর মৃত্যু সবার জন্যে এক সতর্ক হিসেবে কাজ করেছে, কেউ এটা স্মরণ করতে পারে না যে, সে কে-ছিল। যেস্থানে এককালে তার সমাধি ছিল, সেটা এখন হয়েছে এক গুদাম-এলাকা। কেউ জানেনা, কি ঘটেছিল তার দেহের এবং তার পরিবার-পরিজনদের।

বর্তমান-মালিক এবং ভজনালয়ের বাসিন্দা জানায় যে, তার সমাধি এলাকায় পিগট-এর নাম, তার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ-খচিত একটি দামী সোনার-পাত ছিল। যাহোক, পিগট-এর পুত্রের ছিল শরাব আর জুয়ায় আসক্তি এবং এসবের জন্যে তহবিল যোগাড় করতে গিয়ে সে কেবল পুরো কলোনিটি-ই বেচে দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, বরং ঐ সোনার পাতটিও বেচে দিয়েছে। আর এ ঘটনাটি সম্পর্কে নিশ্চিত করেছে পিগট এর নাত্‌নি–মিস এ্যান বাকলে।

এটাই ছিল সেই লোকের জন্যে কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর যবনিকা পর্ব, যে ব্যক্তিটি খোদা হবার দাবী করেছিল এবং যাকে যুগের ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) কর্তৃক সতর্ক করা হয়েছিল। সর্বশক্তিমান খোদার ওহী প্রচুর বিশালতা সহকারে এবং এমন প্রকাশ্যভাবে পূর্ণ হয়েছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর বাণীর সত্যতার বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ রইল না।

পিগট-এর মৃত্যু আগাপেমনের যবানিকা-কে কার্যকর ভাবে চিহ্নিত করেছিল। রূথ প্রীস এই ধর্ম-বিশ্বাসকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার মৃত্যুতে এর অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে গেল। একজন আগপেমন-পন্থীও আজ আর বিদ্যমান নেই। পিগট, তার মতবাদ, এবং তার অনুসারীদের সবাই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। 'আল্লাহু শহীদুল ইকাব'–হচ্ছে এক জীবন্ত নিদর্শন (মূল আরবীর অনুবাদ হচ্ছে : 'শাস্তি প্রদানে আল্লাহ্ খুবই কঠোর')।

আগপেমনের পরিণতি সম্পর্কে ড: যশুয়া স্কুইসো লিখেন : 'আগপেমনের অবস্থার ঠিক বিপরীতে মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যে ইসলামী সম্প্রদায়টি স্থাপন করেছিলেন, সেটা আজকের দিনেও উন্নতি লাভ করছে'। পিগট-এর সংগঠনটির পূর্ণ ধ্বংস এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর জামাতের বিশ্বের কোনায় কোনায় বিস্তার লাভ 'Abington dictionary of living Religions'-এ চিহ্নিত রয়েছে।

পিগট এর জীবনের উপর গবেষণার প্রক্রিয়ায় তার নাতনি এ্যান বাক্সলের সাথে সাক্ষাত করলে সে পিগট-এর ব্যক্তিগত নোটগুলো, তার সব দলিল ও সম্পদ, পূর্বোল্লেখিত টেলিভিশন-প্রোগ্রামের জন্যে সরবারাহ কাজে প্রভূত সহযোগিতা করেছে।

২০১১ সনের ২৬ মার্চ তারিখে যুক্তরাজ্যের আহমদীয়া মুসলিম জামাত-আহুত 'বার্ষিক শান্তি সম্মলনে' পিগট-এর নাতনী মিস এ্যান বাক্‌লে যোগদান করেছিল এবং নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসিলম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর সাথে তাকে সাক্ষাতের সুযোগ দান করা হয়। সেই সাক্ষাতের সুবাদে সে হুযূর (আই.)-এর সাথে আরেকটি সাক্ষাতের সুযোগ প্রার্থনা করে। পরবর্তীতে ২২ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে জন হাঘ স্মীথ পিগট-এর এই নাত্‌নি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর সাথে পুনরায় সাক্ষাত করে। সেই সাক্ষাতকারে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ তার কাছে পিগট ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর মধ্যে অনুষ্ঠিত পত্রালাপের বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। এই সাক্ষাতকারের, যা আধঘন্টা স্থায়ী হয়–পর সে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদের সাথে ফটো তোলার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। সে বার বার বলতে থাকে 'আমি কখনোই জানতাম না যে এ ধরনের আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন লোক এখনো বিদ্যমান আছে' এবং এইমাত্র আমি এক অত্যধিক সুন্দর ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাত করলাম'।

এরপর তাকে 'মাখযানে তাসাবির'-প্রদর্শনী (কেন্দ্রীয় ফটো লাইব্রেরী এবং নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রদর্শনী)তে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর ফটো দেখার পর সে আরেকবার বলে: 'এটা দেখে মনে হয়, যেন তিনি মানুষের ভিতরটা দেখতে পান'।

এটা ছিল খুবই ঈমান-বর্ধক এক দৃশ্য। পিগট-কে যে 'নূর'টি দেখাতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর বাসনা ছিল, সেটা বৃথা যায়নি। কার্যত: এটা বৃথা যেতে পারে না, কারণ এটা ছিল সেই 'নূর'-যা সেই সত্তার মাধ্যমে নির্গত হয়েছিল, যিনি সর্বশক্তিমান খোদা-কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন। পিগট যদিও নিজকে এই 'নূর' থেকে বঞ্চিত করেছিল, তারই বংশ থেকে এক মহিলা নিজের জন্যে এর অভিজ্ঞতা লাভ করলো।

এরপর মিস এ্যান বাকলে হুযূর (আই.) কে একটি কৃতজ্ঞতা-সূচক পত্র লেখে। এভাবে বহু নিদর্শনের মধ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) স্বপক্ষে সর্বশক্তিমান খোদার আরেকটি নিদর্শন পূর্ণ হলো।

ঐশী ইমাম ছাড়া ইসলাম অচল

মাহমুদ আহমদ সুমন

ইসলামে ঐশী ইমামের মর্যাদা ও গুরুত্ব অতি ব্যাপক। ইসলামের পরিপক্কতা তখনই প্রকাশ পায় যখন এর মাঝে একক নেতৃত্ব বিদ্যমান থাকে। নবী রাসূলগণকে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন মানুষকে ইমানদার ও খোদার হুকুম পালনকারী বান্দা বানানোর জন্য। নবী যে সব কাজ মানুষের কল্যাণের জন্য করেন, তারই ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফাগণ। এজন্য নবীর ইন্তেকালের পর আল্লাহ্ তাঁর অনুগত বান্দাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এই খলীফা বানানো স্বয়ং আল্লাহ্‌র কাজ। মানুষের পক্ষে যদি খলীফা নিযুক্ত করা সম্ভব হতো তাহলে খিলাফত নিয়ে এতো আন্দোলনের প্রয়োজন হতো না বরং প্রতিদিনই বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন খলীফার নাম শুনা যেত। খলীফা যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং নিজে মনোনিত করেন তাই তাঁকে তিনিই সাহায্য করে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই এ ব্যবস্থা জারী রেখেছেন যে, নবী রাসূলগণের রূহানী সত্তা বা রূহানী ফয়েয যেন পৃথিবীর ঈমানদার মানুষের মধ্যে সর্বদা বিরাজমান থাকে। তাই খলীফা বা এক ঐশী ইমাম সম্পর্কে প্রত্যেকটি মু'মিনের স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরী। মু'মিনদের জন্য নবুওয়াতের পর যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য তা হচ্ছে ঐশী খিলাফত।

নবুওয়াতের দায়িত্ব যেমন হাউয়্যুন ও কাইয়্যুম, ওয়াহেদ ও লা-শরীক খোদার প্রকাশ্য অস্তিত্ব উপস্থাপন করা, মানব হৃদয় ও মানব বুদ্ধি আকাশে ঐশী আলোর বন্যা প্রবাহিত করা, মানুষের মন ও মেধা, বোধ ও বোধির পবিত্রতা-পরিপক্কতা সাধন করা এবং মানুষকে আল্লাহ্ মিলনের সরল পথে অবিচলরূপে পরিচালিত করা, খিলাফতের দায়িত্বও ঠিক তাই। নবুওয়াতের মাধ্যমে যেমন খোদা তাআলার শক্তি ও মহিমার প্রকাশ ঘটে, খিলাফতের মাধ্যমেও তেমনি খোদা তাআলার শক্তি ও মহিমার পুনঃপ্রকাশ ঘটে।

খিলাফত ঐশী ব্যবস্থাপনা। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী এটা প্রতিষ্ঠা করেন। ঈমানদার ও আমলে সালেহ্ বা সময়োপযোগী পূণ্য কাজ সম্পাদনকারীদের মাঝে। কারা মু'মিন এবং কারা মু'মিন নয় বা কারা সত্যিকারের ঈমানদার তা পরীক্ষা করার নিমিত্তে খিলাফত ব্যবস্থা একটি ঐশী মানদন্ড।

ইসলামী ঐশী খিলাফতের মর্যাদা ও গুরুত্বকে উপলব্ধি করে খোদা তাআলার নির্দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে খিলাফত ব্যবস্থা পুনরায় জারি হয়। ক্ষুদ্র ও দুর্বল একটি জামাতের মাঝে আজ থেকে একশত চার বছর পূর্বে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মহান আল্লাহ্‌র সাহায্যে সেই খিলাফত ব্যবস্থা আজও টিকে আছে এবং শুধু টিকেই নেই সারা বিশ্বে প্রতিদিন এর প্রভাব বিকাশ করে বিশ্বের প্রায় দু'শটিরও অধিক দেশকে আত্মস্থ করে নিয়ে দিন দিন এটি উন্নিতির পথে ধাবমান রয়েছে। এ খিলাফতকে ধ্বংস ও অকার্যকর করার জন্য ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বহু চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র করুনার ছায়ায় যার অবস্থান একে ধ্বংস করে এমন সাধ্য কোন মানবীয় শক্তির নেই। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত আজ আমরা উপলব্ধি করছি।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের ওপরে আল্লাহ্ তাআলার অসীম করুনা, তিনি আমাদেরকে খিলাফতের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার তৌফীক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। পৃথিবীর সমগ্র মুসলমানেরা বিগত শত শত বছর যাবৎ এ খিলাফতের জন্য অপেক্ষা করে আসছে। এ পর্যন্ত সবাই হারে হারে টের পেয়েছে যে, খিলাফত ছাড়া কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। খিলাফত যে কত ব্যাপক মর্যাদাপূর্ণ একটি ঐশী ব্যবস্থাপনা তা সবাই বুঝতে পেরেছে। মস্তক বিহীন দেহের যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি খলীফা বিহীন মুসলমান জাতিরও আল্লাহ্‌র দরবারে কোন মূল্য নেই। আমরা সকলেই জানি, শরীয়তের বিধান অনুসারে 'খলীফা' নির্বাচন করা মুসলমানের জন্য অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। কেননা খলীফাহীন ইসলাম, কর্ণধারবিহীন তরীতুল্য। বিপন্ন ও লক্ষ্যভ্রষ্ট। তাই সঠিক রাস্তা দেখিয়ে মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছানোই হল খলীফার কাজ। খলীফা ছাড়া আমরা সেই মঞ্জিল বা লক্ষ্যস্থলে কোভাবেই পৌঁছতে পারবো না। অর্থাৎ আমাদের সকলের মূল লক্ষ্য হল মহান খোদা তাআলাকে লাভ করা, আর মহান খোদা তাআলার দিদার যদি আমরা লাভ করতে পারি তাহলেই তো আমাদের সব লাভ হল। আর মহান খোদার নৈকট্য লাভ কেবল মাত্র যুগ খলীফার অধিনে থেকেই লাভ করা সম্ভব। এ ছাড়া আজ আর কোন রাস্তা খোলা নেই।

আজ অনেকেই ইসলামী রাজত্ব কায়েমের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে আন্দোলন করে যাচ্ছেন। তারা বলে বেড়ায় আমরা ইসলামী রাজত্ব কায়েম করব, কিন্তু তারা জানে না যে, ইসলামী রাজত্ব কায়েম করা যে এত সহজ কাজ নয়, ইসলামী রাজত্ব কায়েম করতে হলে চাই সমগ্র বিশ্বের একক নেতৃত্ব, এক ইমাম যাকে ইসলামী পরিভষায় 'খলীফা' বলা হয়। খিলাফত ছাড়া কোন মতেই সম্ভব নয় ইসলামী নিয়ম মতে সমাজ গড়া।

আজ এই ঐশী খিলাফতকে ভুলে গিয়ে বিভিন্ন দলের নেতারা রাজনীতিতে ব্যস্ত। তারা বলে আমরা খলীফা চাই না, আমরা চাই, 'ইসলামী শাসন'। বর্তমান এক প্রকার মৌলবাদীদের শ্লোগান হল, 'কুরআনের আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই'। অথচ খলীফা ছাড়া প্রকৃত ইসলাম শাসন কায়েম হতেই পারে না। যতই মিছিল মিটিং করুক না কেন, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্তই সিমাবদ্ধ। এই নাম সর্বস্ব মৌলবাদীরা ইসলামী শাসনের কথা বলে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু করতে পারছে না। যাদের প্রধানতম লক্ষ্য হল ধর্ম ব্যবসা, তারা আবার কি করে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে? দুর্ভাগ্য হলেও একান্তই সত্য যে, আজ এই ঐশী খিলাফতের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে এক মাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতই পেরেছে সমগ্র বিশ্বে শান্তির বার্তা ছড়াতে।

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফার বরকতে আহমাদী মুসলমানরা সারা পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিচ্ছেন লা শরীক আল্লাহ্‌র বাণী। ইলাহী আলোয় আজ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সত্যিকারের ইসলাম। আজ খিলাফতের মর্যাদাকে উপলব্ধি করে বনী আদমের প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হচ্ছে ঐশী প্রেম। ঐশী ডাক আজ উচ্চারিত হচ্ছে তাঁর কণ্ঠে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবী অতি দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাববান। আর এই ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র মহান খোদার ঐশী খলীফাই। বর্তমান বিশ্বে যেহেতু আহমদীয়া মুসলিম জামাতই মহান খোদার নির্দেশে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাই আহমাদীয়া জামাতেরই দায়ীত্ব আজ সমগ্র-বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। যাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে তারা দেখতে পারে, খিলাফতের বরকতে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে ঐক্যবদ্ধ করে পবিত্র কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' এর ঝান্ডা তলে এক খলীফার অধীনে ও আনুগত্যে আনবার কল্যাণপ্রসূ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। আমরা অতীত ইতিহাস থেকে দেখে এসেছি শত অত্যাচার, শত বাধা বিপত্তি জুলুম করেও খিলাফতকে ধ্বংস করতে পারেনি। আর এই ঐশী খিলাফত ধ্বংস হবার নয়। কারণ এই খিলাফত ব্যবস্থা স্বয়ং খোদার রোপিত খিলাফত। আহমদীয়া খিলাফতকে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখবেন। মহান খোদা তাআলার কাছে মোর এটাই আকুতি মোরা যেন ঐশী ইমামের আশ্রয়ে থেকেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি, আমীন।

masumon83@yahoo.com

বাংলার কিংবদন্তি

জার্মানীর প্রথম মিশনারী
খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(১৩তম কিস্তি)

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, জার্মানীর প্রথম মিশনারী। জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১লা নভেম্বর ১৯৬৯।

লন্ডন ও জার্মানীতে তাঁর অবদান

বঙ্গদেশে আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারসহ জামাতে আহমদীয়ার বিভিন্নমুখী একনিষ্ঠ সাধনা ও দক্ষতার কাজের ফলশ্রুতিতে খিলাফতের প্রতি মোবারক আলী সাহেবের গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। একজন আদর্শ ও উৎকৃষ্ট তবলীগ সৈনিকে পরিণত হন। বিদেশের বুকে ধর্মহারা জাতির নিকট ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশের যোগ্যতা অর্জন করেন। তাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ১৯১৫ সালে তাঁকে বিদেশে মিশনারী হিসেবে লন্ডন যাবার জন্য তাহরিক করেন। তিনি তা শুনেই যাবার প্রস্তুতি শুরু করেন। তাঁর কর্মরত মাদ্রাসা হাই স্কুলের কর্তৃপক্ষ সুপারেন্টেন্ড সামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন সাহেবকে এক পত্রের মাধ্যমে বলেন–

আপনি আমাকে হেড মাষ্টারের পদে স্থায়ী করার চেষ্টা করবেন না। কারণ আমি এই চাকুরিতে বেশী দিন না-ও থাকতে পারি। আমাদের হযরত খলীফা সাহেব আমাকে বিলাতে পাঠাতে ইচ্ছুক। কামাল উদ্দিন সাহেব আমার পত্র পাওয়া মাত্র ইসলাম বোডিং-এ নিজেই আমার নিকট চলে আসেন। তখন আমি উক্ত বোডিং-এর Superintendent ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এ কি চিঠি লিখেছেন? আপনি কি নিজেকে বিলাতে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য উপযুক্ত মনে করেন?' আমি বললাম, না, আমি তা মনে করি না; তবে হযরত সাহেব যদি আদেশ করেন আমি তাঁর আদেশ পালন করতে প্রস্তুত আছি। আমার কথা শুনে সামসুল ওলামা সাহেব একটু চিন্তা করে বললেন, 'বাংলাদেশে আহমদী মত প্রচারের যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। আমি নিজে আহমদী না হলেও এ কাজে আপনাকে আমি সাহায্য করব; সুতরাং আপনি বাংলাদেশে থেকে যান এবং এখানেই প্রচার আরম্ভ করুন। আপনি ছেলেদের এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে প্রচার করবেন না, তা হলে আমি আপনাকে সাহায্য করব। আপনাদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নাই; আপনি আমার পক্ষ হয়ে তাঁকে লিখে দেন যে, আমার কর্তৃপক্ষ কর্মচারী বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন যেন আমি এখানেই থাকি এবং এখানেই থেকে আহমদী মত প্রচার করি। আমি যদি ছাত্র এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে প্রচার না করি তবে তিনি আমাকে প্রচারকার্যে সাহায্য করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। তাঁর অনুরোধক্রমে আমি এই পত্র লিখেছি।' তৎপর কাদিয়ান হতে আদেশ আসল আপনি ঐখানেই থাকুন। (পাক্ষিক আহমদী ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫)।

অত:পর তিনি চট্টগ্রামেই প্রচার কাজে নিয়োজিত হন। ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে চট্টগ্রামে বড় ধরনের তবলীগ সভার আয়োজন করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯১৬ সালে প্রফেসর আব্দুল লতিফ আহমদীয়া জামাতে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯২০ সালে চট্টগ্রামে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৯ সালে এই তবলীগ সৈনিককে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নাইজেরিয়া যাবার তাহরিক করেন। তিনি তা শুনেই লাব্বাইক বলেন। যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। তাঁর মাতাপিতা শুনে খুশী হন। ছেলে বিদেশে অমুসলমানদের নিকট ইসলামের শান্তির বাণী প্রচার করতে যাবে এতে গর্ববোধ করেন। কিন্তু বাধ সাধে তাঁর স্ত্রী ওয়াজেদা বেগম। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নিকট তাঁকে বিদেশে প্রেরণ না করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখেন। উত্তরে হুযূর সানি (রা.) নসিহত করে বলেন–'দ্বীনের খেদমতের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা দরকার। খ্রিষ্টানরা তাদের মিথ্যা ধর্ম প্রচারে কত ত্যাগ স্বীকার করে। আমরা সত্য ধর্মের জন্য ক্ষতি স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করবো? ইসলামের খেদমতের জন্য স্বামীকে বিদেশ যেতে সহযোগিতা করুন। আল্লাহ্ মঙ্গল করবেন'। অত:পর তিনি সম্মত হন।

বলাবাহুল্য, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ১৯১৭ সালে জামাতে জীবন উৎসর্গ করার জন্য এক তাহরীক করেন। তখন সর্বপ্রথম যে তেষট্টিজন যুবক নিজেদেরকে যুগ খলীফার নিকট সোপর্দ করেন তাঁদের মধ্যে মৌলভী মোবারক আলী সাহেব একজন। ১৯১৯ সালে হেড মাষ্টারের পদটি Subordinate Service থেকে Provincial Service এ উন্নত করা হয়। ফলে চাকুরির মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায়। আর্থিকভাবে বেতন স্কেল উন্নত হয়। কিন্তু এই লোভনীয় চাকুরি তাঁকে মোহিত করতে পারেনি। ইসলামের সেবার কাছে দুনিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মানকে তিনি নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করেন। দীনকো দুনিয়াকা মোকাদ্দম রাখুঙ্গা অঙ্গীকারনামা পালনে ব্রত হন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নিকট আল্লাহ্ তাআলার ইলহাম 'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো'–কাজ বাস্তবায়নে আত্মীয় স্বজন ও পরিবার পরিজনের মায়ার বন্ধন ছেড়ে বিদেশ চলে যেতে অধীর হন। তাই স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট দুই বছরের ছুটির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে মাত্র ছয় মাসের ছুটি মঞ্জুর করেন।

তখন জল পথে বোম্বাই থেকে লন্ডন এবং লন্ডন থেকে পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে যেতে হতো। ভারত থেকে ইংল্যান্ড পৌঁছতে কয়েক মাস সময় লাগতো। কুক কোম্পানীর সাথে লেখালেখি করে যাবার প্রস্তুতি নেন। বাড়ি হতে সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ১৯২০ সালে আল্লাহ্‌র নামে রওয়ানা হন। প্রথম কাদিয়ান যান। কাদিয়ানের অনেক আহমদী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে মুসাফা করে বিদায় জানান এবং সবাই দোয়া করেন। সেখান থেকে বোম্বাই গিয়ে PQO কোম্পানীর জাহাজে উঠেন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনের টেমস নদীর মুখে টিলবারি ডকে পৌঁছেন। তখন জাহাজ ঘাটে এ বীর বাঙালি যুবককে অভ্যর্থনা জানাতে লন্ডনের মিশনারী হযরত মাওলানা আব্দুর রহিম নাইয়ার (রা.) এবং আব্দুল আজিজ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

জাহাজ থেকে নামার পর তাদের সাথে ট্রেনে চড়ে

জামাতের মিশন হাউসে চলে যান। তখন লন্ডন মিশনের ঠিকানা ছিল ৪নং ষ্টার ষ্ট্রিট, এজোয়ার রোড, লন্ডন ওয়েষ্ট অর্থাৎ Westend starts strecl মিশনারী ইনচার্জ হযরত চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সায়াল (রা.)। তাঁর সহকারী মিশনারী ছিলেন হযরত আব্দুর রহিম নাইয়ার (রা.)। পাঞ্জাবের পেশোয়ারের আব্দুল আজিজউদ্দিন নামে এক যুবক ছিলেন। তিনি শিয়ালকোট থেকে ইংল্যান্ডে বিভিন্ন খেলার সামগ্রী রফতানী করতেন। ব্যবসা ছিল তাঁর পেশা। আর মিশনারীদের সাথে জামাতের খেদমত করা ছিল তাঁর নেশা।

সে সময় ইংল্যান্ডের লিভারপুল থেকে জাহাজে নাইজেরিয়া যেতে হতো। তাই তিনি তাঁর গন্তব্যস্থল নাইজেরিয়া যাবার জন্য লিভারপুলে জাহাজ কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করেন। শুনেন আগামী জানুয়ারি ২০২১ সাল পর্যন্ত জাহাজের টিকেট নেই। অগ্রীম বিক্রী হয়ে গেছে। মাত্র দুই বছর পূর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হয়। এ যুদ্ধে অনেক জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তখন যুদ্ধে সাবমেরিনের মাধ্যমে বিপক্ষ দেশের জাহাজ ধ্বংস করা যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ফলে প্রয়োজনের তুলনায় প্রকট জাহাজ সংকট দেখা দেয়। তাই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে জাহাজের টিকেট পেতে কয়েক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। এ অবস্থায় মোবারক আলী সাহেব অপেক্ষা করতে থাকেন এবং লন্ডন মিশনারী ইনচার্জের সাথে জামাতের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্রত হন।

এমতাবস্থায় ১২ ডিসেম্বর ১৯২০ তারিখ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত আব্দুর রহিম নাইয়ার (রা.) কে নাইজেরিয়া এবং মোবারক আলীকে লন্ডনে কাজ করার নির্দেশ দেন। ফলে নাইয়ার সাহেব নাইজেরিয়া চলে যান এবং মোবারক আলী সাহেব লন্ডনের মিশনারী হিসেবে পূর্ণোদ্দমে আত্মনিয়োগ করেন। ঈসা মসীহের হারানো মানুষের নিকট আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের কাজে ফানাফিল্লাহ্ হয়ে যান। তখন মিশনারী ইনচার্জ কর্তৃক লন্ডনের পটিনি ষ্টেশনের wbKU WARDS WORTH BORROW-তে SOUTHFIELD মহল্লায় 64 MALROSE ROAD-এ প্রায় এক একর জমিসহ একটি বাগানবাড়ি ২৩ শত পাউন্ডে খরিদ করা হয়। পরে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

তখন লন্ডনে তবলীগের ক্ষেত্রে চিঠি পত্র দ্বারা তবলীগ, বিশেষ বিশেষ স্থানে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা প্রদান এবং সপ্তাহে ২/৩ দিন হাইড পার্কে বক্তৃতা দেওয়া প্রধান ছিল। এসব বক্তৃতায় কোন কোন সভাতে শুধু ইসলাম নয় ভারতীয় সমাজ, ইতিহাস ও সভ্যতা আলোচনা হতো। অনেকে আহমদীয়াত সম্বন্ধে জানার জন্য মিশনে আসতেন। এরই মাঝে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সায়াল (রা.)কে কাদিয়ান চলে যাবার নির্দেশ দেন এবং মোবারক আলী সাহেব লন্ডন মিশনের ইনচার্জের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তখন তিনি ইংল্যান্ডে তবলীগের ক্ষেত্রে কেমন কাজ করেছেন তা তাঁর লিখিত ডাইরী থেকে প্রমাণ মিলে। নিম্নে এর কিছু সংখ্যক উল্লেখ করা হল :

(১) ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২০ : আগুস্তু (নাইজেরিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ের একজন আহমদী–লেখক), সাইয়াল (রা.) ও নাইয়ার (রা.) এবং আমি মিলে এক পরামর্শ সভা করা হল।.....আগুস্তু বললেন, নাইজেরিয়া দেশটি গ্রেট ব্রিটেনের পাঁচগুণ। লোক সংখ্যা বেশীর ভাগ মুসলমান। কিন্তু মুসলমানগণ অত্যন্ত অনুন্নত। স্কুল সব পাদ্রীদের হাতে। গভর্নমেন্টের স্কুল নাই। শিক্ষার দিকে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেবার কাজ করলে একটা ভাল স্কুল দরকার। যাতে অন্তত চারজন ইংল্যান্ডের শিক্ষিত শিক্ষক দরকার।..... সুতরাং সল্টপন্ডে (ঘানার রাজধানী-লেখক) যাওয়া স্থির হলো। জাহাজ কোম্পানীকে লেখা গেল। হযরত সাহেবকে জানানো হল।

(২) ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯২০ : ভগ্নী রাবেয়া (ইনি খ্রিষ্ট ধর্ম ত্যাগ করে আহমদী মুসলমান হয়েছিলেন। খ্রিষ্টান থাকাকালে তাঁর নাম ছিলো মিসেস ভার্সন –লেখক) ও তাঁর ১২ বৎসরের পুত্রের সঙ্গে ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। যাবার সময় রাস্তায় বাসে (ট্রামগাড়ীর মত গাড়ী) একজন ইংরেজের সঙ্গে ইসলাম সম্পর্কে আলাপ হলো। তিনি বললেন, ইসলাম তরবারীর দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। আমি দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দিয়ে বললাম যে, কখনো মুসলমানগণ তরবারী নিয়ে প্রবেশ করেনি।

অথচ তথাকার শতকরা ১০ জন মুসলমান। ভারতের উল্লেখিত নগরে মুসলমানগণ প্রায় ৬০০ বৎসর রাজত্ব করেছে। ইচ্ছে করলে জোর করে উক্ত নগরের অধিবাসীদেরকে সব মুসলমান করতে পারতো। অথচ পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে শতকরা ৫০ থেকেও অধিক মুসলমান। সাহেব তবুও মানলো না। বলল যে,..... সব ছোট লোক মুসলমান হয়েছে এবং ভারতে জুলুমেরও একটা সীমা আছে। আমি বললাম– তোমার এ বিশ্বাস ভুল। টি ডাব্লিউ আরনল্ডের "ইসলাম প্রচার" নামক কিতাব দেখ। তিনি খ্রিষ্টিয়ান অথচ এটি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম তরবারী দ্বারা প্রচারিত হয়নি। দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষা দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। (৩) ৫ই অক্টোবর ১৯২০ : .....হাইড পার্কে আমাদের প্রচারক ভ্রাতাদের বক্তৃতা বুধ, শনি ও রবিবার হয়। আমি প্রায় শুনতে যাই। ভাই চৌধুরী ও নাইয়ার দু'জনেই বেশ সুন্দর বলেন। কয়েকজন ইংরেজ পুরুষ ও মহিলার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ হয়েছে এসব বক্তৃতার ফলে।

আমি হাদীস ও বাইবেল পড়া আরম্ভ করেছি। আল্লাহ্ তাআলা আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি বৃদ্ধি করুন যেন তাঁর সেবা করতে পারি।

(৪) ৪ঠা নভেম্বের ১৯২০: গতকাল সন্ধ্যের সময় হাইড পার্কে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে কয়েকজন খ্রিষ্টান প্রশ্ন আরম্ভ করল। যথা, আপনি বিংশ শতাব্দীতে এখানে আমাদেরকে মিথ্যা ধর্ম ইসলাম শিক্ষা দিতে এসেছেন। মোহাম্মদ মিথ্যা নবী ছিলেন। ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হয় তবে মুসলমানদের এত দুর্দশা কেন? আমার উত্তর –সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে সত্য কখনো মিথ্যা হয় না। তোমরা বিজ্ঞানে এত উন্নতি করেও বিনা যুক্তিতে অন্ধের মত মানুষকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস কর। আর বল-তিন ঈশ্বর, আবার সেই তিনে এক। সোজাসুজি এক ঈশ্বর বল না কেন? যেমন মহাত্মা যীশু (আ.) শিক্ষা দিয়েছিলেন? তোমরা ঈসা (আ.) এর উপদেশকে বিকৃত করেছ। তাই আমরা ঈসা (আ.), মূসা (আ.) ইত্যাদি সমস্ত নবীর এক সনাতন ধর্ম যা মোহাম্মদ (সা.) শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাই প্রচার করতে এসেছি। ভন্ডের কোন কাজ টেকেনা। একজন এমন একটি ধর্ম দিলেন যা তেরশো বছর চলে আসছে এবং পৃথিবীর সকল স্থানের লোক মানছে। এটি কি করে হতে পারে? মুসলমানদের এ দুর্দশা তাদের নিজেদের দোষে, ধর্মের দোষে নয়। তোমরা বল খ্রিষ্টান ধর্ম বেশ ভাল, তবে খ্রিষ্টানদের মধ্যে এত বদলোক কেন? অত:পর আব্দুর রহিম নাইয়ার সাহেব বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

(৫) ৭ই নভেম্বর ১৯২০ : আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় আমার বক্তৃতা "ইসলামের সৌন্দর্য্য" সম্বন্ধে হয়েছিলো। হল ভরা লোক ছিলো। মোটের উপর ভালই হয়েছিলো। শ্রোতাদের উপর বক্তৃতার বেশ আছর বা প্রভাব পড়েছিলো বলে বোধ হয়। বক্তৃতার পর শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে অনুরোধ করা হয়। কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না। একজন খ্রিষ্টান মহিলা ঈসা (আ.) খোদা হওয়ার সম্বন্ধে বাইবেল থেকে একটি বচন উদ্ধৃতি করে শোনালেন। তার উত্তর এই দেয়া হলো, ঈসা (আ.) নিজেকে মানবপুত্র যদি একশোবার বলেছেন তবে খোদার পুত্র বিশ বার বলেছেন। কোনটা সত্য?.....শেষে চৌধুরী সাইয়াল সাহেব শেষ মীমাংসার জন্য এই চ্যালেঞ্জ দিলেন যে দু'টি রোগী নাও। হে খ্রিষ্টানগণ তোমরা দোয়া কর, আমরাও দোয়া করি। দেখ আল্লাহ্ তাআলা কার দোয়া কবুল করেন। মহিলাটি শেষে বলেছিলেন যে, আজ থেকে খ্রিষ্টান ধর্মে তার বিশ্বাস শিথিল হলো। মি: গর্ডন নামক শিক্ষিত ইংরেজ ইসলামের খুব নিকটবর্তী বোধ হয়।

(৬) ৮ই নভেম্বর ১৯২০ : গতকাল মি: ফিশার (মুসলমানী নাম ওসমান এফেন্দি) বয়াত করলেন। একে নিয়ে এ সপ্তাহে চার জন বয়াত করলেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

(৭) ১৮ নভেম্বর ১৯২০ : গতকাল সন্ধ্যের সময় মিসেস ডেলুমিয়া নাম্নী নবদীক্ষিতা ইংরেজ মহিলার সঙ্গে বাসা থেকে রওয়ানা হয়ে .....হাইড পার্কে বক্তৃতাস্থলে গিয়েছিলাম। .....পার্কে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। বহু লোক জমা হয়েছিলো। .....

(৮) ২৯ নভেম্বর.....গতকাল সভায় আমি সভাপতি ছিলাম। 'মুহাম্মদ (সা.) সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ' এই সম্বন্ধে নাইয়ার সাহেব বক্তৃতা করেছিলেন। গতকাল প্রাতে: হাইড পার্কে আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। বক্তৃতা সংক্ষেপে ছিলো বটে, কিন্তু অনেকে পছন্দ করেছিলো।

(চলবে)

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল **'ইসলামে একক নেতৃত্ব অপরিহার্য'** পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

ইসলামে একক নেতৃত্বের অপরিহার্যতা

সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই যখন আল্লাহ্ তাআলা সিদ্ধান্ত নিলেন পূর্ণ মানব হিসেবে হযরত আদম (আ.)কে মনোনয়ন দিবেন ঠিক তখনই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল একক নেতৃত্বের। কেননা সেখানে আল্লাহ্ তাআলা শুধু মাত্র আদমকে খলীফা বা নেতা না বানিয়ে আরো একাধিক জনকে বা সমগ্র মানবকূলকে সর্বদা এক গন্ডিতে বা এক ছায়াতলে একত্রিত রাখার পরিকল্পনা করেন। আর অবশ্যই মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ইসলামেও তার ব্যতিক্রম হয়নি বা এখনও পর্যন্ত হচ্ছে না কেননা একক নেতৃত্ব যে স্বয়ং খোদা তাআলা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শ্রেষ্ঠ রাসূল ও আমাদের নেতা নবী আকরাম (সা.) ছিলেন ইসলাম ধর্মের এক-অদ্বিতীয় নেতা। ইসলামের সেই যুগে তিনি ছিলেন মুসলমানদের ছায়ার আশ্রয়, যখন কোন বিপদাবলী সামনে আসতো রাসূল পাক (সা.) তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে সেগুলোর মোকাবেলা করতেন। তিনি নেতৃত্বে যেমন ছিলেন কঠিন ও অবিচল তেমনি তাঁর প্রজ্ঞা দেখেও আমরা অভিভূত হই। ইসলামের সেই যুগে কিন্তু আমরা প্রতিটি ধাপে আমাদের রাসূল (সা.) এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেখেছি। শুধুমাত্র যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সময় একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল তাই নয়, তিনি (সা.) মারা গেলেন কিন্তু রেখে গেলেন ঐশী নেয়ামত অর্থাৎ খিলাফত। তাঁর খোলাফায়ে রাশেদিনদের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা কতই না সুন্দর নেতৃত্ব লক্ষ্য করি। তাঁদের নেতৃত্বের ফলে ইসলাম ছড়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। তখন খলীফাগণ ইসলামের একক নেতৃত্বের মডেল স্থাপন করে গেছেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী বিষয়টি হলো, আগমনকারী প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) এসেছেন চৌদ্দশত বছর পূর্বে ভেঙ্গে যাওয়া একক নেতৃত্বকে ফিরিয়ে আনতে। পৃথিবীর মুসলিমরা আজকে সকলে একক নেতৃত্বের অভাববোধ করে। এ কারণে তারা অন্য জাতি কর্তৃক নিপিড়ীত। হায়! তাদেরও যদি আমাদের ন্যায় ঐশী একক নেতা থাকতো। সেই দিক থেকে আমরা তথা আহমদীরা অনেক সৌভাগ্যবান, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দিয়েছেন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। দুর্যোগ, অশান্তি, অবমাননা, অন্যায়, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের খলীফা পৃথিবীর সকলকে নসিহত করে থাকেন। হায়! তাঁরা যদি এই খলীফার ছায়াতলে আসতো তবে কতই না ভালো হতো। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আদেশ করেছেন, 'তোমরা মুসলমানদের ঐশী জামাত ও এদের ইমামকে আঁকড়ে ধর (বুখারী শরীফ)। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে তাঁর নিজ ছায়াতলে একত্রিত হওয়ার পরম সৌভাগ্য দান করুন! আমীন।

মুয়াযযেম আহমদ সানী, উথলী

ঐক্য প্রতিষ্ঠাই ইসলামের একক নেতৃত্বের লক্ষ্য

সবাই যেন এক নেতৃত্বের অধীনে থেকে জীবন পরিচালিত করে এটাই খোদা তাআলার ইচ্ছা, আর এ লক্ষ্যেই তিনি নবী রাসূলদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ জীব মানবজাতির সংশোধনের জন্য। মুসলমানদের মাঝে আজ নেই ইসলামের প্রকৃত আদর্শ। মুসলমান শুধু আজ নামে আর লেবাসেই বিদ্যমান। সমগ্র বিশ্বে আজ মুসলমাদের যে অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মতের কাম্য ছিলনা। মুসলমানেরা আজ শত দলে বিভক্ত তাদের মাঝে নেই কোন ঐশী ইমাম বা নেতা তাই অধ:পতিত মুসলমানরা আজ খোদার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। আর এজন্যই মুসলমানরা সারা বিশ্বে অপমানিত ও লাঞ্চিত হচ্ছে।

আজ আমরা সমস্ত জগতকে বলছি, যদি পৃথিবীতে একক ও আন্তর্জাতিক কোন নেতা বা খোদার কোন প্রতিনিধি থাকে তাহলে তা শুধু জামাতে আহমদীয়ার আছে। অন্য কোন দল বা সংগঠন এই দাবী করতে পারবে না যে তাদের মাঝে সর্বজন স্বীকৃত কোন একক নেতৃত্ব রয়েছে। হযরত রাসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহ্ তাআলা যথা সময়ে এ উম্মতের সংস্কারের জন্য হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)কে ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তার মৃত্যুর পর সংস্কারের কার্যক্রমকে পরিচালনা করার জন্য স্বয়ং খোদা তাআলার ইচ্ছায় আহমদীয়া জামাতে খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। সারা বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশের আহমদী সদস্যরা এক খলীফার নেতৃত্বে আছেন। যার ফলে তাদের মাঝে নেই কোন ঝগড়া-বিবাদ। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ঐশী ইমাম যিনি আছেন খোদা তাআলা করুন সবাই যেন তাঁর আনুগত্য স্বীকর করে অবক্ষয় থেকে রক্ষা পান।

আহমদ উজ্জ্বল, ঘাটুরা

যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে মুক্তি পেতে একক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে যে হানাহানি, মারামারি বা যুদ্ধ চলছে তা শুধু নেতৃত্বের অভাবে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় নেতা যার উদাহরণ কারো সাথে দেওয়া যায় না এবং কখনো দেওয়া সম্ভবও নয়। তাঁর (সা.) মৃত্যুর পর খলীফারা (রা.) যেরূপ নেতৃত্ব প্রধান করেছেন মুসলমানদের মধ্যে তা ছিল অসাধারণ। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর মুসলমানরা একক নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলে যার ফলে তাদের মধ্যে শুরু হয় হানাহানি আর দলাদলি।

ইসলামে একক নেতৃত্বের এই দুর অবস্থার পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রতিষ্ঠা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত এবং তিনি (আ.) আহমদীদেরকে দেন সঠিক নেতৃত্ব। আর তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফত ব্যবস্থা জারী হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা যে সময় যে আহ্বান করছেন তা সবাই এক সুরে মেনে নিচ্ছে এবং তা পালন করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকছেন। আর বিশ্বে কেবল এক নেতা বিদ্যমান রয়েছে আহমদীয়া মুসলিম জামাতেই। আজ এই জামাত ১০০ বছরেরও বেশী সময় পার করেছে শুধু মাত্র এক নেতার নেতৃত্বে। এরকম কোন দল বা জাতি কি আছে যে একক নেতৃত্ব প্রদান করে এতদিন ঠিক থেকেছে না নেই এবং কোন দিন পারবেও না কারণ আহমদীয়াতের নেতৃত্ব খোদা তাআলা কর্তৃক মনোনীত। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলমানরা যে বিশৃংখলা তৈরী করছে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে একক নেতৃত্বের পথ অনুসরণ করা। আর এ যুদ্ধ কলহ ফিতনা ফাসাদ হতে যদি মুসলমানরা তথা সারা বিশ্বের মানুষ রক্ষা চায় তাহলে তাদের জন্য ইসলামে এক জন নেতাই যথেষ্ট। আর এই একক নেতৃত্বের ভিত্তি শুধু আহমদীয়াতের মধ্যেই রয়েছে। তাই আজ ইসলামের এই দূর অবস্থা হতে ফিরে যেতে হলে ইসলামে একক নেতৃত্ব অপরিহার্য। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে যুগ খলীফার ডাক শুনা ও মানার তৌফিক দিন।

ইব্রাহীম আহমদ (মামুন), ঘাটুরা

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পতাকাতলে সমগ্র বিশ্বকে একত্রিত করতে হলে একক নেতৃত্ব অপরিহার্য

আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে তার বিবেক ও ভালমন্দ কাজ করার স্বাধীনতা দিয়ে ছিড়ে দেননি। রহমান আল্লাহ্ তাকে তার পতনের হাত থেকে রক্ষারও ব্যবস্থা করেছেন। সভ্যতার ঊষালগ্নে তথা আদম (আ.) এর যুগ থেকেই আমরা আল্লাহ্‌র এই ব্যবস্থা ও রূপরেখা কার্যকর দেখতে পাই। আদম (আ.) এর যুগ থেকেই আল্লাহ্ ঐশী নেতৃত্বের মাধ্যমে পথ নির্দেশনা দান করে আসছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ ধর্মকে পূর্ণতা দান করেছেন।

আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে বর্তমানে পঞ্চম খলীফার যুগ চলছে। পৃথিবীর দুইশতের অধিক দেশের আহমদীরা আজ এক ঐশী নেতার নির্দেশে উঠছে বসছে। এটা সম্ভব হয়েছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এবং তাঁর অভিপ্রায়ে। মানুষের দ্বারা যদি তা সম্ভব হত তবে এতদিনে গোটা মুসলিম বিশ্ব মিলে একজন নেতা বানিয়ে নিতে পারতো আর তখন তাদের এত লাঞ্ছনাও পোহাতে হত না। তাদের এ ব্যাপারে চিন্তা করার অবসর আছে কি? ইসলামি শিক্ষায় কোন কাজই নেতৃত্ব বিহীন নয়। মুখে আমরা যতই খাতামান নবীঈন (সা.)-এর অনসারী বলে স্লোগান দেই না কেন যদি ঐশী একক নেতৃত্বে তথা খিলাফতের অধীনে নিজেকে সমর্পন না করি তবে আমাদের এসব দাবী ও স্লোগান শুধু মুখের কথাই থেকে যাবে। অতএব ভেবে দেখুন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পতাকাতলে সমগ্র বিশ্বকে একত্রিত করতে হলে আগে নিজেদেকে একত্রিত করতে হবে এবং এই কারণেই ইসলামে একক নেতৃত্ব তথা খিলাফত অপরিহার্য। আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের শুভ বুদ্ধি দান করুন, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে খিলাফতের অধীনে আশ্রয় দান করুন।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

খিলাফত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের মাধ্যম

খিলাফত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের মহান মাধ্যম। আসলে খিলাফতের রজ্জু ছাড়া আধ্যাত্মিকতার চরম শিকরে পৌঁছা কোন মতেই সম্ভব নয়। কারণ, যে জাতির কোন নেতা নেই সেই জাতি কিভাবে পারবে খোদার নৈকট্য অর্জন করতে? খোদার নৈকট্য অর্জন করতে হলে তো একতা আবশ্যক। আমরা হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনের দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব ইসলামের বিজয় এনে দিয়েছিল কেবল একক নেতৃত্বের কারণেই। একক নেতার প্রতি সাহাবাদের প্রবল আনুগত্যই হাজার হাজার মুশরিকদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করার প্রধান কারণ ছিল।

হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পরও আমরা একক ইসলামী খলীফার নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্ব পরিচালিত হতে দেখেছি। আর একক খলীফার আনুগত্যের ফলেই সাহাবীরা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পেরেছিলেন এবং আধ্যাত্মিকতার দিক থেকেও তাদের মান ছিল প্রথম শ্রেণীর। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় কোন জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে খলীফার প্রয়োজন সর্বপ্রথম। ঐশী ইমামের অধিন ছাড়া দোয়া করলে সেই দোয়া খোদার দরবারে গৃহিত হয় কম, খলীফা হল দোয়া কবুলিয়্যতের চাবি কাঠি। খিলাফত আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের মাধ্যম। এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)- বলেন, আমার মতে ইসলামে এই বিষয়টি একাংশের প্রাণ স্বরূপ। ধর্মের ব্যবহারিক দিক নানাভাবে বিভক্ত। ধর্মের যে অংশের সাথে এই বিষয়টির সম্বন্ধ, তা হলো জাতির একতা। কোন জামাত, কোন জাতি, ঐ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত একাকার রূপে তাতে ঐক্য পাওয়া না যায়। মহান খোদা তাআলা আমাদের সবাইকে আহমদীয়া খলীফার অধিনে থেকে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী, তেজগাঁও, ঢাকা

খিলাফত ব্যবস্থাই পারে মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে

পবিত্র কুরআন এবং হাদীস থেকে যানা যায় যে, নবুওয়াতের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত ব্যবস্থা চালু হবে মু'মিনদেরকে শক্তিশালী ও একতাবদ্ধ করতে এবং সমগ্র বিশ্বে ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে বিজয় দান করতে। আজ এই বিশ্বে বর্তমানে এত মারামারি, হানাহানি, যুদ্ধসহ যত প্রকার বিশৃঙ্খলা তা কেবল খিলাফত না থাকার ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলামের খলীফা মুসলমান ও অমুসলমানের লিখিত ভোটে নির্বাচিত হন না। কেবলমাত্র মু'মিনগণের বয়আতের বা আনুগত্যের অঙ্গীকারের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। আল্লাহ্ তাআলার ঐশী ব্যবস্থা হল এই খিলাফত। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মনোনীত নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন যার চরম বিকাশ বর্তমান যুগে "নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত"।

যে কোন স্থানেই হউক তিনজন ব্যক্তির উপস্থিতিতে এদের মধ্যে একজনকে নেতা বানানো উচিত নেতৃত্ব দেবার জন্য। কারণ নেতা বিহীন কোন দল, গোষ্ঠী বা সংগঠন চলতেই পারে না। বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানদের জন্য খিলাফতই ঐক্যের একমাত্র পথ বা ব্যবস্থা। খিলাফতের ছত্রছায়া ব্যতিরেকে মুসলমানরা কোন মতেই একতা, শৃংখলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। একমাত্র খিলাফত ব্যবস্থাপনাই পারে মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে। বর্তমান পৃথিবীর ১৫০ কোটি মুসলমানদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার মত কোন ঐশী নেতা নাই।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইসলাম ধর্মের বহু ফেরকার মধ্যে একটি ফেরকা। কুরআন ও হাদীস মোতাবেক "খিলাফত আলা মিন হাজিন্ নবুওয়াত"-এর পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা আহমদীয়া জামাতে বিদ্যমান আছে। ১৯০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হযরত মসীহ্ মাহ্‌দী (আ.)-এর ওফাতের পর বর্তমান পর্যন্ত শত বছরের অধিক অতিবাহিত হয়েছে, বর্তমানে পঞ্চম খিলাফত কাল চলছে। এই জামাতের খিলাফত সত্যিকার অর্থে ঐশী-খিলাফত। খিলাফত কেউ ইচ্ছা করলেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। এই দায়িত্ব স্বয়ং খোদার উপর। ইসলাম ধর্মে একক নেতৃত্বের প্রয়োজন অতিব্যপক এবং এই খলীফার হুকুম মানার মধ্যেই দু'জাহানের মুক্তির পথ রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত আলেম-ওলামাদের এবং সকলের শুভ বুদ্ধি দান করুন এবং এই ঐশী খিলাফতের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেবার তৌফিক দিন।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**। এবারের পাঠক কলামের বিষয় **'ইসলামে সালামের গুরুত্ব '**।

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে। লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ মে, ২০১২-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী

(পাঠক কলাম)

৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

সংবাদ

নবপ্রাণের উচ্ছাসে সঞ্জীবিত হলো-ক্রোড়া জামাত সীরতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

বাংলাদেশের আহমদীয়াতের অগ্রদূত সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ (র.) সাহেব ও বহুভাষাবিদ পন্ডিত মৌলভী হায়দার আলী ভূঞা সাহেবের পুণ্যভূমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রাচীনতম জামাত ক্রোড়ায় গত ২০ এপ্রিল ২০১২ শুক্রবার অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও সারম্ভরে উদযাপিত হলো সীরাতুন নবী (সা.) জলসা। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান এর সভাপতিত্বে বাদ জুমুআ সিবগাতুর রহমান মুকুল এর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও মনির আহমদ ভূঞার উর্দু নযম পরিবেশন এবং ন্যাশনাল আমীর-এর দোয়ার মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর বলেন সীরাতুন নবী (সা.) সম্পর্কে বিষদ জানতে হলে 'নবী নেতা মোহাম্মদ (সা.), 'Seal of Prophet' সহ ইত্যাদি বই পড়তে হবে। তিনি বলেন, আমাদেরকে জ্ঞান অর্জনের জন্য বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ইউরোপের ট্রেন কিংবা বাসে এক ঘন্টার ভ্রমণে গেলেও দেখা যায়, তাদের অন্ততঃ ৫০% মানুষ ব্যাগ থেকে বই বের করে পড়তে থাকে। বাংলাদেশ আহমদীয়াতের শতবার্ষিকী উপলক্ষে হুযূর (আই.) এর পক্ষ থেকে একটি 'স্মারক মসজিদ' নির্মাণ হবে। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত স্মারক মসজিদ ক্রোড়ায় হওয়ার ঘোষণা দেওয়ায় সকলের মাঝে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে। ক্রোড়া জামাত এবং এ জামাতের শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও হৃদয়ে নব উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

এর পর 'রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শ' বিষয়ে আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এরই মাঝে ক্রোড়া জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী এনামুল হক ইন্টু একটি বাংলা নযম পরিবেশন করেন। তারপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন বিষয়ে মওলানা নওশাদ আহমদ, মোবাশ্বের মুরব্বী বক্তব্য রাখেন। নায়েব ন্যাশনাল আমীর ৪ জনাব আবুল খায়ের, জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ক্রোড়ার প্রেসিডেন্ট জনাব গাজী মাজহারুল খোকন, এমটিএ কর্মী, আখাউড়া, বিষ্ণুপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঘাটুরা, তারুয়া, ফতুল্লা, অম্বরনগর, গয়ের আহমদীসহ প্রায় পাঁচ শতাধিক নারী-পুরুষ এ মহতী সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় উপস্থিত ছিলেন। শেষে মেহমানদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নত্তোরপর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। এরপর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর এবং তাঁর সফর সঙ্গীগণ 'স্মারক মসজিদ'-এর স্থান পরিদর্শন করেন।

আফজালুর রহমান রিপন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ০৯/০৩/২০১২ রোজ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসার সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তানিয়া আশা। দোয়া পরিচালনা ও আহাদ পাঠ করেন সভানেত্রী। হাদীস পড়ে শুনান কোরায়শা মাজেদ। এরপর নযম পেশ করেন তাহেরা মাজেদ রাফা। অনুষ্ঠানে নারী জাতির প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর করুনা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন রোকশানা মঞ্জুর। এরপর বক্তব্য রাখেন সভানেত্রী। সবশেষে দীনা নাসরীন মোফাত্তিস খুলনা অঞ্চল লাজনা বোনদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। অবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ২৭ জন বোন উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা মঞ্জুর

তরবিয়তী সভা ও দরসে কুরআন অনুষ্ঠান

গত ০৬/০৪/২০১২ রোজ শুক্রবার বিকাল ৫ ঘটিকায় মরহুম তাজেদুল ইসলামের বাসায় একটি তরবিয়তী সভা ও দরসে কুরআন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠান জনাব আবুল হাসেম বিপি প্রেসিডেন্ট ফতুল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন পবিত্র কুরআন মজিদ থেকে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন। এরপর তরবিয়তী বক্তৃতা সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করেন সর্বজনাব মোবাশ্বের আহমদ, মুসলিম উদ্দিন আহমদ, ফরিদ আহমদ, সামসুদ্দিন আহমদ ও সভাপতি। দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়। এই অনুষ্ঠানে ২ জন জেরে তবলীগ মেহমানসহ ৩১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে সকলেই MTA -তে হুযূর (আই.)-এর খুতবা শোনেন।

বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী পালন

গত ২০ এপ্রিল ২০১২ রোজ শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ফতুল্লার উদ্যোগে এক ওয়াকারে আমল ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন করা হয়। উক্ত কর্মসূচী মোতাবেক সকাল ৭-৩০ মিনিট হতে বেলা ১১টা পর্যন্ত ফতুল্লা মসজিদ কমপ্লেক্স পরিষ্কার এবং বিভিন্ন গাছের চারা রোপন করা হয়। এতে মসজিদ কমপ্লেক্সের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কর্মসূচীতে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও কায়েদসহ সর্বমোট ১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

নাসেরাত দিবস পালিত

নাসেরাতুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে গত ২রা মার্চ ২০১২ রোজ শুক্রবার ৭ম নাসেরাত দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ঐদিন নাসেরাতদের দেয়ালিকা "আল মাশরেক" এর ৭ম সংখ্যা উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় মুরব্বী সিলসিলা মওলানা আব্দুল মতিন। এছাড়া তিনি নাসেরাতদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন। নাসেরাত দিবসে নাসেরাতদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সানজিদা সারমিন

হেলেঞ্চাকুড়িতে সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান প্রদর্শন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত হেলেঞ্চাকুড়ি-এর উদ্যোগে গত ২৯ মার্চ হতে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত একটানা চারদিন রাত ৮টা হতে ১০টা ২ ঘন্টার অনুষ্ঠান সত্যের সন্ধানে অত্যন্ত উৎসব মুখর পরিবেশে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিদিন গড়ে ৬০ জন আহমদী ও ২৫ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন। এলাকার গণ্যমান্য মুসলমান ও হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের মধ্য হতে প্রশ্ন করা হয়।

শাহ্ আলম খান

এমটিএ-এর মাধ্যমে সরাসরি সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান প্রদর্শন

এমটিএ-এর মাধ্যমে সরাসরি সত্যের সন্ধানে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার ৭টি ডিস এন্টেনার মাধ্যমে আঞ্জুমানসহ ২২টি বাসায় এ অনুষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও জেরে তবলীগ ভাইদের উক্ত অনুষ্ঠান দেখানোর জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত খুলনার গড়ে ৮৮ জন সদস্য প্রতিদিন উক্ত অনুষ্ঠান দেখেন এবং গড়ে ৫ জন জেরে তবলীগ মেহমান উক্ত অনুষ্ঠান দেখেন।

এন, এন, শাহীন আহমদ

বিভিন্ন জামাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস অনুষ্ঠিত

ঢাকা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকার উদ্যোগে গত ২৩ মার্চ ২০১২, রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ বিকেল ৩-৩০ মিনিট থেকে দারুত তবলীগ প্রাঙ্গন, ৪নং বকশীবাজার ঢাকায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে একটি বিশেষ জলসার আয়োজন করা হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব বশির উদ্দিন আহমদ। দোয়া পরিচালনা করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত উর্দু নযম পরিবেশন করেন জাকির হোসেন।

বক্তৃতা পর্বে 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালনের তাৎপর্য, এ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন লেঃ কঃ (অব.) অধ্যক্ষ জাফর আহমদ। অত:পর বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবনাদর্শ এবং ইসলামের পুন:জাগরণে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অবদান" এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। তিনি বলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ, তিনি এ যুগে জীবন্ত খোদার নিদর্শন উপস্থাপন করেছেন এবং জীবন্ত ধর্ম ইসলামের প্রতি বিশ্বমানবতাকে আহ্বান করেছেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহতরম অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী বলেন, জগতে মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা ও আদর্শ তথা ইসলামকে পুন:প্রতিষ্ঠা করাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমনের উদ্দেশ্য। সভাপতির ভাষণে মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা, জামাতের সদস্যদের শৃংখলা ও আনুগত্যের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানান। অত:পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৯৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বশীর উদ্দিন আহমদ

ঘাটুরা

গত ২৫/০৩/২০১২ রবিবার বাদ মাগরিব স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আহমদ উজ্জ্বল। উর্দু নযম পাঠ করেন এস, এম, নাদিম। হযরত মসীহ্ মাওউদ দিবস পালনের তাৎপর্য, কর্মময় জীবনের দিক, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন, সর্বজনাব এস, এম, হাবীব উল্লাহ্, মৌ. এনামুল হক রনী এবং মোহাম্মদ মুছা মিয়া। বাংলা নযম পাঠ করেন এস, এম, সানাউল্লাহ্। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মজিবর রহমান লস্কর

শাহবাজপুর

গত ১৩/০৪/২০১২ তারিখ বাদ জুমুআ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা জেলা মজলিসের তত্ত্বাবধানে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শাহবাজপুরের সহযোগিতায় খোদ্দামুল আহমদীয়া শাহবাজপুরের ব্যানারে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা জেলার জেলা মোহাসেব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ এর সভাপতিত্বে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কায়েদ সজিব আহমদ। এরপর বাংলা নযম পরিবেশন করেন নাসের আহমদ দোলন। দিবসটির গুরুত্বের উপর আলোচনা করেন মৌ. মোজাম্মেল হক এবং প্রধান অতিথি প্রেসিডেন্ট, শাহবাজপুর। সবশেষে সভাপতি দিবসটির বিভিন্ন আঙ্গিকে এর গুরুত্ব এবং বর্তমান সময়ে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়।

সজিব আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ পুরুলিয়া

গত ২৩ মার্চ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস জাঁকজমকভাবে পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ, পুরুলিয়া। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মরিয়ম সিদ্দিকা সেতু। নযম পরিবেশন করেন অনামিকা আক্তার লতা। মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসটির বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন-ময়না বেগম, সীমা আক্তার, শাহনাজ আক্তার মালা। এতে উপস্থিত ছিলেন ২৩ জন।

শাহনাজ আক্তার

মহারাজপুর

গত ২৩ মার্চ ২০১২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে এবং শিমুল আহমদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়। মহারাজপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত সভায় নযম পাঠ করেন আল ফরহাদ। এতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, মৌ. শামীম আহমদ, মওলানা আব্দুল হাই, শফিউল আলম রেজা, এনামুল হক সরকার প্রমুখগণ। বক্তাগণ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা এবং আদর্শ সমাজ গঠনে আহমদীয়া জামাত কি ভূমিকা প্রদান করে চলেছে তা আলোচনায় বলেন, বর্তমান সময়ে পথভ্রান্ত মানুষকে পথে ফিরিয়ে দিতে এবং আদর্শ সমাজ শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠন করতে আহমদীয়াতের বিকল্প নেই। তাই আহমদীয়াতের সত্যিকার শিক্ষা ও আদর্শ নিজেরা ধারণ করতে হবে। এই অনুষ্ঠানে ৪৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মনসুর আহমদ

কুমিল্লা

গত ২৩/০২/২০১২ স্থানীয় জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব ইয়াকুব লস্কর এর সভাপতিত্বে মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জামাল উদ্দিন। নযম পাঠ করেন সোহাগ আহমদ। বক্তৃতার শুরুতে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সম্পর্কে আলোচনা করেন ছাবিল আহমদ। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর ইলহামের পূর্ণতা সম্পর্কে আলোচনা করেন মনিরুল কবির, শান্ত আহমদ এবং মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

বিষ্ণুপুর

গত ২৩ মার্চ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিষ্ণুপুরের উদ্যোগে বাদ জুমুআ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করে মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন মৌ. আব্দুল হাকিম, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ এবং আমীর মাহমুদ ভূইয়া। এতে মোট ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

আব্দুল হাকিম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ২৭ মার্চ ২০১২ রোজ মঙ্গলবার উত্তর আহমদী পাড়াস্থ জনাব কবীর আহমদের বাড়ীতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় লাজনা প্রেসিডেন্ট শামীমা আক্তার লিলির সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন অনামিকা আহমদ চৈতি, উর্দু নযম পরিবেশন করেন শামীমা আক্তার। বক্তৃতা পর্বে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জিবনীসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ঝুমা আহমদ এবং মাকসুদা ফরুক। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জাহানারা বেগম। উক্ত অনুষ্ঠানে ৯৫ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ করা হয়।

নাসিমা আসাদ

নারায়ণগঞ্জ

গত ২৩ মার্চ ২০১২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস ও তবলীগ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় আমীর জনাব মঈন উদ্দিন আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় পবিত্র কুরআন পাঠ করেন আক্তার হোসেন এবং নযম আবৃত্তি করেন সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। অত:পর বক্তৃতা পর্বে ২৩ মার্চের তাৎপর্য, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর দাবীর সত্যতা, তবলীগের ক্ষেত্রে খোদ্দামদের করনীয় ইত্যাদী বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন হাফেজ মৌ. আবুল খায়ের, মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ, আবু জাকির আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। সভাপতির ভাষণে স্থানীয় আমীর, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে ইসলাম ও আহমদীয়াতের একনিষ্ঠ সেবক হওয়ার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে প্রশ্ন উত্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪০ জন জেরে তবলীগ মেহমানসহ প্রায় ২৫০ জন দর্শক শ্রোতা উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ করা হয়।

কমর উদ্দিন আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ ঢাকা

গত ৩০.০৩.২০১২ তারিখে দারুত তবলীগ মসজিদে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপিত হয়। জেনারেল সেক্রেটারী ফারজানা শহীদের পরিচালনায় তানজিম আক্তারের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার প্রেসিডেন্ট সেলিনা তবশির উদ্বোধনী দোয়া ও শুভেচ্ছা বক্তৃতা প্রদান করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিষয়ক হাদীস পাঠ করে শোনান আমাতুল হাই তামান্না। মলফুযাত পাঠ করেন গুল জান্নাত। নযম পরিবেশন করেন শাহীনা সোহেলী। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন রওশন জাহান। সামিহা নুদার সামিয়া চৌধুরী ও সাদিয়া মাহবুব নযম পরিবেশন করেন। ইসলাম প্রচারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভূমিকা এ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন রহিমা জাকির। অনুষ্ঠানে ২২৭ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

শাহজাদী রোকেয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রাম

গত ৩০/০৩/২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন তালাত মেহতাব। হাদীস পাঠ করে শুনান নুজহাত হাসিনা এবং নযম পাঠ করেন সারা সাঈদ। বক্তৃতা পর্বে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমনের সত্যতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন তাহেরা মজীদ, আমাতুন নাজিম, লিজা আক্তার, বিলকিস বেগম। অনুষ্ঠানে ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

রোকশানা বেগম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ কুমিল্লা

গত ৩০ মার্চ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ কুমিল্লায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। এ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, কুমিল্লা। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ফারহানা আক্তার এবং নযম পেশ করেন শারমিন আক্তার। এরপর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে নাসিমা আক্তার, রাবেয়া হক, আমাতুল মজিদ এবং শারমিন আক্তার। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানে ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

আমাতুল মজিদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়া

গত ২৭/০৩/২০১২ রোজ মঙ্গলবার বেলা ৩ ঘটিকায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়ার উদ্যোগে নার্গিস আক্তার প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে এজাজ আহমদের বাড়ীতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন নাজমা আহমদ ও নযম পাঠ করেন ইভা বেগম। তারপর ২৩ মার্চ ও মসীহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন পর্যায়ক্রমে শামসুন্নাহার কল্পনা, নাজমা আহমদ, নাদিরা বেগম, হাফিয়া বেগম। পরিশেষে সভানেত্রীর মূল্যবান ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

নার্গিস আক্তার

আহমদনগর

গত ২৪/০৩/২০১২ বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর জামাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন আহমদনগর জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ তাহের যুগোল। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব জিয়াউল হক, রেজাউল করীম, আলহাজ্জ তাহের আহমদ, স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. আব্দুস সালাম, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এস, এম, ইব্রাহীম। পরিশেষে সভাপতির বক্তৃতার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি ঘটে। এতে ১১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

আনোয়ার আলী ইমরান

চরসিন্ধুর

গত ২৩ মার্চ ২০১২ আহমদীয়া মুসলিম জামাত চরসিন্দুরের উদ্যোগে বাদ জুমুআ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব ফরিদ আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ইমরান আহমদ। নযম পাঠ করেন মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক। এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রাসূল প্রেম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর সত্যতা বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা দেন সর্বজনাব আফজাল হোসেন ভূইয়া, ইমরান আহমদ, মৌ. এস এম মাহমুদুল হক, বশির আহমদ। বাংলা নযম পরিবেশন করেন তাহের আহমদ (প্রান্ত)। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন শহীদ আহমদ। সবশেষে সভাপতির ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের সমাপ্তি হয়।

এস এম মাহমুদুল হক

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ২৪/০৩/২০১২ শনিবার বাদ আছর মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস মসজিদ বাইতুল ওয়াহেদে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন শাহ্‌জাদা খান। নযম উর্দু ও বাংলা পঠ করেন যথাক্রমে আতাই রাব্বি ও কওসার আহমদ মঞ্জুর। দিবসটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব শেখ সাদী, আলমগীর কলিন, মওলানা নওশাদ আহমদ, মোস্তাক আহমদ খন্দকার। সবশেষে সভাপতি দিবসটির গুরুত্বসহ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২০৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর

গত ২৬/০৩/২০১২ রোজ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন বিলকিস তাহের, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন নাজিয়া সুলতানা, হাদীস পাঠ করেন ইসমত আরা এবং নযম পরিবেশ করেন নুছরত জাহান। এরপর পর্যাক্রমে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর বাল্যজীবনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মিলা পাটোয়ারী, আমাতুল সামী, আফরোজা মতিন এবং নাফিয়া শারমিন। আরবী কাসিদা পাঠ করেন নিলুফা ওয়াহাব। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি ঘটে। এতে ৪৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

তাহেরাবাদ

গত ২৩ মার্চ বাদ জুমুআ তাহেরাবাদ জামাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব ইউনুছ আলী। অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, আসাদুজ্জামান শাহিন, আব্দুর রাজ্জাক, জিন্নাত আলী, মৌ. ফরহাদ হোসেন, আব্দুল খালেক মোল্লা। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন

খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঘড়িলাল

গত ২৩ মার্চ-২০১২ তারিখে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘড়িলালের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসটির সভাপতিত্ব করেন জনাব কে, এম, নজিবুল্যা হুসাইন, নায়েব কায়েদ, ঘড়িলাল। কুরআন তেলাওয়ত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে কার্যক্রম শুরু হয়। এতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কে, এম, নজিবুল্যা হুসাইন

জামালপুর হবিগঞ্জ

গত ২৩ মার্চ ২০১২ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় মসজিদে যথাযোগ্য মর্যাদায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সিয়াম আহমদ চৌধুরী, নযম পরিবেশন করেন রনি আহমদ চৌধুরী। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস সম্পর্কে আলোকপাত করেন সর্বজনাব ডা: রফিক আহমদ চৌধুরী, লিটন আহমদ চৌধুরী, সিয়াম আহমদ চৌধুরী। সবশেষে সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন মৌ. রফিকুল ইসলাম। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এতে ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

রফিকুল ইসলাম

কৃষ্ণনগর

গত ২৩/০৩/২০১২ তারিখ কৃষ্ণনগর জামাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। জনাব আলী আহমদ মাষ্টার এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন ফয়সল আহমদ ও নযম পাঠ করেন ফিরোজ আলম। বক্তৃাত পর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতাসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন সর্বজনাব ফিরোজ আলম, জালাল আহমদ মোল্লা, ডি, এন, মোল্লা এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. ইদ্রিস আহমদ। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শেষ হয়। এতে ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আলী আহমদ মাষ্টার

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমার আম্মা এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার বর্তমান কায়েদ জনাব মুহাম্মদ ইউনুস আলীর নানি, আহমদনগর নিবাসী মিসেস আজিমা খাতুন সাহেবা গত ০৭.০৪.২০১২ তারিখ শনিবার দিবাগত রাত্রি ৮-২০ মিনিটের সময় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৭ বৎসর। মরহুমাকে তার নিজ বাসভবন আহমদনগরে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

মরহুমা অবসরপ্রাপ্ত ওয়াকফে জিন্দেগী মোয়াল্লেম মরহুম মৌলবী নাজাতউল্লাহ্ আহমদ প্রধান এর সহধর্মিনী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত পর্দানশীল, পরহেজগার, ন্যায়পরায়ন, সত্যবাদি, দানশীল ও স্পষ্টভাষী মহিলা ছিলেন। মৃত্যুকালে মরহুমা এক ছেলে, চার কন্যা, ২৮ জন নাতি/নাতনী এবং ১৯ জন পুত/পুতিন সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন।

মরহুমার এক ছেলে ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল ও দুই জামাতা ওয়াকফে জিন্দেগী মোয়াল্লেম হিসেবে বর্তমানে জামাতের খেদমতেকর্মরত আছে। মরহুমার বড় ছেলে মরহুম গোলাম আহমদ প্রধান (মঞ্জু)ও প্রায় ২০ বছর আহমদনগর জামাতের সেক্রেটারী মাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন (তিনি গত ২৭/০৮/২০০৮ ইং সালে ক্যান্সাররোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন)। মরহুমার রূহের মাগফিরাত-এর জন্য এবং মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন মরহুমাকে জান্নাতুল ফেরদৌস-এর উচ্চ মোকাম দান করেন এবং মরহুমার রেখে যাওয়া শোকাহত পরিবারের সকলকে সাবরে জামিল দান করেন সেজন্য সকল আহমদী ভাই ও বোনের নিকট খাস ভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

রফিক আহমদ প্রধান
মরহুমার ছোট ছেলে

বিভিন্ন জামাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস অনুষ্ঠিত

জামালপুর হবিগঞ্জ

গত ২০ ফেব্রুয়ারী/২০১২ তারিখ রোজ সোমবার বাদ মাগরিব স্থানীয় মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন মৌ. রফিকুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত)। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন লিটন আহমদ চৌধুরী। নযম পাঠ করেন সোহাগ আহমদ চৌধুরী। এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনী সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করেন সর্বজনাব সিয়াম আহমদ চৌধুরী, রফি আহমদ, পায়েল আহমদ চৌধুরী এবং সভাপতি। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এতে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

ঢাকা

গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সোমবার বাদ আছর দারুত তবলীগ মসজিদ, ৪নং বকশীবাজার ঢাকায় মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাহাবউদ্দিন আহমদ, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব আব্দুল আজিজ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সালাহ উদ্দিন আহমদ। দোয়া পরিচালনা করেন নায়েব আমীর। উর্দু নযম পরিবেশন করেন মামুন-উর-রশিদ। এতে 'হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কুরআনের একজন অসাধারণ সেবক' এ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। বাংলা নযম পরিবেশন করেন এস, এম, রহমত উল্লাহ্। 'হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর যুগে ইসলাম তথা আহমদীয়াতের অগ্রগতি' এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলা। শেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে প্রায় ৩০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

বশীর উদ্দিন আহমদ

ওয়াকফে জাদীদ দপ্তর হতে :

কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত পত্র নং VM - ০০৩৮২ তারিখ : ০৩-০৪-২০১২ইং

মোহতরম ও মোকাররম,

আমীর সাহেব,

জামাতে আহমদীয়া বাংলাদেশ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ৬ই জানুয়ারী ২০১২ তারিখে ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছর ঘোষণা করার সময় বলেছেন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়কারীগণের মধ্যেও এ বছর আল্লাহ্ তাআলার ফজলে ৯০ হাজার সদস্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ সংখ্যা ৬ লাখ ৯০ হাজার পৌঁছে গেছে। এখনও এটার মধ্যে অনেক সুযোগ রয়েছে। আফ্রিকাবাসীকেও শামিল করা উচিত, এখন উকালতে মাল ইনশাআল্লাহ্ তাদেরকে এ সংখ্যা বৃদ্ধিরও টার্গেট দিয়ে দিবেন"।

এই পর্যন্ত বাংলাদেশ জামাতে ওয়াকফে জাদীদে অংশগ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা ১১,১৭০ জন। হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশনা মোতাবেক কুরবানী কারীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনে ২০১২ সালে বাংলাদেশ জামাতকে ২০,০০০ হাজার লোকের টার্গেট প্রদান করা হচ্ছে।

এই টার্গেট পুরা করার জন্য এখন থেকে নির্ধারিত প্রোগ্রাম প্রস্তুত করে অনুগ্রহ পূর্বক নিজেদের প্রচেষ্টা আরম্ভ করুন। এ ব্যাপারে বর্ণিত ব্যবস্থাপনার সাহায্য সহযোগিতা করাও যথার্থ হবে। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন, আমীন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

এডিশনাল উকিলুল মাল

লন্ডন

উক্ত পত্র মোতাবেক সকল আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবগণের নিকট আমার বিনীত আরজ প্রত্যেক নিজ নিজ জামাতের সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদের মাধ্যমে পুনরায় ওয়াদাকারীর তালিকা তৈয়ার করে আমাদের নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করছি। উল্লেখ্য যে, ওয়াদার পরিমাণ যাই হোক না কেন ওয়াদাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিই আমাদের মূল লক্ষ্য, প্রত্যেক শিশু হতে বৃদ্ধ পর্যন্ত কেউই যাতে বাদ না পড়ে বিশেষ করে নতুন বয়আতকারীগণ। আমরা মনে করি ওয়াদাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট আমাদেরকে উপস্থাপন করার এটা একটি সহজ সুযোগ, এর জন্য প্রত্যেক জামাত সর্বচ্চো প্রচেষ্টা চালাবেন।

শহীদুল ইসলাম বাবুল

সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

মোবাইল : ০১৭১৪০৮৫০৭০।

ওয়াকফে নও সম্মেলন-২০১২

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকার উদ্যোগে গত ১৩/০৪/২০১২ তারিখ রোজ শুক্রবার বকশীবাজারস্থ দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে প্রথমবারের মত ওয়াকফে নও সম্মেলন-২০১২ অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় সকাল ৯-৩০ মিনিটে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, বাংলাদেশ। প্রথমেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। স্বাগত ভাষণ রাখেন জনাব শফিকুল হাকিম আহমদ, সেক্রেটারী, ওয়াকফে নও, ঢাকা। উক্ত সম্মেলনে ওয়াকফে নওদের শিক্ষা ব্যবস্থা, ওয়াকফে নও পিতা-মাতার আদর্শ, কর্মজীবন তৈরী ও ওয়াকফে নওদের জামাতের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়। সম্মেলনে ওয়াকফে নও এবং অভিভাবকসহ ২১৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

আফজাল আহমদ খাদেম

তেজগাঁও জামাতে সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান প্রদর্শন

দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সরাসরি সম্প্রচারিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী এমটিএ চ্যানেলের জনপ্রিয় ধর্মীয় বাংলা অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে'র ১৫তম পর্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত তেজগাঁও-এ চারদিন ব্যাপি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বিশেষভাবে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে একদিন মেহমানদের আমন্ত্রণ করা হয়। এদিনে প্রায় ৩৬জন মেহমান এ অনুষ্ঠান মসজিদে একত্রে বসে দেখেন এবং তারা সবাই 'সত্যের সন্ধানে' অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন। তেজগাঁও জামাতে প্রায় ২৬টি এমটিএ সংযোগ রয়েছে। প্রতিদিনই এ অনুষ্ঠান প্রত্যেক বাসায় উৎসবমুখর পরিবেশে মেহমানদের নিয়ে উপভোগ করেন।

সৈয়দ মহিদুল ইসলাম

১লা বৈশাখে হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর উদ্যোগে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি বিতরণ

নববর্ষে আগত পিপাষার্ত মানুষকে সাহায্যের লক্ষ্যে দিনব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি পয়েন্ট থেকে বিনামূল্যে সুপেয় পানি বিতরণ করেছে হিউম্যানিটি ফার্স্ট,বাংলাদেশ।

বৈশাখের এই প্রখর রোদের দাপটকে পরাজিত করে যারা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে, তাদের জন্যই হিউম্যানিটি ফার্স্ট, বাংলাদেশের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ।

নতুন বছরকে আপন রঙে রাঙাতে প্রতিবছরের মতই এবছরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এসেছেন অগনিত মানুষ। প্রতিবছর গড় হিসাবে এই প্রখড় তাপ এবং দূষিত পানি পানের কারণে অসুস্থ হয়ে পরেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আগত দর্শনার্থীরা। তাই এবছর তাদের সেবার উদ্যেশ্যে মানবতার সেবায় নিয়োজিত হিউম্যানিটি ফার্স্ট এগিয়ে এসেছে। এবছর ২১শে ফেব্রুয়ারী ও ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিসি হিল চট্টগ্রামে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে হিউম্যানিটি ফার্স্ট।

হিউম্যানিটি ফার্স্টের এই কার্যক্রমে বিএসটিআই অনুমোদিত পানি প্রদাণ করে সাহায্য করেছে প্রাণ বেভারেজ লিমিটেড। এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি গুরুত্বপূর্ন পয়েন্টে। এগুলি হল ভি.সি. চত্তর, শিববাড়ি মোড় এবং হাইকোর্টের সামনে। উক্ত কার্যক্রমে দিন ব্যাপী হিউম্যানিটি ফার্স্টের ২৩০ জন সেচ্ছাসেবী কাজ করেছেন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ২১ হাজার লিটার পানি দিয়ে ১,২০,০০০ জনকে বিনামূল্যে সুপেয় পানি খাওয়ানো হয়েছে।

শুধু আত্ম সন্তুষ্টি আনন্দ নয় বরং প্রকৃত আনন্দ রয়েছে মানবের সেবার মাঝে। তাই এই লক্ষ্য নিয়েই হিউম্যানিটি ফার্স্টের কর্মীরা ভোর ৬.৩০ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি বিতরণ করে।

বিভিন্ন স্তরের উৎসুক জনসাধারণের অনেকেই এ ধরনের কর্মসূচীর ভুয়সী প্রশংসা ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে ৫৮১ জন আমাদের মন্তব্য খাতায় লিখিত আকারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই এ ধরনের মহতী উদ্যোগের প্রশংসার পাশাপাশি হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

"ভালবাসা সবার তরে ঘৃনা নয় কারো পরে"- এই শ্লোগান নিয়ে আগামীতেও এরূপ অনুষ্ঠান করে যাবে হিউম্যানিটি ফার্স্ট।

মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন
সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

মরহুম আব্দুল গনির মৃত্যু-পূর্ব কালের একটি অবিস্মরণীয় পত্র অবগতি ও খাস দোয়ার জন্য মুদ্রিত হলো

শ্রদ্ধেয় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর সাহেবান, ন্যাশনাল সেক্রেটারী সাহেবান, মুরব্বী সাহেবান ও আমার সহকর্মী ভাইয়েরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

১৯৭৬ সনে বয়আত গ্রহণের পর বাড়ি ছাড়া হয়ে পড়লে জনাব মোহাম্মদ হাবীল উদ্দিন সাহেবের সহযোগিতায় আমি প্রথমে ১৯৭৭ সনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার তা'লীম তরবিয়তী ক্লাসে যোগদান করি। জনাব মোহাম্মদ খলীলুর রহমান সাহেব ঐ সময় বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর ছিলেন, বর্তমান তালিম সেক্রেটারী জনাব হাবীব উল্লাহ্ সাহেব, সেক্রেটারী উমুরে আমা জনাব এ, কে, রেজাউল করিম সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ জনাব মোহাম্মদ সাহাবউদ্দিন সাহেব এবং বর্তমান ন্যাশনাল আমীর সাহেবও তখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মকর্তা ছিলেন। তা'লিম তরবিয়তী ক্লাস শেষ করে তৎকালীন জামাতের একনিষ্ঠ কর্মী মরহুম শহীদুর রহমান সাহেবের সাথে প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে আমি জামাতের খেদমত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে, তিনি বললেন, কিছুদিন পর জামাতে লোক নিয়োগ করা হবে, তখন আপনাকে ডাকবো।

আমি উনাকে বললাম, বাড়ীতে আমার জায়গা নেই এখন কোথায় যাবো? তখন তিনি সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবকে ডেকে বললেন, ওকে কিছুদিনের জন্য জনাব সামী সাহেবের অফিসে দিয়ে আসেন। পর দিন মৌলানা সাহেব আমাকে নিয়ে জনাব সামী সাহেবের অফিসে গেলেন এবং আমীর সাহেবের কথা বলে আমাকে রেখে আসলেন। প্রায় দেড় বছরের মত আমি সেখানে কাজ করি। (জনাব সামী সাহেব ছিলেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের মামা, পরে তিনি করাচী চলে যান)।

বর্তমান কানাডা নিবাসী জনাব ইশমত পাশা সাহেব ও বাশরুকের কবীর আহমদ সাহেব তখন জনাব সামী সাহেবের অফিসে পার্টটাইম টাইপিষ্টের কাজ করতেন। জনাব ইশমত পাশা সাহেব আঞ্জুমানেও পার্টটাইম টাইপের কাজ করতেন।

একদিন বিকালে জনাব পাশা সাহেব আমাকে বললেন, আপনাকে ন্যাশনাল আমীর সাহেব দেখা করতে বলছেন। আমি পর দিন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে সাক্ষাত করি। সাক্ষাৎকারে অনেক হেদায়াতের পর তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন যে, আপনি স্ব-ইচ্ছায় জামাতের কাজ ছেড়ে যাবেন না। আমি ওনার কাছে ওয়াদা করেছিলাম–যত সুবিধা-অসুবিধাই হোক জামাতের কাজ ছেড়ে অন্য কোন চাকুরীতে যাব না। তখন তিনি ইশমত পাশা সাহেবকে ডেকে বললেন, ওকে একটা দরখাস্ত লিখে দেন। সাথে সাথে জনাব পাশা সাহেব একটি দরখাস্ত লিখে আমার স্বাক্ষর নিয়ে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের খেদমতে পেশ করলে তিনি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মতিন সাহেবকে ডেকে নিযুক্তি পত্র দিতে বললেন। ১৯৭৯ সনের অক্টোবর মাস থেকে নিযুক্তির পত্র পেয়ে যথাসাধ্য জামাতের খেদমত করে আসছি। এর মধ্যে অনেক কর্মী এসেছে কিছু কাজ করে চলে গেছে। আল্লাহ্‌র রহমতে কোনদিন অধিক অর্থ উপার্জনের চিন্তা মাথায় নেইনি বা বাইরের ব্যবসার কথা কল্পনাও করিনি। আমার ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে কোন সেক্রেটারী সাহেবের কাজে 'না' শব্দ উচ্চারণ করিনি। কারণ দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস রাখি যে, কোন সেক্রেটারীর কাজই তার ব্যক্তিগত নয়। তাই যথাসাধ্য যথাসময়ে কাজগুলো সম্পাদন করে দিতে চেষ্টা করেছি। এরপরও অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে কারণ আমিও একজন দুর্বল মানুষ। সবশেষে আমি জানাতে চাই যে, সরিষাবাড়ী জামাতের মসজিদ ও মোয়াল্লেম কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য আমি ০.১২ (বার) শতাংশ জমি দান করে যাচ্ছি। সবার খেদমতে দোয়ার আবেদন করছি–মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন আমার পরিবারের এই নগণ্য কুরবানী গ্রহণ করেন।

আমার দীর্ঘ কর্মজীবনের কর্মকান্ডে বা আচার আচরণে কেউ বিন্দুমাত্র দুঃখ পেয়ে থাকলে আমি সকাতরে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আবারো দোয়ার আবেদন করছি, মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাকে এবং আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঐশী খিলাফতের ছায়ার নীচে থেকে সিলসিলার খেদমতের তৌফিক দান করেন, আমীন। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

শাহ মোহাম্মদ আব্দুল গনি
অফিস সহকারী (অবসর)
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

তারিখ: ২৬/০৯/২০০৮

শোক সংবাদ

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ রোজ শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকায় হোসনাবাদ জামাতে অনুষ্ঠিত জামালপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল জোনের আঞ্চলিক জলসা ২০১২ সরিষাবাড়ী জামাতের নিবেদিত প্রাণ আহমদী ভ্রাতা জনাব শাহ্ মোহাম্মদ আব্দুল গনি ষ্ট্রোক করে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বৎসর। তিনি ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে বয়আত করে আহমদীয়াতে দাখিল হন। ১৯৭৯ সালের শেষ দিকে আহমদীয়াতের খেদমতে শামিল হন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল ও পরে ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী দপ্তরে অফিস সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৩০ বছর। ভূতপূর্ব ন্যাশনাল আমীর সাহেব মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব থেকে বর্তমান ন্যাশনাল আমীর সাহেব পর্যন্ত দীর্ঘ কর্ম জীবনে বাংলাদেশের সকল জামাতে তার পরিচিতি ছিল ব্যাপক। তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন এবং তার পরিবারের সকলকেই ওসীয়্যতকারী বানিয়েছেন। ২০০৮ সালে অবসর হওয়ার পর বাড়ী ফিরে তাঁর এলাকা চাপার কোনায় মসজিদ করার পক্ষে তিনি ও তার স্ত্রী দুজনে ১২ শতাংশ জমি জামাতকে ওসীয়্যত করেন এবং ঐ বছরই মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু করলে এলাকাতে চরম মোখালেফাত হয়। কয়েকবার তাঁর প্রাণ নাশের প্রচেষ্টা হয়। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে নিরাপত্তার জন্য সরিষাবাড়ী সদরে সপরিবারে হিজরত করেন। পরিশেষে মৃত্যুর এক বছর আগে থেকে সরিষাবাড়ী জামাতের সেক্রেটারী মাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার স্ত্রী ও ছোট মেয়ে সরিষাবাড়ী জামাতের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র আমেলার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মৃত্যুর দিন ২৪ ফেব্রুয়ারী হোসনাবাদ আঞ্চলিক জলসায় সকাল সাড়ে ১০ ঘটিকায় সরিষাবাড়ী মজলিসের কায়েদ জনাব হাবিবু রহমান এর সাথে জলসা গাহে আসেন। তিনি নাস্তা শেষে, জলসা গাহের পার্শ্বে ক্যান্টিনে বসেন এবং সাথে সাইফুল ইসলাম ও খুলনার জনাব শামছুর রহমান মিলে সরিষাবাড়ী জামাতের উন্নতি ও অগ্রগতির ব্যাপারে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন। জুমুআ নামায শেষে দুপুরের খাবার অংশগ্রহণ করা অবস্থায় তিনি ষ্ট্রোক করেন। এর পর হাসপাতালে নিলে ডাক্তার মৃত্যু ঘোষণা করেন। রাত ৯টায় আঞ্চলিক জলসা শেষে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং অত্র অঞ্চলের ৭টি জামাতের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জানাযা শেষে তাকে দাফনের জন্য তার এলাকা চাপার কোনা পাঠানো হয়। পরদিন সকাল ১০ ঘটিকায় দাফন সম্পন্ন হয় ওয়াকফকৃত মসজিদের জমির সাথে জায়গায়। মরহুম মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্র (ওয়াকফে জিন্দেগী) তিন মেয়ে ও ৪ জন নাতি নাতনি রেখে যান। এদের মধ্যে ৩ জন ওয়াকফে নও, তার মেঝো জামাতা মৌ. মোজাম্মেল হোসেন, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জিন্দেগী। মহান আল্লাহ্ তাআলা মরহুমকে মাগফেরাত দান করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে অধিষ্ঠিত করুন। আর শোক সন্তপ্ত পরিবারের এবং আত্মীয় স্বজনের ধৈর্য ও ইমানী শক্তি বৃদ্ধি করুন। এজন্য সকল আহমদীর কাছে খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

সুধি দর্শক-শ্রোতা! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সরাসরি সম্প্রচারিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' (১৬তম পর্ব) এমটিএ লন্ডন স্টুডিও থেকে আবারো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাল্লাহ্। আসছে ২৪ মে থেকে ২৭ মে, ২০১২ পর্যন্ত টানা ৪ দিন এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে।

অনুগ্রহ করে সারা বিশ্বের বাংলাভাষী সকল আহমদী ভাই-বোনদেরকে এই সাড়াজাগানো জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানটি পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং সহকর্মী মেহমানদের নিয়ে দেখার, সরাসরি অংশগ্রহণ করার এবং এর সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ ঋতু পরিবর্তনের কারণে অনুষ্ঠানের সময়ের কিছুটা পরিবর্তন হবে।
পরিবর্তিত সময় টেলিফোনের মাধ্যমে জানানো হবে।

দিন ও তারিখ	বাংলাদেশ সময়	জিএমটি	ব্যপ্তিকাল
বৃহস্পতিবার ২৪/০৫/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
শুক্রবার ২৫/০৫/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
শনিবার ২৬/০৫/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
রবিবার ২৭/০৫/২০১২	রাত ৮ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা

আপনার প্রশ্ন পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০
ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭
ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখার জন্য লগ-ইন করুন ঃ

www.mta.tv

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 74 | 20th Issue

The Ahmadi
Fortnightly

30th April, 2012 | Tk. 15.00
Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি
রেস্তোরাঁ

তৃতীয় শাখা এখন **গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ডে**

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রূপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
ওয়ান্ডারল্যান্ড, গুলশান
(পিংক সিটি মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে)।
রোড-১০৩, গুলশান-২
মোবাইল: ০১৯১৩৯৪১৩৯২

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta
CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com